পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 268 Friday, 29 August, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৬৮ সংখ্যা ❋ ১২ ভাদ্র ১৪৩২, শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘বিজেপি হাই লোডেড ভাইরাস! যারা নিয়োগে বাধা দেয়, তারা দু-নম্বরি’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ এসএসসি মামলায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হয়েছে। ওবিসি সংক্রান্ত ইস্যুতে মামলা হওয়ায় জয়েন্টের ফলপ্রকাশেও বিঘ্ন ঘটেছিল। বিজেপি সহ বিরোধীরা এই পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকারকেই দায়ী করে। তবে শাসক শিবির বারবার বলে এসেছে - বিরোধীদের চক্রান্তের জেরেই এমনটা হয়েছে। খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভামঞ্চ থেকেও এই ইস্যুতে মুখ খোলেন তৃণমূল নেত্রী। চাকরি বাতিল এবং জয়েন্টের ফল নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বিরোধীরা। স্পষ্টত এমনটাই বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর যুক্তি, তৃণমূল সরকারের এখানে কিছু করার ছিল না। কারণ বারবার মামলা করে জটিলতা বাড়ানো হয়েছে। মমতার কথায়, ‘‘যারা নিয়োগ বাধা দেয়, যারা কোর্টে কেস করে, তারা দু-নম্বরি।’’ তৃণমূল নেত্রীর কটাক্ষ, ওরা ব্যাকডোর দিয়ে লড়াই করে নিয়োগ আটকে রেখেছে। একযোগে বিজেপি-সিপিএমকে নিশানা করে মমতা এও বলেন, ‘‘তৃণমূলকে শুধু বাম-বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় না। যত শক্তি আছে সবার সঙ্গে লড়াই করতে হয়।’’ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে মমতার সংযোজন, ‘‘বামপন্থীরা নির্লজ্জ, তাই বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে।’’ বাংলা ভাষার অপমান, এসআইআর বা এনআরসি ইস্যু নিয়েও এদিন ফের একবার সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিজেপিকে ‘হাই লোডেড ভাইরাস’ বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। বলেন, ‘‘সেলফিস জায়ান্ট। যারা হাই লোডেড ভাইরাস, যাদের হিমোগ্লোবিন কম আছে, তারা ভাবছে এনআরসি চালু করে ভোটাধিকার কেড়ে নেবে। কিন্তু জেনে রাখুন জীবন থাকতে ভোটাধিকার কাড়তে দেবো না।’’ পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন এবং ইডি-সিবিআইকেও খোঁচা দেন মমতা। মন্তব্য, ভোট আসলেই এজেন্সির দাপাদাপি বাড়ে। আগে এজেন্সিগুলি রাজনীতি করত না। আসলে বাচ্চারা ললিপপ খেলে মানায়, কিন্তু বড়রা ললিপপ খেলে মানায় না। দুর্নীতি ইস্যুতে এদিনও কার্যত অল-আউট খেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল নেত্রীর কটাক্ষ, ‘‘আমাদের আছে লক্ষ্মীর ভান্ডার, আর বিজেপির আছে দুর্নীতির ভান্ডার!’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘মোদীজি সারাক্ষণ ‘দুর্নীতি’ বলে চিকার করেন। অথচ সারা দেশে যেখানে যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় আছে, সেখানে দুর্নীতি-সন্ত্রাস-গুজরাট মডেলই আসল চিত্র।’’ নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার - তৃণমূলের এই অভিযোগ নতুন নয়। বৃহস্পতিবার এই ইস্যুতেই মমতা বলেন, ‘‘ভোট আসলেই এজেন্সির দাপাদাপি বাড়ে। আগে এজেন্সিগুলি রাজনীতি করত না।’’ এই প্রসঙ্গেই মোদিকে উদ্দেশ্য করে মমতার সংযোজন - ‘‘আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি। আমি এবার বই লিখব, কাকে কেমন দেখেছি। আপনাকে নিয়েও তো একটা লেখা থাকবে।’’ মমতা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে তিনি আটবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। বহু প্রধানমন্ত্রীকে কাছ থেকে দেখেছেন। সেই নিয়েই এবার বই লিখতে চলেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী নিয়ে হামেশাই চর্চা হয়। গত ১৫ বছর ধরে তিনি চূড়ান্ত প্রশাসনিক ব্যস্ততার মাঝেও নানা বই লিখেছেন। গদ্য থেকে শুরু করে ছড়া, কবিতা, গান - সবরকম রচনাই রয়েছে তাঁর। প্রেসিডেন্সি মিউজিয়ামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইয়ের সংকলন নিয়ে আলাদা একটি ঘরও রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে বলা যায়, তাঁর বইয়ের তালিকায় আরও একটি যুক্ত হতে চলেছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছর বইমেলাতেই নিজের লেখা তিনটি বই প্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনটি বইয়ের নাম লিপিবন্ধ, স্যালুট ২ এবং বাংলায় নির্বাচন ও আমরা। কলেজ নির্বাচন কবে? মনে করা হয়েছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে হয়তো কিছুটা হলেও ইঙ্গিত মিলবে। কিন্তু তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে সে প্রসঙ্গে একটিও উচ্চবাক্য শোনা যায়নি। বরং নেত্রীর মুখে শোনা গেল নিজের ছাত্রজীবনে কলেজ নির্বাচনের প্রসঙ্গ। সেদিন তিনি কীভাবে দুই ছাত্র পরিষদের সদস্যকে রক্ষা করেছিলেন, কীভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন, যা যথেষ্টই রোমহর্ষক। বিষয়টি নিয়ে বলতে গিয়ে, তাঁর মুখে ওঠে আসে সুব্রত বক্সীর কথা। মমতা বলেন, ‘‘বক্সী দা আমাদের সিনিয়র। আমি তখন কলেজে। আশুতোষ কলেজে ইলেকশন হচ্ছে। আমি বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। ২ ছেলেকে গাড়িতে এসে সিপিএমের গুন্ডারা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমি একটা সময়ে বক্তৃতা দেওয়ার ফাঁকে জল খেতে গিয়েছিলাম, তখন দেখি এই কাণ্ড।’’ কথার রেশ টেনে একেবারে গল্পের ছলে মমতা বলতে থাকেন, ‘‘আমি তখন গিয়ে কলার চেপে ধরি। আর অশোকা দুটো থাপ্পড় মারল। ছেলেদুটোকে বাঁচিয়ে আনলাম। ওরা আমাকে বন্দুক নিয়ে তাড়া করল, পাইপগান নিয়ে তাড়া করল, স্টেনগান নিয়ে তাড়া করল।’’ সুব্রত বক্সীর পাড়ার একটি মিষ্টির দোকান আর তার পাশের একটি রেস্টুরেন্টের কথাও বলেন তিনি। কীভাবে সেদিন রক্ষা পেয়েছিলেন, সেকথা বলতে গিয়েই মমতা বলেন, ‘‘বক্সী দা-দের পাড়ায় শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভান্ডার বলে একটা দোকান রয়েছে। এখনও রয়েছে। তার পাশে রেস্টুরেন্টে ছিল। সেখানে বসে থাকা কয়েকজন দেখতে পেয়ে আমাকে রেস্টুরেন্টে ঢুকিয়ে দিল, ওরা আর খুঁজে পায়নি। নাহলে সেদিনই আমাকে মেরে দিত। হাজরার মোড়ে ডান্ডা মারে।’’ কতটা তিনি অত্যাচারিত হয়েছিলেন, সেটা বলতে গিয়ে হাজরার অশান্তির কথাও উঠে আসে তাঁর মুখে। তিনি বলেন, ‘‘আমার মাথায় ৪৬টা সেলাই রয়েছে। ব্রেন অপারেশন করতে হয়, ডান হাতের অর্ধেক হাড় নেই। যখন প্রথমবার মারে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছিল, দ্বিতীয়টা মারে, তখন বাঁদিক ডান দিক, রক্তে ভাসছে, তৃতীয়বার যখন মারে, তখন হাতটা মাথায় উঠে গিয়েছিল। ইশ্বর বাঁচিয়ে দিয়েছে।’’ নাম না করে বামেদের উদ্দেশে এভাবেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে আক্রমণ শানালেন তিনি। **ছবি- সৌরভ দত্ত**

বিরোধীদের তুলোধনা মমতার

এসআইআর ইস্যুতে ফের গর্জন অভিষেকের

‘আগে মানুষ সরকার বাছত, এখন কেন্দ্র ভোটার বাছছে’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ আগে মানুষ সরকার বেছে নিত। কিন্তু এখন কেন্দ্র সরকার ভোটার বাছছে! এসআইআর ইস্যুতে বিজেপিকে এই ভাষাতেই নিশানা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে তাঁর বক্তব্যে উঠে এল বাংলা ভাষার অপমান প্রসঙ্গও। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধনা করেন অভিষেক। এসআইআর-এর নাম করে দেশের ভোটারদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর সাফ কথা, এর বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। যদি আগামী দিনে বাংলার একজন ভোটারের নামও বিজেপি কেটে বাদ দেয়, তবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করবে তৃণমূল। অভিষেকের হুঁশিয়ারি, ১০ লক্ষ লোক নিয়ে দিল্লিতে অভিযান করবেন তাঁরা। বিজেপি দাবি করেছে, ২০২৬ সালের ভোটে তৃণমূলের বিদায় ঘটবে। তবে বৃহস্পতিবারের সভা মঞ্চ থেকে অভিষেকের সরাসরি হুঁশিয়ারি, ‘‘যারা বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাদের ২০২৬-এ আমরা এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না। আগামী বছর ২৮ আগস্ট আরও বড় সমাবেশ হবে।’’ এই প্রেক্ষিতে তাঁর সরাসরি চ্যালেঞ্জ - ‘‘বিজেপির যদি সত্যিই শক্তি থাকে, তবে আগামী নির্বাচনে ৫০ আসন পার করে দেখাক।’’ তৃণমূল নেতার অবশ্য এও দাবি, গতবারের চেয়েও বেশি আসন নিয়ে ২০২৬ সালের ভোটে তারা ক্ষমতায় ফিরবে। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতায় উঠে এসেছে বিচারব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় বাহিনী, সিবিআই ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভও। অভিযোগ, এরা সকলে একজোট হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ছে। কিন্তু পাল্টা দাবি, বাংলার প্রায় দশ কোটি মানুষ তৃণমূলের পাশে রয়েছেন। আরজি কর কাণ্ডের এক বছর পার হয়েছে। এদিনের সভা থেকে সেই প্রসঙ্গও টেনে আনেন অভিষেক। বিজেপি সরকার তথা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘‘গত বছর এই সময় আরজি কর কাণ্ড নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছিল। তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতা পুলিশ মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিন্তু আজ এক বছর কেটে গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সিবিআই কিছুই করল না।’’ শুধু তদন্ত নয়, রাজ্য সরকারের পাস করা বিলও আটকে রাখার অভিযোগ তুললেন অভিষেক। তাঁর কথায়, ‘‘আমরা অপরাজিতা বিল পাস করে রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছিলাম। অথচ এক বছর কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত তাতে সম্মতি দেওয়া হয়নি।’’ তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সংস্থা ও রাজ্যপালের ভূমিকা বাংলার গণতন্ত্রকে ব্যাহত করছে।

পুজোর আগে আরও ৩ হাজার টাকা ভাতা বাড়ল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ সামনেই দুর্গাপুজো। হাতে রয়েছে পাক্কা এক মাস। জোর কদমে শুরু হয়ে গিয়েছে পুজোর প্রস্তুতি। আর পুজোর ঠিক এক মাস আগেই বড় সুখবর দিল নবান্ন। বৃহস্পতিবার অর্থদফতরের তরফে, আরও তিন হাজার টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল ভাতা। মূলত, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে এবং সরকার অধীনস্থ সংস্থাগুলিতে অনেক পার্ট টাইম কর্মী চাকরি করেন। এই সকল কর্মীদের ভাতা চালু করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোর ঠিক আগে তাঁদের সেই ভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে গত ২৬ আগস্ট (বুধবার) এই মর্মে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ১ আগস্ট থেকে এই নতুন ভাতা কার্যকর হবে।

ভোটার তালিকা সংশোধনে কড়া বার্তা কমিশনের, লগ-ইন আইডি শেয়ার করে ভুল হলে দায় ইআরও, এইআরও-র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ ভোটার তালিকা সংশোধন, পুনর্বিবেচনা ও তদারকি নিয়ে কড়া নির্দেশ দিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী দফতর। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ইআরও এবং সহকারী ইআরও নিজের দায়িত্ব অন্য কারও হাতে ছেড়ে দিতে পারবেন না। তাঁদের ইআরওনেটে লগ-ইন আইডি বা ওটিপি কোনও অবস্থাতেই ডেটা এন্ট্রি অপারেটর বা অন্য কোনও ব্যক্তির সঙ্গে ভাগ করা যাবে না। ২৭ আগস্ট প্রকাশিত ওই নির্দেশে বলা হয়েছে, ফিল্ড লেভেলের তদন্তের কাজ ব্লক লেভেল অফিসারদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। দায়িত্বে থাকা ইআরও এবং এইআরও-দেরই তা পালন করতে হবে। কমিশনের নির্দেশ, আইটি-সংক্রান্ত কাজের জন্য শুধু সিস্টেম ম্যানেজার, সহকারী সিস্টেম ম্যানেজার এবং স্থায়ী সরকারি কর্মচারী ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের সাহায্য নেওয়া যাবে। তাঁদের অবশ্যই হোম অ্যান্ড হিল অ্যাফেয়ার্স দফতরের বেতনভুক্ত কর্মী হতে হবে। চিঠিতে আরও সতর্ক করে বলা হয়েছে - কারও দায়িত্বে গাফিলতি ধরা পড়লে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশনের আওতায় থাকার সময় ইআরও ও এইআরও-দের কাজকর্ম সম্পূর্ণভাবে কমিশনের তত্ত্বাবধানে হবে। আইন অনুযায়ী দায়িত্বে অবহেলা করলে কারাদণ্ড ও জরিমানার বিধান রয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের স্বাক্ষরিত এই নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বিষয়টিকে হালকা ভাবে নেওয়া চলবে না। জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে চিঠির প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানা হয়। কোনও প্রকার বিচ্যুতি হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পরীক্ষা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ‘এই অনুরোধ না করাই উচিত ছিল’

হেসে বললেন ‘বিজয়িনী’ উপাচার্য শান্তা দত্ত দে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ হৈ হৈ করে পালিত হল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতি বছরের মতো এ দিনও মেয়ো রোডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেন ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ছাত্র-যুবরা। একদিকে যখন আন্দোলনের বার্তা দিচ্ছেন সুপ্রিমো বা বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার স্লোগান তুলছেন তখন পরীক্ষার হলে প্রশ্নের উত্তর লিখলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। হাজারো চেষ্টা, অনুরোধ সত্ত্বেও বদলাল না সূচি। নৈতিক জয় হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত দে-র। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলাকালীন তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানালেন, এমনই তো হওয়ার ছিল। পরীক্ষা এমন কোনও কারণে পিছিয়ে দেওয়া হবে কেন। যেখানে পরীক্ষা দিতে পড়ুয়াদের বা তাঁদের অভিভাবকদের কোনও আপত্তি নেই, সেখানে হঠাৎ কোনও সংগঠনের কর্মসূচির জন্য এমন হওয়া তো ঠিক নয়। আজ শান্তা দেবীর মুখে স্বস্তির হাসি। কিন্তু লড়াইটা এত সহজ ছিল না। রাজ্যের শাসক দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, সেখানে বিএ, বিএসসি, বি.কম, ও বিএ, এলএলবি-র চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার জন্য সুরেন্দ্রনাথ, বঙ্গবাসী-সহ বেশ কয়েকটি কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে আবেদন করা হয়। তাদের দাবি ছিল, ছাত্রছাত্রী, নন-টিচিং স্টাফ, এমনকি কিছু সংগঠনও নাকি পরীক্ষায় অংশ নিতে রাজি নন। ২৮ আগস্ট পরীক্ষা হলে শিক্ষার্থীদের একাংশ সমস্যায় পড়বেন। কিন্তু সেই আর্জিকে গুরুত্বই দেননি শান্তা দত্ত দে। তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন, ‘‘পরীক্ষা কি কোনও পিকনিক না কি? বিশ্ববিদ্যালয় তার অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পরীক্ষার দিন ঘোষণা করে। পরীক্ষায় বসা পড়ুয়ার দায়িত্ব, অধ্যক্ষ যদি চিঠি ফরওয়ার্ড করে দেন, তবে শিক্ষায় ডিসিপ্লিন বলে কিছু থাকবে না।’’ উপাচার্য আরও জানান, পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এটা সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত। সেই সঙ্গে প্রায় ৩০ হাজার পরীক্ষার্থী যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারেন, তার জন্য কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের পদস্থ কর্তাদের কাছে লিখিত আবেদন করেন। এরপর কলেজ স্ট্রিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের বাইরে মঞ্চ বেঁধে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা উপাচার্যের বিরুদ্ধে তীব্র কটূক্তি করেন। পরীক্ষার দিন পাল্টানোর জন্য আবেদন জানান খোদ মুখ্যমন্ত্রীও। কিন্তু সিন্ডিকেট সিদ্ধান্তে অনড় ছিল। সেবিষয়ে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের বক্তব্য, ‘‘এমন কারণে পরীক্ষার তারিখ পাল্টাতে গেলে তো হাজার একটা সংগঠনের জন্য পরীক্ষা পাল্টাতে হয়। আমি আগেই বলেছিলাম, এটা হবে না। আর ছাত্র-ছাত্রীরা বা অভিভাবকরা কিছু বলেননি। তাঁদের পরীক্ষা বদলানোর কোনও দাবি ছিল না। পরীক্ষা দেব না এমন কেউ বলেনি। পরীক্ষা দিতে তো আসলে একটা মানসিক প্রস্তুতি লাগে, সেই প্রস্তুতি নিয়ে নেওয়ার পর তো পিছিয়ে দেওয়া যায় না। ওরাও দেখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় ওদের জন্য, পড়াশোনার জন্য লড়ছে, তাই হয়তো ওরা (পড়ুয়ারা) কেউ কোনও কথা বলেনি।’’ আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার একদিকে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ছিল তখন অন্যদিকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েরও পরীক্ষা ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা হলেও বর্ধমানে পিছিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে সেভাবে কোনও মন্তব্য করতে চাননি শান্তা দত্ত দে। শুধু প্রশ্ন তুললেন, বর্ধমানের উপাচার্য বলেছেন, তাঁদের পরীক্ষাটা ইন্টারনাল ছিল। তাই সমস্যা হয়নি। তেমন হলে তো পরীক্ষাটা নাই পিছনো যেত! রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রিকোয়েস্ট করেছিলেন, প্রশ্নের উত্তর শেষের আগে তাঁর বক্তব্য, ‘‘উনি রিকোয়েস্ট করলেন কী করে, আমার খুব খারাপ লাগছে, ওঁর এই ধরনের অনুরোধ না করাই উচিত ছিল।’’

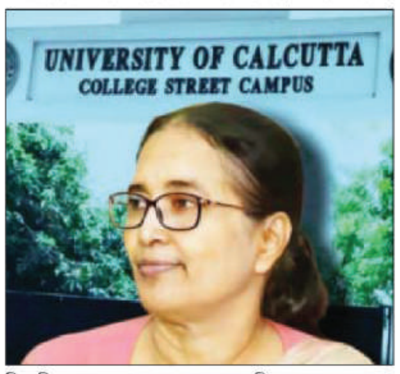

রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিইও সতীশ কুমারের মেয়াদ বাড়লো এক বছর

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃ রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী আধিকারিক (সিইও) হিসেবে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস (আইআরএমএস) (অবসরপ্রাপ্ত) সতীশ কুমারের মেয়াদ আরও এক বছরের জন্য বাড়ানো হযেছে। নেতৃত্ব পরিবর্তনের বিষয়ে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সতীশ কুমারের মেয়াদ আরও এক বছরের জন্য বাড়ানো হয়েছে।রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী আধিকারিক (সিইও) হিসেবে দাযিত্ব পালনকারী সতীশ কুমার তাঁর ভূমিকায় অব্যাহত থাকবেন, যা আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে। তিনি ২০২৪ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে চেয়ারম্যান এবং সিইও হিসেবে দাযিত্ব পালন করছেন এবং এখন তিনি ২০২৬ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত দাযিত্ব পালন করবেন।

রাহুল মামকুটাথিলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের

পালাক্কাড, ২৮ আগস্ট ঃ কেরলে কংগ্রেস বিধায়ক রাহুল মামকুটাথিলের বিরুদ্ধে মহিলাকে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এফআইআর দায়ের করেছে বলে বৃহস্পতিবার জানা গেছে।উল্লেখ্য, রাহুল মামকুটাথিলের বিরুদ্ধে একাধিক যৌন হেনস্থা ও অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছে। এর আগে এক অভিনেত্রী, রূপান্তরকামী এক মহিলাকেও যৌন হেনস্থার অভিযোগ রয়েছে রাহুলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর রাহুলকে গত সপ্তাহে যুব কংগ্রেসের কেরল শাখার সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিতে বলা হয়। রাজ্য যুব কংগ্রেসের সভাপতি থেকেও তিনি সরে গিয়েছেন। দলে রাহুলের প্রাথমিক সদস্যপদও খারিজ করা হয়েছে। এই ঘটনা কেরলের

শুক্রবার ধ্যানচাঁদের জন্মদিন

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ মেজর ধ্যানচাঁদ। জন্ম ১৯০৫ সালের ২৯ আগস্ট উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদে। তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় হকি খেলোয়াড়। ভারতের পুরুষ জাতীয় হকি দলের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। যিনি বিশ্ব হকির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ তারকা খেলোযাড় হিসাবেই গণ্য হন। তিনি ভারতীয় হকি দলের হয়ে পরপর তিনটি- ১৯২৮ আমস্টারডাম , ১৯৩২ লস অ্যাঞ্জেলেস এবং ১৯৩৬ বার্লিন অলিম্পিকে স্বর্ণপদক লাভ করেন । তাঁর জন্মতারিখটি ভারতে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসাবে পালিত হয়।ধ্যানচাঁদের হকি খেলার সৌন্দর্য দেখে ইংল্যান্ডের জনসাধারণ তাকে হকির জাদুকর নামে অভিহিত করে। কেউ কেউ আবার হিউম্যান ঈল আখ্যা দেন। তিনি ক্রীড়া জীবনে চারশোরও বেশি গোল করেছেন। ১৯৫৬ তিনি পদ্ম সম্মানে ভূষিত হন।ধ্যানচাঁদের জন্মদিনকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসাবে পালন করা হয়. ২০১২ সাল থেকে এবং তাঁর স্মৃতিতে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে আজীবন কৃতিত্বের জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার মেজর ধ্যানচাঁদ পুরস্কার ২০০২ থেকে প্রবর্তিত হয়।হকির জাদুকরের শেষ দিনগুলি কিন্তু কেটেছে অর্থকষ্টে। শেষের দিকের লিভারের ক্যান্সারে আক্রান্ত হযেছিলেন। ১৯৭৯ সালের ৩ ডিসেম্বর ৭৪ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ঝাঁসিতে ঝাঁসি হিরোজ ময়দানে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের দেওয়া পূর্ণ সামরিক মর্যাদায়।

ভারত ও জাপানের সম্পর্ক কূটনৈতিক সম্পর্কের বাইরেও বিস্তৃতঃপ্রধানমন্ত্রী

আহমেদাবাদ, ২৮ আগস্ট ঃভারত ও জাপানের সম্পর্ক কূটনৈতিক সম্পর্কের বাইরেও বিস্তৃত। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, পরের সপ্তাহে আমি জাপান যাচ্ছি। ভারত ও জাপানের সম্পর্ক কূটনৈতিক সম্পর্কের বাইরেও বিস্তৃত, এটি সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসের বন্ধন। আমরা একে অপরের উন্নতিতে আমাদের অগ্রগতি প্রতিফলিত হতে দেখি। মারুতি সুজুকি দিয়ে আমরা যে যাত্রা শুরু করেছিলাম তা এখন বুলেট ট্রেনের গতিতে পৌঁছেছে।প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, ২০১৪ সালের তুলনায় মোবাইল ফোন উৎপাদন ২৭০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদনও গত দশকের তুলনায় ২০০-এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমস্ত তথ্য ভারতের সমস্ত রাজ্যকে অনুপ্রাণিত করছে। সংস্কার এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, যা সমগ্র দেশকে উপকৃত করছে এবং আমি প্রতিটি সভায় সমস্ত রাজ্যকে বলে আসছি যে আমাদের সক্রিয় হতে হবে। আমাদের উন্নয়ন-বান্ধব নীতি তৈরি করতে হবে। আজকের প্রতিযোগিতামূলক যুগে, যেসব রাজ্য তাদের নীতি পরিস্কার এবং বিনিয়োগকারী-বান্ধব রাখে তারা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে আরও বেশি আস্থা অর্জন করে। বিনিয়োগকারীরা তখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে আসে। সমগ্র বিশ্ব ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে, এবং কোনও রাজ্যই পিছিয়ে থাকা উচিত নয়। প্রতিটি রাজ্যের উচিত সুযোগ গ্রহণ করা, এমন প্রতিযোগিতা তৈরি করা যা বিনিয়োগকারীদের অন্য যে কোনও দেশের চেয়ে ভারতকে বেছে নিতে বাধ্য করে।উৎপাদনও গত দশকের তুলনায় ২০০-এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমস্ত তথ্য ভারতের

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষীরা আর্থিক সহায়তা পেলেন এক বছর পর

আগরতলা, ২৮ আগস্ট ঃ ২০২৪ সালের ২০ থেকে ২৩ আগস্ট ত্রিপুরায় ভযাবহ বন্যা হয়।অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট এই বন্যায় রাজ্যের ৫ জেলার বিরাট অংশের মৎস্যচাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। তক্ষণা তাঁদের জন্য ৫ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছিল। এক বছর বাদে শনিবার থেকে জেলা ভিত্তিক ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষীদের আর্থিক সাহায্য এবং মৎস্য চাষের সামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে মৎস্য দফতর। এই উপলক্ষে শনিবার রাজধানী আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে পশ্চিম জেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার, বিধায়িকা মিনারানী সরকার, পশ্চিম জেলার জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজি শীল সহ অন্যান্যরা।এই অনুষ্ঠানে পশ্চিম জেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, ২০২৪ সালের ভযাবহ বন্যায় রাজ্যের দক্ষিণ জেলা, সিপাহীজলা জেলা, গোমতী জেলা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা এবং উনকোটি জেলার মৎস্য চাষীরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হন। বন্যায় দফতরের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা।মন্ত্রী আরও জানান ,বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্যের জন্য দফতর রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিল। সেই মত মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার নেতৃত্বাধীন সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এসডিআরএফ ফান্ড থেকে মৎস্যচাষীদের সাহায্যের জন্য ১৭ কোটি টাকা প্রদান করেছে। এই টাকা থেকেই আজ পশ্চিম জেলার ক্ষতিগ্রস্ত ৩৩৬ হেক্টর জলাশযের মোট ২১৭৩ জন সুবিধাভোগীদের সাহায্য করা হয়। মস্যমন্ত্রী জানান, পশ্চিম জেলার এই আর্থিক সাহায্যের মোট পরিমাণ ১ কোটি ২০ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা।

শরৎসাহিত্যে সমাজ ও অর্থনীতির খোঁজে আলোচনাচক্র

কলকাতা, ২৮ আগস্ট, ঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁকে নতুন করে খোঁজার, চিন্তাভাবনার প্রয়াস শুরু হয়েছে। এটা জেনে সত্যি ভাল লাগছে। গত শুক্রবার কথাসাহিত্যিকের স্মরণে আলোচনায় এই মন্তব্য করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপিকা, শর-গবেষিকা ও লেখিকা ডঃ কুমকুম চট্টোপাধ্যায়।শরচন্দ্রের সমাজভাবনা ও অর্থনীতি সম্পর্কে এক ঘন্টার আলোচনায় পৌরোহিত্য করেন তিনি। এই ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার জন্য তিনি শর সমিতিকে ধন্যবাদ জানান। বলেন, শরচন্দ্রের লেখায় সমকালীন জীবনকে ভীষণভাবে বাস্তবভাবে আমরা পেয়েছি। নারীকে কিভাবে শোষণ ও শাসণ করা হয়েছে, পেয়েছি তার নানা উদাহরণ। সমাজের দ্বিচারিতা, দ্বিমুখিতা, ভণ্ডামির ছবি ফুটে উঠেছে শরচন্দ্রের লেখায়।অধিবেশনে প্রবীন শিক্ষাবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক ডঃ বাসবী চক্রবর্তী অধ্যাপক কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য সমর্থন করে বলেন, শরৎচন্দ্রের লেখায় অনেকটাই প্রতিফলিত হয়, সমাজে যেন নারীর কোনও মূল্য নেই। নিছক যেন ভোগ্যবস্তু। সেই লেখা পড়ে আমরা বর্তমানের প্রেক্ষিতে যুগ বদলের মাত্রা অনুধাবন করতে পারি। সাহিত্য ও সমাজ একে অপরের পরিপূরক। এটার একটা বিজ্ঞান আছে। এ ব্যাপারে সমাজবিজ্ঞানীদের উক্তি-সহ বিশ্বসাহিত্যের কিছু উদাহরণ শ্রোতাদের সামনে তিনি তুলে ধরেন।বাসবী দেবী শরচন্দ্রের সমাজভাবনা নিয়ে বলতে গিয়ে Sociology of Literature র প্রেক্ষিত থেকে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেন। বিশিষ্ট সমাজচিন্তক যোসেফ রৌসেক কথিত ' Theory' র সূত্র ধরে তিনি বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। তাঁর আলোচনায় উঠে আসে এই মহান লেখকের গল্প,উপন্যাসে কিভাবে সমাজের দ্বিচারিতা, অন্ধ কুসংস্কার, জাতপ্রথা, বাল্যবিবাহের মত সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে।বাসবী চক্রবর্তী বলেন, কিভাবে নানা ধরনের চরিত্র চিত্রণের মধ্যে নর-নারীর সম্পর্ক ও সম্পর্কের জটিলতা প্রকাশ পেয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসের মধ্যে যে আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল - তার ফলে দরিদ্র, বঞ্চিত কৃষকেরা সীমাহীন শোষণের শিকার হত যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল 'মহেশ' গল্পের 'গফুর'।এছাড়া, উচ্চবর্ণের মানুষেরা (যারা সমাজে সমাজপতির মর্যাদা পেত) নিচুজাতের মানুষকে কতটা ঘৃণা করত, তার, উদাহরণ পাই 'অভাগীর স্বর্গের' অভাগী চরিত্রে, 'বিলাসী' গল্পের বিলাসী চরিত্রে। ' উপন্যাসে লেখক গ্রামীণ রাজনীতির নগ্ন ছবি ও ধর্মীয় বিভেদের বাস্তব

পরীক্ষার প্রকাশে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি জানান, রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায. উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।তোমাদের অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও জানাই আমার অভিনন্দন।যারা কোনও কারণে ভালো ফল করতে পারোনি, তাদের মন খারাপ না করে ভবিষ্যতে যাতে ভালো হয় তার প্রস্তুতি নিতে বলব।আইনি জটিলতায় ফলপ্রকাশে অন্যান্য বারের তুলনায় এবার একটু দেরি হল। কিন্তু আমি বিশ্বাস রাখি, সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে আগামীর দিনগুলিতে তোমরা আরো সফল হবে এবং বাংলার মুখ উজ্জ্বল করবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর এই মন্তব্য ঐদিন দুপুরে ছড়িয়ে পড়ে।

ছাত্রদের জীবনে অন্ধকার নামিয়ে আনার চেষ্টা সুপ্রিম কোর্টে আটকেছেন, দাবি অভিষেকের

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ হাই কোর্টের একাংশ বাংলার ছাত্রদের জীবনে অন্ধকার নামিয়ে আনতে চেয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টে আটকেছি। দলের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে বৃহস্পতিবার রেড রোডের সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে এই মন্তব্য করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।আগে মানুষ সরকার বেছে নিত। কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় সরকার ভোটার বাছছে! বিজেপিকে এই ভাষাতেই এসআইআর প্রসঙ্গে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চ থেকে তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে বাংলা ভাষার অপমান প্রসঙ্গও। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধনা করেন।এসআইআর-এর নাম করে দেশের ভোটারদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর সাফ কথা, এর বিরুদ্ধে লড়াই চলবে।

তছনছ ভারতের শেয়ারবাজার

মুম্বাই, ২৮ আগস্ট, ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'শুল্কবাণ সামাল দিতে প্রাথমিকভাবে হিমশিম খাচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। বৃহস্পতিবার সকালে বাজার খুলতেই বড়সড় ধস নামল সেনসেক্স এবং নিফটিতে। সেনসেক্স একধাক্কায় নেমে গেল প্রায় ৬০০ পয়েন্ট। নিফটিতেও পতন হয়েছে ৫০ পয়েন্ট ।এদিন সকালে বাজার খোলার এক ঘণ্টার মধ্যে সেনসেক্স ৬০০ পয়েন্ট নেমে গিয়ে ৮০ হাজার

পরিষেবা বঞ্চিতদের ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃধারাবাহিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ। সেজন্যই ২০২৩ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ধারাবাহিক উন্নয়নমূলক লক্ষ্যসমূহের ১৭টি ক্ষেত্রের মধ্যে ৭টি আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত। এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বঞ্চিতদের কাছে এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। কারণ, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা সংগঠিত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রথম ধাপ।ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সকলের কাছে পৌঁছে দিয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রাথমিক শর্ত নিশ্চিত করায় সুচিন্তিত এবং কাঠামোগত ও নীতিগত হস্তক্ষেপ জরুরি। বাস্তবে তার প্রয়োগের জন্য লালকেল্লা থেকে তাঁর প্রথম ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার কথা। ২০১৪'র ২৮ অগাস্ট এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত জাতীয় কর্মসূচির আওতায়। এই অভিযানের মূল কথা ধরা রয়েছে আমার খাতা, ভাগ্যবিধাতা শ্লোগানটির মধ্যে। লক্ষ্য, দরিদ্র ও ব্যাঙ্কিং পরিষেবার বাইরে থাকা প্রতিটি নাগরিককে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে এসে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার অংশীদার করা। জন ধন অ্যাকাউন্ট জিরো ব্যালেন্সে কোনও মাশুল ছাড়াই খোলা যায়। প্রক্রিয়া খুবই সরল এবং কেওয়াইসি বা ই-কেওয়াইসি সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতাও কম। রুপে ডেবিট কার্ড এবং ২ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বীমার সুবিধাও পাওয়া যায়। ওভার ড্রাফট্ করা যায় ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত।সূচনার পর থেকেই অভূতপূর্ব সাফল্যের সাক্ষী থাকে এই যোজনা। ২০২৪ সালে ইকনোমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি পত্রিকায় লেখা হয় ভারতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা মানুষের সংখ্যা ২০১৪ থেকে ২০১৭'র মধ্যে ২৬ শতাংশ বিন্দু বেড়েছে, যাকে বলা যেতে পারে, বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ উদ্যোগ। এই বৃদ্ধির হার সারা বিশ্বে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হারের (৬.৫৭) দ্বিগুণ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা বৃদ্ধির হারের (৭.২৭) তিনগুণ। ২০২৫ - এর ৮ অগাস্ট পর্যন্ত ৫৬ কোটিরও বেশি জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এর ৬৭ শতাংশ গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকায় থাকা ব্যাঙ্কের শাখায়। প্রকল্পটি লিঙ্গ অসাম্যও কমিয়েছে জন ধন যোজনা অ্যাকাউন্টের ৫৫ শতাংশ - অর্থাৎ ৩১ কোটিরও বেশি - মহিলাদের। জন ধন অ্যাকাউন্ট সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তিরও পথ হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি সংসদীয় তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনায় নথিভুক্তদের এক-তৃতীয়াংশ প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার সঙ্গে যুক্ত।প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা ভারতের ডিজিটাল জনপরিকাঠামোর ভিত্তি হয়ে উঠেছে। লেনদেনের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রীকরণ এবং ডিজিটাল অর্থনীতিতে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর কর্মসূচির সাফল্যকে ভিত্তি হিসেবে রেখে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, অপচয় হ্রাস ও সরকারের প্রতি আস্থা বৃদ্ধির কাজে সফল হয়েছে। জন ধন - আধার - মোবাইল ত্রয়ী ডিজিটাল লেনদেনের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জন ধন অ্যাকাউন্ট এবং ইউনিফায়েড পেমেন্ট স্ ইন্টারফেস - এর মিথস্ক্রিয়া অসংগঠিত ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক উদ্যোগপতিদের ব্যবসার কাজে সংগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সুযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এনপিসিআই - এর সাম্প্রতিক তথ্যানুযায়ী, ইউপিআই - এর মাধ্যমে লেনদেনের বেশিরভাগটাই খাদ্য ও মুদিখানার জিনিস ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত। বলা বাহুল্য যে, এই ক্ষেত্রটিতে রয়েছেন প্রধাণত ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিরাই। এর থেকে স্পষ্ট আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের উদ্যোগ এবং ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধা তৃণমূল স্তরে প্রতিদিনের ব্যবসা-বাণিজ্যে কতটা পরিবর্তন এনেছে।জন ধন যোজনার প্রভাব শুধুমাত্র আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ' টু ব্যাঙ্কিং, সেভিংস অ্যান্ড কনজাম্পসন স্মুদিং ইন রুরাল ইন্ডিয়া' শীর্ষক ২০২২ সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ভোগব্যয় সংক্রান্ত আদান-প্রদান অনেক সহজ করে। কারণ, এক্ষেত্রে সঞ্চয় সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা সাময়িকভাবে কিছুটা হলেও কমে যায়। এই বিষয়টি দরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। একইভাবে, ২০২১ সালে এসবিআই - এর একটি গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার সঙ্গে অপরাধের হারের ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বেশি রয়েছে, এমন অবস্থায় মাদক গ্রহণের প্রবণতা কমে।সকলের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সুলভ করে তোলার লক্ষ্য এখন নাগালের মধ্যে। পরবর্তী লক্ষ্য হ'ল - আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ফলে পাওয়া পরিষেবার ব্যবহার বৃদ্ধি করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন ইনডেক্স অনুযায়ী পাওয়া তথ্য আশা-ব্যঞ্জক। এই সূচক তৈরি হয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের তিনটি মাত্রাকে পরিমাপ করে - সুগম্যতা (৩৫), ব্যবহার (৪৫) এবং গুণমান (২০)। সূচকাঙ্কটি ২০২১ সালের পর থেকেই ঊর্ধ্বমুখী। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে তা দাঁড়ায় ৬৭'তে। আমরা যদি শূন্যকে সকলের বঞ্চিত থাকার অবস্থা হিসেবে ধরি এবং ১০০'কে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের সম্পৃক্তি বিন্দু হিসেবে দেখি, তা হলে বলতেই হয় যে, ভারতে এক্ষেত্রে প্রসার ও প্রয়োগ দুটি দিকেই অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে।ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বঞ্চিতদের অর্থনীতির মূল ধারায় নিয়ে আসার বিষয়টি একবারের একটি সাফল্য হিসেবে দেখা উচি নয়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের পথে একটি প্রাথমিক ধাপ হিসেবেই তার বিবেচনা হওয়া উচিত। অন্তর্ভুক্তিকরণের পর, পরবর্তী ধাপে প্রাপ্য যাবতীয় পরিষেবা সঠিকভাবে নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া গেলে প্রকৃত অর্থেই মানুষের জীবন জীবিকা ও সমৃদ্ধির পথ সুনিশ্চিত হবে।

টিএমসিপি-র প্রতিষ্ঠাতা দিবসে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর, শুভকামনা অভিষেকের

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ বৃহস্পতিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা দিবস। এই উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, ' তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা দিবসে আমি এর নতুন-পুরোনো সকল সদস্য-সদস্যাকে জানাই জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন।' মমতা আরও লেখেন, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তৃণমূল পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাংলাকে আরও উন্নত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমাদের যে লড়াই তাতে তারাও শামিল। আজকের এই বিশেষ দিনে আমি আমার নবীন সহকর্মীদের বলব, কোনও অবস্থায় অন্যাযের সঙ্গে আপস করবে না। মাথা উঁচু করে বাঁচবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনও লড়াইয়ে আমাকে তোমরা সবসময় পাশে পাবে।তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় টিএমসিপি-র প্রতিষ্ঠাতা দিবসের দিন এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি তরুণ প্রজন্মের কথা উল্লেখ করে দলের সকলকে পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অভিষেক লেখেন, টিএমসিপি এমন একটি মঞ্চ হিসেবে রয়ে গেছে, যা তরুণ মনকে তাদের কণ্ঠস্বর উত্থাপন করতে, তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করতে এবং একটি উজ্জ্বল আগামীর জন্য অবদান রাখতে সক্ষম করে।

কলেজ পড়ুয়াদের পাশে দিল্লি সরকার, বাস পরিষেবার সূচনা করলেন রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃদিল্লির কলেজ প্যুয়াদের পাশেও রেখা গুপ্তা সরকার। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং দিল্লির মন্ত্রী পঙ্কজ কুমার সিং বৃহস্পতিবার 'ইউ-স্পেশাল' প্রকল্পের আওতায় কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য বাসের সূচনা করেন। বাস পরিষেবা সূচনা করার পর মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, এই ইউ স্পেশালটি বছরের পর বছর ধরে বন্ধ ছিল, যা এএপি সরকার অথবা কংগ্রেস সরকার কেউই গুরুত্ব দেয়নি। আমি খুশি যে বিজেপি সরকার এই স্বল্প মেয়াদে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও প্রাণবন্ততা এনেছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা বাড়ি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং উল্টোভাবে ইউ-স্পেশালের মাধ্যমে যাতাযাত করতে পারবে। এটি কেবল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালযকে একই পুরনো সম্মান এবং শক্তি দেবে না বরং দিল্লির পরিবহনে পরিস্কার বাতাসও সরবরাহ করবে। আমি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালযের শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানাই, তাদের এটি ব্যবহার করা উচিত।মেট্রো কনসেশন পাস সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, হ্যাঁ, আমরা এটি নিয়ে আলোচনা করব। শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত।

পাকিস্তানে বন্যায় হাহাকার, জলের নিচে তলিয়ে কর্তারপুর সাহিব

ইসলামাবাদ, ২৮ আগস্টঃ টানা অতিভারী বৃষ্টির জেরে ভয়াবহ অবস্থা পাকিস্তানের। পঞ্জাব প্রদেশ জুড়ে ভয়াবহ বন্যা। রাভি, চন্দ্র ভাগা ও শতদ্রু নদের জলে ডুবে শতাধিক গ্রাম, ভেসে গিয়েছে ফসল ও গৃহপালিত পশু। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত নারোওয়াল জেলার করতারপুর। শিখদের পবিত্র তীর্থস্থান কর্তারপুর সাহিব করিডর ও গুরুদ্বারা দরবার সাহিব বিগত ২৪ ঘণ্টা ধরে জলে তলিয়ে রয়েছে।বৃহস্পতিবার প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে , প্রদেশে অন্তত সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেনা নামিয়ে আট জেলায় ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চলছে। রাভি ও চন্দ্র ভাগা জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে বলে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে প্রাদেশিক দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ,১৯৯৫ সালের পর রাভির এমন রূপ ফের দেখা গেল বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার বার্তা-গাছই জীবনের শ্বাস

আগরতলা, ২৮ আগস্ট ঃ সবুজ পৃথিবীকে আগামীর প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত রাখতে বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। এই উপলব্ধি থেকেই ত্রিপুরা সরকারে অর্থনীতি ও পরিকল্পনা (স্ট্যাটিস্টিক্স) দফতরের উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরার রামনগর এলাকার মোল্লাপাড়া জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত হল বন মহোৎসব ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দফতর মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি গাছ রোপণ করে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। মন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্পষ্টভাবে বার্তা দেন-গাছই জীবন। এই জীবনকে টিকিয়ে রাখতে প্রতিটি মানুষকে বৃক্ষরোপণের কাজে এগিয়ে আসতে হবে শিশু- কিশোরদের ছোটবেলা থেকেই সবুজের প্রতি ভালোবাসা গড়ে তোলা দরকার।এদিন বিদ্যালযের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণ সক্রিযভাবে অংশগ্রহণ করেন। শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে এই উদ্যোগ পরিবেশ রক্ষার বাস্তব বার্তা পৌঁছে দেয় সাধারণ মানুষের কাছে।স্থানীয়দের দাবি, বিশ্বজুড়ে যখন বনভূমি কমে আসছে, জলবায়ু. পরিবর্তনের হুমকি প্রতিদিন ঘনিয়ে আসছে, তখন ত্রিপুরা সরকারের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে এক ইতিবাচক বার্তা। বন মহোৎসবের মাধ্যমে শুধু চারাগাছই রোপণ হয়নি, রোপিত হয়েছে এক নতুন আশার বীজ-যেখানে আগামী দিনের প্রজন্ম প্রকৃতির সাথে সহাবস্থানে বাঁচতে শিখবে। এই কর্মসূচি সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ছড়িয়ে দিল-গাছ রক্ষা মানেই জীবন রক্ষা।

রাশিফল

মেষঃ মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত দিন হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি যে কাজই করুন না কেন, তাতে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে

বৃষঃ আপনার জন্য নিছকই আনন্দ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন। এই রাশিচক্রের কিছু স্থানীয় নেত্রিকে আজ জমি সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। কোন কাছের আত্মীয় আরো বেশি মনোযোগ চাইলেও সহায়ক এবং যত্নশীল হবে।।

মিথুনঃ আজকের দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন ধারণা এবং যোগাযোগের সময় হবে। আপনার ধারণাগুলি উজ্জ্বল এবং আপনি আপনার চিন্তাভাবনাগুলি সর্বোত্তম উপাযে. প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন।।

কর্কট রাশিঃ আধ্যাত্মিকের পাশাপাশি শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা লাভজনক প্রমাণিত হবে। বিবাহের যোগ হবে।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ইতিবাচক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসবে। সংসারে শান্তি হবে।

কন্যা ঃ আজ শান্ত-উদ্বেগমুক্ত থাকুন। যারা এখন অবধি বেশি চিন্তাভাবনা না করে অর্থ ব্যয. করছিলেন তারা জীবনে এর গুরুত্ব বুঝতে পারে, কারণ একটি জরুরি প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।।

তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের এই দিনটি নানা সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। সংসারে শান্তি

বৃশ্চিকঃঅতীতের ভুল সিদ্ধান্তগুলি আজ হতাশা এবং মানসিক অশান্তির দিকে নিয়ে যাবে- আপনি নিরুপায় এবং তার পরে কি করতে হবে তা নির্ধারণ করতে অসমর্থ হতে পারেন- অন্যদের থেকে সাহায্য ।

ধনুঃআজকের দিনে ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং সৃজনশীলতায় পূর্ণ হবে। কাজের সুযোগ আছে আজ।

মকরঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উৎসাহ এবং ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হবে।

কুম্ভঃ আজকের দিনটি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনের একটি নতুন দিন হবে। শুভ রং লাল।

মীনঃ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। পরিবারের সদস্যরা অথবা স্ত্রী কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। একতরফা মোহ আজ

আবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ভ্রুকুটি২ও রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে মঙ্গলবার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী শনিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেলেলিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০ শতাংশ এবং ৭১সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০৩.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৪মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৮মনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে ।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, অবশেষে হাওড়ার বাউড়িয়ায় শুরু হয়েছে উড়ালপুল নির্মাণ কাজ

হাওড়া, ২৮ আগস্ট ঃ হাওড়া জেলার শিল্পাঞ্চল বাউড়িয়ায় বহুদিনের দাবি অবশেষে বাস্তব রূপ পেতে চলেছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া-খড়্গপুর বিভাগের অধীনে বাউড়িয়া ষ্টেশনের লেভেল ক্রশিংয়ের পরিবর্তে তৈরি হতে চলেছে আধুনিক উড়ালপুল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই খবর এলাকাবাসীর মধ্যে এনে দিয়েছে স্বস্তি ও আনন্দ। প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রায় ১৫০ মিটার দীর্ঘ এবং দুই লেন বিশিষ্ট এই উড়ালপুলের নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ৮০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৪০ কোটি টাকা দিচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ, আর বাকি অর্থ বহন করবে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই জায়গা ফাঁকা করার কাজ চলছে এবং কোথাও কোথাও নির্মাণও শুরু হয়ে গিয়েছে। বাউড়িয়া শিল্পাঞ্চল হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। একদিকে রয়েছে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক, অন্যদিকে হুগলি নদী। নদীপথে বাউড়িয়া লঞ্চঘাট ও ফেরিঘাট দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ কলকাতা ও আশেপাশের এলাকায় যাতায়াত করেন। আবার ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়েও বহু মানুষ যান দক্ষিণ ২৪ পরগনার দিকে। ফলে নিত্যযাত্রীদের জন্য এই পথটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এতদিন যাব যাতায়াতের অন্যতম বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাউড়িয়া লেভেল ক্রশিং। স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রেন চলাচলের সময়ে গেট বন্ধ হয়ে গেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকতে হয়। নিত্যযাত্রীদের অনেক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি হয়। শিল্পাঞ্চলে যাওয়া পণ্যবাহী ট্রাক ও রোগী নিয়ে যাওয়া অ্যাম্বুল্যান্সও দীর্ঘক্ষণ আটকে থেকে সমস্যার সম্মুখীন হয়। অনেক সময় গেট খোলা থাকার সময়েই হঠাৎ ট্রেন চলে আসায় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থেকে যায়। একাধিকবার এ নিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে। সাত বছর আগে রেল ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে বাউড়িয়ায় উড়ালপুল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নানা প্রশাসনিক জটিলতায় প্রকল্পটি দীর্ঘদিন আটকে ছিল। অবশেষে সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এবার বাস্তবে রূপ পাচ্ছে উড়ালপুল। খবর পেয়ে এলাকায় স্বস্তির হাওয়া। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, উড়ালপুলটি তৈরি হলে যাতায়াত অনেক সহজ হয়ে যাবে। ঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছনো যাবে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলবে। শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরাও খুশি। তাঁদের বক্তব্য, উড়ালপুল তৈরি হলে কারখানায় পণ্যবাহী যানবাহন পৌঁছতে আর দেরি হবে না। এতে শিল্পাঞ্চলের উৎপাদন ও সরবরাহের গতি বাড়বে। একই সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সে রোগী পরিবহণের ক্ষেত্রেও সময় নষ্ট হবে না। ফলে বহু মানুষের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হবে। বছরের পর বছর ধরে ভোগান্তির শিকার নিত্যযাত্রীদের জন্যও এই উড়ালপুল আশীর্বাদ হয়ে উঠতে চলেছে। তাঁদের বক্তব্য, প্রতিদিন ট্রেনের জন্য আটকে থাকতে হত। অনেক সময় চাকরিক্ষেত্র বা অন্য জরুরি জায়গায় দেরি হত। এখন আর সেই সমস্যা থাকবে না। রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী পুলক রায় এ প্রসঙ্গে বলেন, মানুষের উড়ালপুলের দাবি দীর্ঘদিনের। সেই দাবিই পূরণ হতে চলেছে। উড়ালপুল তৈরি হয়ে গেলে শিল্পাঞ্চলের মানুষকে আর লেভেল ক্রশিংয়ে আটকে থাকতে হবে না। দ্রুত যাতায়াতের সুবিধা মিলবে। এদিকে রেল সূত্রে খবর, প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ১৫০ মিটার দীর্ঘ এই উড়ালপুল এলাকায় যান চলাচলকে অনেকটাই স্বস্তি দেবে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি শিল্পাঞ্চলের উন্নয়নেও এটি মাইলফলক হয়ে উঠবে। এলাকাবাসীর কথায়, খবর শোনার পর থেকেই আমরা ভীষণ খুশি। বহু বছর ধরে আমরা এই উড়ালপুলের দাবি জানিয়েছি। অবশেষে আমাদের কথা শুনলেন প্রশাসন। আশা করি দ্রুত কাজ শেষ হবে এবং আমাদের দৈনন্দিন যাতায়াত আরও সহজ হবে। অতএব, বাগনান ও উলুবেড়িয়ার পর এবার বাউড়িয়াও উড়ালপুলের পথে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মানুষের দাবি পূরণ হতে চলেছে। এই উড়ালপুল একদিকে যেমন যাত্রীদের ভোগান্তি দূর করবে, অন্যদিকে শিল্পাঞ্চলের উন্নয়নে গতি আনবে বলেই মত স্থানীয় বাসিন্দা থেকে প্রশাসনিক কর্তাদের।

সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা

সিউড়ি, ২৮ আগস্ট ঃ বীরভূমের সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল। পরিবারের অভিযোগ, সঠিক চিকিৎসার অভাব এবং চিকিৎসকদের গাফিলতির কারণেই মারা গিয়েছেন ২৯ বছরের ঝুমা কোঁড়া। পেশায় ইটভাঁটার শ্রমিক এই তরুণীর

অকালমৃত্যুতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিবার সূত্রে জানা যায়, চারদিন আগে দুবরাজপুরে ইটভাঁটায় কাজ করার সময় দুর্ঘটনার শিকার হন ঝুমা। তাঁর পায়ের ওপর হঠাৎ একটি ভারী ইট পড়ে গুরুতর চোট লাগে। প্রথমদিকে ব্যথা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে ওঠে। অবশেষে বুধবার দুপুরে তাঁকে সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিবারের দাবি, ভর্তি হওয়ার পর থেকে চিকিৎসকরা তাঁকে অবহেলা করেন। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা বা যথাযথ চিকিৎসা হয়নি। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সকালে চিকিৎসকরা তাঁকে একটি ইনজেকশন দেন। এরপরই হঠাৎ করে ঝুমার শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবারের এক সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মেয়ের অবস্থা এমন ভয়াবহ ছিল না। ডাক্তাররা বলেন সকালে একটা ইনজেকশন দিতে হবে। ইনজেকশন দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ সব শেষ হয়ে গেল। আমরা নিশ্চিত গাফিলতির কারণেই এই মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পরই মৃতার পরিবার বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, এত ব। সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে যদি চিকিৎসার মান এমন হয়, তবে তাঁদের ভরসা কোথায়? স্থানীয়রা দাবি করেন, বহু সময়ই এই হাসপাতালে অবহেলার অভিযোগ ওঠে। কিন্তু প্রশাসনিক স্তরে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ দিন দিন বাড়ছে। অন্যদিকে হাসপাতালের সুপার এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে। রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। সুপার আরও জানান, ময়নাতদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয় ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে নাকি অন কোনও কারণে। তবে চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি হয়ে থাকলে তা প্রকাশ্যে আসবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। এই ঘটনার জেরে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, সরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে শুরু করে ওষুধ সরবরাহ-সবেতেই সমস্যা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা অবহেলার শিকার হন। ঝুমার মৃত্যু যেন তারই প্রকট উদাহরণ হয়ে উঠল। এদিকে গ্রামে ফিরে গিয়েও মৃতার পরিবার শোকে ভেঙে পড়েছেন। প্রতিবেশীরা বলেন, একটি দুর্ঘটনার পর যে মেয়ে নিজের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, সে আর ফিরল না। এমন ঘটনা সত্যিই মেনে নেওয়া কঠিন। অতএব, সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ঝুমা কোঁড়ার মৃত্যু কেবল একটি পরিবারকে শোকে ডুবিয়েছে তাই নয়, এলাকার মানুষের মধ্যে গভীর ক্ষোভও ছড়িয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট কী জানায়, তা-ই এখন দেখার বিষয়। তবে এই ঘটনার পর সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে বিতর্ক ফের তীব্র হয়ে উঠল।

দিঘায় চালু হল 'সাথী' অ্যাপ, পর্যটকদের স্বস্তি দিতে অভিনব উদ্যোগ প্রশাসনের

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৮ আগস্ট ঃ দীর্ঘদিন ধরে কলকাতায় চলছে, এবার সেই পরিষেবা পৌঁছে গেল পর্যটনের অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য দিঘায়। পর্যটকদের বাড়তি ভাড়া চাওয়ার সমস্যা থেকে রেহাই দিতে এবং যানজট নিয়ন্ত্রণে রাখতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দিঘায় চালু হল 'সাথী' অ্যাপ। বৃহস্পতিবার এই পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন জেলা পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার একাধিক থানার আধিকারিকরাও। গত কয়েক বছরে দিঘায় পর্যটকদের ভি। বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। শীত কিংবা বর্ষা, বছরভর পর্যটকদের ঢল লেগেই থাকে। বিশেষ করে সম্প্রতি দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পর থেকে পর্যটকের সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়েছে। এর ফলে যানজটের সমস্যা যেমন তীব্র হয়েছে, তেমনি অটো বা ট্যাক্সিতে বাড়তি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগও বারবার উঠেছে। ঠিক এই কারণেই এবার সৈকত শহরে চালু হল 'সাথী'। এই অ্যাপের মাধ্যমে পর্যটকরা সহজেই ট্যাক্সি বা অটো বুক করতে পারবেন। এক ক্লিকেই গাড়ি পৌঁছে যাবে যাত্রীর দুয়ারে। শুধু তাই নয়, সরকারি বাস পরিষেবার খোঁজও পাওয়া যাবে এই অ্যাপের মাধ্যমে। ফলে ভাড়া নিয়ে টানাটানি বা প্রতারণার সুযোগ থাকছে না। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ভাড়া যেটি অ্যাপে দেখাবে সেটিই চূড়ান্ত ভাড়া হবে। অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, মন্দির উদ্বোধনের পর দিঘায় পর্যটক সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে যানজটও বেড়েছে। পাশাপাশি ট্যাক্সি বা অটোতে বাড়তি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ আসছিল। তাই পর্যটকদের স্বস্তি দিতে এবং পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনতেই দিঘায় চালু করা হল যাত্রী সাথী। তিনি আরও জানান, এই অ্যাপের মাধ্যমে শুধু পর্যটকই নন, স্থানীয় মানুষও সুবিধা পাবেন। দিঘার বিভিন্ন প্রান্তে যাত্রী সাথীর কার্যকারিতা বজায় রাখতে থাকছে পাঁচটি বিশেষ মোটরবাইক, যেগুলি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে। যাত্রী সাথীর মাধ্যমে বুক করা গাড়ির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার। ট্যাক্সি এবং অটো চালকরাও এই উদ্যোগে খুশি। দিঘা ট্যাক্সি ইউনিয়নের সম্পাদক প্রদীপ সুঁই বলেন, দিঘা মিলিয়ে মোট ৩০০টি ক্যাব চলে। এর মধ্যে আপাতত ১২০টি অনলাইনে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। ছোট গাড়ি যেমন অল্টো বা ম্যাজিক রয়েছে, বড় গাড়ি রয়েছে যেখানে ৯ জন পর্যন্ত যাত্রী উঠতে পারবেন। এখন থেকে গাড়ি ভিত্তিক বুকিং হবে। একজন যাত্রী হলেও সেই গাড়ি বুক হবে। এতে যাত্রীদের সুবিধা হবে। ওল্ড দিঘা অটো ইউনিয়নের সম্পাদক চণ্ডী আগুয়ানও এই পরিষেবাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, সত্যিই ভালো। কোনও কমিশনও নিচ্ছে না। অল্ড দিঘা এলাকায় ১৫৪টি অটো যাত্রী সাথীতে যুক্ত হচ্ছে। অ্যাপে যে ভাড়া দেখাবে, সেটাই নেওয়া হবে। কোনও অতিরিক্ত ভাড়ার প্রশ্নই নেই। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিঘা থানার ওসি অমিত প্রামাণিক ও দিঘা মোহনা কোস্টাল থানার ওসি প্রবীর সাহা। প্রতীকী ভাবে প্রথম যাত্রী হিসেবে ক্যাবে ওঠেন তাঁরা। এখন থেকে পর্যটকদের জন্য দিঘায় যাতায়াত হবে আরও সহজ ও নির্ভরযোগ্য। বাড়তি ভাড়া চাওয়ার অভিযোগ থেকে মুক্তি মিলবে। একইসঙ্গে স্থানীয়দের যাতায়াতেও সুবিধা হবে। রাজ্য পরিবহন দফতরও জানিয়েছে, 'সাথী' অ্যাপকে আরও আধুনিক করার কাজ চলছে এবং পরিষেবার পরিধি আরও বাড়ানো হবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, দিঘায় যাত্রী সাথীর যাত্রা শুরু হওয়ায় পর্যটকদের অভিজ্ঞতা যেমন অনেকটাই স্বস্তিদায়ক হবে, তেমনি ট্যাক্সি ও অটো পরিষেবাতেও আসবে স্বচ্ছতা। সৈকত শহরের এই নতুন পদক্ষেপ আগামী দিনে পর্যটন শিল্পকে আরও গতিময় করে তুলবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

কৈখালিতে প্লাস্টিক দূষণে পরিবেশ সংকট

কুলতলি, ২৮ আগস্ট ঃ সুন্দরবনের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র কৈখালি। সারা বছর ধরেই দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক ভিড় জমান এখানে। কুলতলির কৈখালি ঘাট থেকে নৌকা ও লঞ্চে চেপে পর্যটকেরা ঘুরে দেখেন সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, নদীঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আর সবার আকাঙ্ক্ষিত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন। এ ছাড়া রয়েছে রামকৃষ্ণ আশ্রম, সাজানো ফুলের বাগান, মন্দির, প্রশিক্ষণ খামার, গেস্ট হাউস, যাত্রী প্রতীক্ষালয়, কমিউনিটি টয়লেট-যা পর্যটন কেন্দ্রটির আকর্ষণকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু এই সৌন্দর্যের মধ্যে অস্বস্তিকর এক ছবি ক্রমশ প্রকট হচ্ছে-প্লাস্টিক দূষণ। পরিবেশকর্মীদের অভিযোগ, প্রতিদিন ভিড় করা পর্যটকদের অনেকে নির্বিচারে ফেলে যাচ্ছেন প্লাস্টিক বোতল, থার্মোকলের থালা, নানা প্যাকেটজাত সামগ্রী। সরকারের তরফে বারবার নিষিদ্ধ জিনিস ব্যবহার না করার নির্দেশ দেওয়া হলেও, নজরদারির অভাবে সেগুলি কার্যকর হচ্ছে না। নদীর ঘাট থেকে শুরু করে বনাঞ্চলের ভেতর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে এসব বর্জ্য। ফলে ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ম্যানগ্রোভ ঘেরা সুন্দরবনের পরিবেশ। নদীর জলে ভাসমান প্লাস্টিক ও অন্যান্য জিনিসপত্র শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকেই নষ্ট করছে না, জীববৈচিত্র্যের জন্যও মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্থানীয় পরিবেশপ্রেমীরা স্পষ্ট জানাচ্ছেন-পর্যটকদের সচেতন হওয়া জরুরি। আমরা যদি নিজেদের ব্যবহার করা প্লাস্টিক বা অন্যান্য বর্জ্য নির্দিষ্ট ভ্যাট বা আবর্জনা ফেলার জায়গায় রাখি, তাহলে কৈখালির পরিবেশ অনেকটাই রক্ষা করা সম্ভব। পর্যটনকেন্দ্রের দূষণ বাড়ায় স্থানীয় প্রশাসনও নড়েচড়ে বসেছে। কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদার, গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিনতা হালদার এবং কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি দফতরের কর্মাধ্যক্ষ শাহাদাত শেখ একসুরে জানিয়েছেন, তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের উদ্যোগে কৈখালি যেভাবে নতুন রূপে সাজানো হয়েছে, তা যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য সবরকম পদক্ষেপ করা হবে। স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, শীঘ্রই কঠোরভাবে প্লাস্টিক ব্যবহার রোধে অভিযান চালানো হবে। পর্যটকদের জন্য সচেতনতামূলক প্রচার, ঘাট ও গেস্ট হাউস চত্বরে বেশি করে আবর্জনা রাখার ব্যবস্থা, নজরদারির জন্য বিশেষ টিম গঠন-সব দিকেই জোর দেওয়া হবে। সুন্দরবনের প্রকৃতি, ম্যানগ্রোভ বন ও জীববৈচিত্র্য বিশ্বজুড়ে এক অনন্য সম্পদ। সেই সম্পদ রক্ষায় স্থানীয়দের সঙ্গে পর্যটকদেরও সচেতন হওয়া দরকার। না হলে কয়েক বছরের মধ্যেই অদূরদর্শিতা ও অবহেলার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সুন্দরবনের এই অপূর্ব রূপসৌন্দর্য। আপনি কি চান আমি এই সংবাদটিতে পরিবেশ দূষণের প্রভাব ও সমাধান নিয়ে আরও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করি?

নরেন্দ্রপুরে দিনের আলোয় দুঃসাহসিক ছিনতাই

বারুইপুর, ২৮ আগস্ট ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরে ফের ঘটল দিনের আলোয় দুঃসাহসিক ছিনতাই। বুধবার বিকেলে আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার পথে লস্করপুর রামকৃষ্ণনগর এলাকায় ছিনতাইকারীদের খপ্পরে পড়লেন প্রবীণ মহিলা সুমিতা রায়। মাত্র পাঁচ মিনিটের হাঁটা দূরত্ব পেরোতে না পেরোতেই দুই যুবক বাইকে করে এসে তাঁর গলার সোনার হার ছিঁড়ে নেয়। আচমকা হেঁচকা টানে গলা ও মাথায় চোট পান ওই মহিলা। আতঙ্কে তক্ষণা 'চোর' বলে চিৎকার শুরু করেন তিনি। কিন্তু ততক্ষণে হেলমেটহীন দুই দুষ্কৃতী বাইক ছুটিয়ে এলাকা থেকে উধাও হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁর আর্তচিকার শুনে দৌড়ে এলেও চোরদের আর ধরা যায়নি। ঘটনার আকস্মিকতায় মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সুমিতা দেবী। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ছিনতাইয়ের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে তারা। আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। তবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এই ঘটনার পর এলাকাবাসীর মধ্যে চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। রামকৃষ্ণনগরের একাধিক বাসিন্দা জানিয়েছেন, এতদিন টেলিভিশন বা সংবাদপত্রে ছিনতাইয়ের খবর পড়েছেন, কিন্তু এভাবে দিনের বেলায় তাঁদেরই আশপাশে এধরনের ঘটনা ঘটবে তা ভাবেননি। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, ছিনতাইকারীদের মুখে হেলমেট ছিল না, ফলে তাঁদের পরিচয় চিহ্নিত করা সম্ভব হতে পারে। পুলিশও আশাবাদী, দ্রুত দুষ্কৃতীদের খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। অভিযোগকারিণী মহিলা সুমিতা রায় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ভাবতেই পারিনি নিজের সঙ্গে এমনটা ঘটবে। প্রতিদিনই দেখা যেত টিভিতে বা কাগজে ছিনতাইয়ের খবর, কিন্তু এভাবে দিনের আলোয় নিজেকে লক্ষ্য বানানো হবে, তা কখনও কল্পনাও করিনি। তাঁর এই অভিজ্ঞতার পর আশেপাশের বাসিন্দারাও আরও বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছেন। ঘটনার জেরে নরেন্দ্রপুর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় অস্বস্তির আবহ। এলাকাবাসীর দাবি, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে পুলিশি টহল ও নজরদারি আরও জোরদার করা প্রয়োজন। আপাতত দুষ্কৃতীরা গ্রেফতার না হওয়ায় ভীতির পরিবেশ কাটছে না। পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীদের ধরতে সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে। এই এক ঘটনার মধ্যেই ফের প্রশ্ন উঠছে শহরতলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। দিনের বেলায় মানুষের যাতায়াত ভরপুর এলাকাতেই যেখানে এমন দুঃ সাহসিক ছিনতাই ঘটতে পারে, সেখানে নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত-তা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

বাস চালু নিয়ে ধুন্ধুমার, চরম সমস্যায় বাঁকুড়ার সাধারণ মানুষ

বাঁকুড়া, ২৮ আগস্ট ঃ বাঁকুড়ার গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ডে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এসটিএ অনুমোদিত বাস চালু হওয়া নিয়ে বাস মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা দিয়েছে তীব্র অশান্তি। এর জেরে সকাল ১১টা থেকে হঠাৎ করেই বহু রুটে বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় স্থানীয় মালিক ও শ্রমিকরা। আচমকা বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম

সমস্যায় পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। দূরপাল্লার যাত্রীরা যেমন সমস্যায় পড়েছেন, তেমনই অফিসগামী মানুষ, ছাত্রছাত্রী ও নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছয়। এদিন দুপুর গড়াতেই দেখা যায় বাস না পেয়ে অসহায় যাত্রীরা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ শুরু করেছেন। তাঁদের দাবি, হঠাৎ করে বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা গন্তব্যে যেতে পারছেন না। যাত্রীদের ক্ষোভ, কোনও নোটিশ ছাড়াই এভাবে বাস বন্ধ করে দেওয়া হলে সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষকেই। বহু মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও কোনও বাস না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। অন্যদিকে বাস মালিক ও শ্রমিকদের দাবি, এসটিএ অনুমোদিত বাস চালু হওয়ার ফলে তাঁদের ব্যবসা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, মাত্র দুই থেকে তিন মিনিটের ব্যবধানে যদি একাধিক বাস ছাড়তে থাকে, তবে যাত্রী টানাটানির কারণে রেষারেষি শুরু হয়। এতে কেবল আর্থিক ক্ষতিই হচ্ছে না, বরং প্রতিযোগিতার চাপে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে। তাঁদের বক্তব্য, প্রশাসন যদি সমস্যার সমাধান না করে তবে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হবে। স্থানীয় সূত্রে খবর, যাত্রীদের বিক্ষোভ ক্রমশ তীব্র আকার নিলে প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। একদিকে ক্ষুব্ধ যাত্রীদের বোঝানো হয়, অন্যদিকে বাস মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে প্রশাসন। তবে শেষ পর্যন্ত সমস্যা মেটেনি পুরোপুরি। যাত্রীদের একাংশ জানিয়েছেন, প্রতিদিনই যাতায়াতের ক্ষেত্রে তাঁরা সমস্যায় পড়ছেন। কখনও ভাড়া নিয়ে ঝামেলা, কখনও আবার বাসের সংখ্যা কমে যাওয়ায় যাত্রীদের দুর্ভোগ বেড়ে যায়। এবার এসটিএ অনুমোদিত বাসকে কেন্দ্র করে আবারও সমস্যা তৈরি হওয়ায় তাঁদের দৈনন্দিন জীবন আরও কঠিন হয়ে উঠছে। অন্যদিকে বাস মালিক সংগঠনের এক প্রতিনিধি বলেন, চায় না যাত্রীদের সমস্যা হোক। কিন্তু সরকারের উচিত আমাদের ব্যবসার দিকটাও দেখা। এসটিএ অনুমোদিত বাসের কারণে আমাদের বড় ক্ষতি হচ্ছে। তাই আমরা বাধ্য হয়ে এই পথে হেঁটেছি। অতএব, গোবিন্দনগরে বাস মালিক, শ্রমিক ও এসটিএ অনুমোদিত পরিষেবা-এই তিন পক্ষের দ্বন্দ্বের জেরে বিপাকে পড়ছেন নিরীহ যাত্রীরাই। সাধারণ মানুষের দাবি, প্রশাসন দ্রুত সমস্যার সমাধান করুক, যাতে প্রতিদিনের যাতায়াতে আর ভোগান্তির শিকার না হতে হয়।

বেলডাঙা থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেফতার ১

বহরমপুর, ২৮ আগস্ট ঃ মাত্র কয়েক মাস পরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। আর তার আগেই মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বেলডাঙা থানার পুলিশের বিশেষ দল ভাবতা বাজার এলাকায় নাকা তল্লাশি চালানোর সময় হাতেনাতে ধরে ফেলে এক অস্ত্র পাচারকারীকে। ধৃত ব্যক্তির নাম আজিমুদ্দিন শেখ (৩৮), তার বাড়ি বেলডাঙা থানার অন্তর্গত খিদিরপুর এলাকায়। তার কাছ থেকে দুটি ৭এমএম পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, তিনটি উন্নতমানের পাইপগান, একটি ৭এমএম পিস্তলের গুলি এবং দুটি ৩০৩ পিস্তলের গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে শুক্রবার তাকে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তি কোথা থেকে এই বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র পেল এবং সেগুলি নিয়ে তার কি পরিকল্পনা ছিল তা খতিয়ে দেখছে বেলডাঙা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত জানুয়ারি মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার তৎপরতায় মোট ২০৭টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৬৬৬টি কার্তুজ। তবে বিধানসভার নির্বাচনের আগে ক্রমশ চিন্তা বাড়াচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র পাচার চক্র। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এলাকায় অশান্তিকর পরিবেশ তৈরি করার জন্য দুষ্কৃতীরা এখন থেকেই আগ্নেয়াস্ত্র মজুদ করার ব্যবস্থা করছে। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের সাথে বিহার, ঝাড়খন্ড এবং বাংলাদেশের সীমান্ত থাকায় অবস্থানগত সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বেআইনি অস্ত্রের লেনদেন চলছে মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে। তবে যে কোনওভাবেই অস্ত্রপাচারচক্রকে নির্মূল করতে বিশেষ তৎপরতা নিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ।

কাঁকুড়গাছি হত্যাকাণ্ডে নতুন মোড়

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ চার বছর আগে কাঁকুড়গাছির বিজেপি কর্মী অভিজি সরকার খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার কলকাতা পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত এসি ও তৎকালীন নারকেলডাঙা থানার ওসি শুভজিৎ সেনকে জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ জেল হেফাজতে থাকা ওই প্রাক্তন ওসির জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। প্রায় সাড়ে চার বছরের পুরনো এই মামলায় একাধিক পুলিশকর্মী ও আধিকারিকের নাম উঠে আসে। গত ১৮ জুলাই বিশেষ সিবিআই আদালত কলকাতা পুলিশের তৎকালীন এসআই রত্না সরকার ও হোমগার্ড দীপঙ্কর দেবনাথকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। একইসঙ্গে প্রাক্তন ওসি শুভজিৎ সেন এবং 'সাহায্যকারী' হিসেবে অভিযুক্ত সুজাতা দে-র জামিন খারিজ করে তাঁদের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। তবে চলতি মাসের শুরুতেই রত্না ও দীপঙ্কর জামিন পান। সিবিআই তাঁদের জামিনের বিরোধিতা করলেও বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত শেষ পর্যন্ত দুই অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর মুক্তি মঞ্জুর করেন। আর এবার মামলার আরেক অভিযুক্ত শুভজিৎ সেনও জামিন পেলেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর সারা রাজ্যে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ ওঠে। সেই সময়ই পূর্ব কলকাতার কাঁকুড়গাছির বাসিন্দা অভিজিৎ সরকার ভোট-পরবর্তী হিংসায় খুন হন। পরিবারের দাবি, ফল প্রকাশের পর তাঁকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ও নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। প্রথমে নারকেলডাঙা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও পরে হাইকোর্টের নির্দেশে সেই তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। মামলায় প্রথমে পুলিশ ১৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয়। এরপর ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে সিবিআই প্রথম অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করে, যেখানে মোট ২০ জন অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১৫ জনের নাম আগেই পুলিশের চার্জশিটে ছিল। চলতি বছরের ২ জুলাই সিবিআই দ্বিতীয় অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দেয়। সেখানে অভিযুক্ত হিসেবে নাম উঠে আসে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল, কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (বস্তি) স্বপন সমাদ্দার এবং ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পাপিয়া ঘোষের। সেই তালিকায় আরও ছিলেন শুভজিৎ সেন, সুজাতা দে, দীপঙ্কর দেবনাথ ও রত্না সরকারও।

সাড়ে ১০ কেজি গাঁজা সহ ধৃত ১

নববারাকপুর, ২৮ আগস্ট ঃ কোচবিহার মাথাভাঙা থেকে স্কুল ব্যাগে করে মাদক দ্রব্য নিয়ে যাচ্ছিলেন বিলকান্দা এলাকায়। বুধবার সন্ধ্যায় নব বারাকপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে সাজিরহাট সোদপুর রোডে পেট্রোল পাম্পের পাশে পরিত্যক্ত ইট ভাটা থেকে সাড়ে দশ কেজি মাদকদ্রব্য গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে অভিযুক্ত ব্যক্তি কে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তি নারায়ন পাল(৫৯) বাড়ি হুগলি জেলার চুঁচুড়া কাপাসডাঙা এলাকায়। ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি জানান নববারাকপুর থানার পুলিশ খবর পায় এক ব্যক্তি স্কুল ব্যাগে করে কোচবিহার থেকে গাঁজা নিয়ে পার্শ্ববর্তী থানা এলাকায় সরবরাহ করার। থানার আইসি সহ অন্যান্য পুলিশ অভিযান চালিয়ে সোদপুর রোডে পেট্রোল পাম্পের পাশে পরিত্যক্ত ইট ভাটা থেকে সাড়ে দশ কেজি মাদকদ্রব্য গাঁজা উদ্ধার করে।

বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ সল্টলেকের উদয়ন পল্লি থেকে নাবালিকা সহ পাঁচ বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে দু'জন মাত্র ছয় মাস আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে বলে জানা গেছে। বাকিরা প্রায় ১০ থেকে ১৫ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে প্রথমে নদিয়ায় আসে। পরে নদিয়া থেকে সল্টলেকের উদয়ন পল্লিতে এসে ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা এলাকায় নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে থাকছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর বৃহস্পতিবার সকালে বিশেষ টিম গঠন করে অভিযান চালানো হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৬৮, শুক্রবার, ১২ ভাদ্র ১৪৩২

বিশ্ব শান্তিতে তলস্তোয়

লিয়েফ্ নিকলায়েভিচ তলস্তোয়; খ্যাতিমান রুশ লেখক ছিলেন। তাকে রুশ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক, এমনকি বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবেও বিবেচনা করা হয় তার দু'টি অনবদ্য উপন্যাস হচ্ছে - যুদ্ধ ও শান্তি এবং আন্না কারেনিনা। তিনি ১৯০২ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত প্রতি বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য একাধিকবার মনোনয়ন পেয়েছিলেন; ১৯০১, ১৯০২ এবং ১৯১০ সালের শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন এবং তার পুরস্কার না পাবার বিষয়টি নোবেল পুরস্কার বিতর্কের একটি প্রধান কারণ ছিল। তলস্তোয়ের জন্ম রুশ সাম্রাজ্যের তুলা প্রদেশের ইয়াস্নায়া পলিয়ানা নামক স্থানে। তিনি ছিলেন পরিবারের চতুর্থ সন্তান। শিশু বয়সে তার বাবা-মা মারা যান এবং আত্মীয়-স্বজনরাই তাকে বড় করেন। তিনি উপন্যাস ছাড়াও নাটক, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ রচনায় ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১০ সালের ২০ নভেম্বর রাশিয়ার আস্তাপভো নামক এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের রেলওয়ে স্টেশনে তলস্তোয় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুর পর তার ইচ্ছানুসারে ১৯২৮ ও ১৯৫৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তার সাহিত্যকর্ম ৯০ খণ্ডে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত হয়, যার অর্ধেকাংশ তার দিনলিপি ও চিঠিপত্র। তলস্তোয় রাশিয়ান প্রাচীন সুপরিচিত অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিয়োর্ত্ টলস্টয়ের বর্ণিত ইন্দ্রিস নামে একটি পৌরাণিক অভিজাত পুরুষের সাথে তাঁদের বংশের যোগসূত্র ছিল, পিয়োত্রর বংশধর যাঁরা ১৩৫৩ সালে নিমেক থেকে, সিজারের ভূমি থেকে। যিনি দুই পুত্র লিটভিনোস (অথবা লিটভোনিস) এবং জিমানটেন (বা জিগমন্ট) এবং ৩০০০ জনের অনুহবৃন্দ নিয়ে চেরনিগোভ পৌঁছেছিলেন। যদিও নিমেক শব্দটি কেবল জার্মানদের বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হত। সেই সময় এটি রাশিয়ান ভাষায় কথা বলেন না এমন যে কোনও বিদেশীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল (নেমায়ের শব্দের অর্থ নিঃশব্দ বা নির্বাক)। চেরেনিগোভে তৎকালীন ব্রায়ানস্কের প্রথম দিমিত্রি দ্বারা শাসিত হয়েছিল দর্শন ছিল পৌত্তলিকতাবাদ। কিছু গবেষণা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে তলস্তোয় পরিবার লিথুয়ানিয়া থেকে আগত; যারা লিথুয়ানিয়ার গ্র্যান্ড ডাচি অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে ছিল। নিজের চেষ্টায় আরও অনেক ভাষা শিখেছিলেন। তিনি লাতিন, ইংরেজি, আরবি, তুর্কো-তাতার, ইতালীয়, গ্রিক এবং হিব্রু ভাষা জানতেন। তিনি সংগীতশাস্ত্র এবং চিত্রাঙ্কন বিদ্যাতেও মোটামুটি পারদর্শী ছিলেন। তার একাগ্রতা ও পরিশ্রম করবার শক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি মেধাবীও ছিলেন। বস্তুত তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। লিও তলস্তোয় বরাবরই যুদ্ধ বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্ব শান্তির স্বপ্ন দেখতেন এবং মানব সমাজ যাতে শান্তি বসবাস করতে পারে তার দিকে লক্ষ রাখতেন। তাঁর জীবন দর্শনটাই ছিল শান্তি। তাঁর পথকে গ্রহণ করেছিলেন ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি। দক্ষিণ আফ্রিকাতে গান্ধিজি আন্দোলন করার সময় তলস্তোয়ের দর্শনকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এমনকি ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে শান্তি কথা বলার সময়ে তিনি তলস্তোয়ের দর্শনকে সমানে রেখে আলোচনা করতেন।

পরশপাথরের তুলসী

সত্যজিৎ রায় তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় প্রতিভাকে সম্মান দিয়েছেন। দেখা হলেই তুলসী বলতেন, এসো ভায়া, বসো ভায়া, কেমন আছো? মাঝে মাঝেই মুখে একটা তবলার বোল বলতেন; দিপম দিপপা দিপম দিপপা; হরিবোল হরিবোল। তুলসীদা একেবারে দিলখোলা মানুষ। তুলসীবাবুকে কী টাকা দিই বল তো? তখন তুলসীদার ১২৫ টাকা পার ডে রেট। সেটা ১৯৫৭ সাল। দাদা বলল, তুই এক কাজ কর। পার ডে-ফার ডে বাদ দে। তুলসীদাকে ৩০০ টাকা ক্যাশ দে। তাই দিলাম। তুলসীদা তো টাকা পেয়ে বললেন, এত টাকা কেন ভাই! এত তো আমার চার্জ নয়। আমার চার্জ ১২৫ টাকা। আমি বললাম, তা জানি না, আমাকে উত্তমকুমার বলেছে এটা দিতে। উত্তম কোথায়? বললাম, ওখানে বসে আছে। তুলসীদা সোজা দাদার কাছে চলে গেল। গিয়ে বলল, হ্যাঁরে, আমায় এত টাকা দিলি কেন? ৩০০ টাকা! দাদা বললে, তুলসী চক্রবর্তী একবেলা কাজ করতে রাজি হয়েছে, এজন্য একটা 'পার ডে', আর আমাকে রাজি করে দিয়েছে সেজন্য একটা 'পার ডে'। তুলসীদা বললেন, ও। তা এতে অন্যায় কিছু হবে না তো, ও ছেলে! তুলসীদা দাদাকে 'ছেলে' বলতেন। দাদা বললে, অন্যায় কী হবে! বুড়োর প্রোডাকশন, বুড়ো দিচ্ছে। এতে অন্যায়ের কী? শুনে 'জয়গুরু, জয়গুরু , হরিবোল হরিবোল' বলতে বলতে চলে যাচ্ছেন। আমি বললাম, দাঁড়ান, গাড়ি আছে। আপনি তো স্টারে যাবেন? বললেন, হ্যাঁ। উনি তখন স্টারে অভিনয় করতেন। দাদা বলল, আমিও তো যাব। আমার কাজ আছে। একসঙ্গে গাড়িতে যাব। তুলসীদা বললেন, তা বেশ ভাল হল। তাহলে আমার খাবারটা দাও, খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর এক সঙ্গে যাব। কথাগুলো বললেন যেন ওঁর কাছে কোনও ব্যাপার নয়। কত ক্যাজুয়াল এবং স্বতঃস্ফূর্ত। খাওয়া-দাওয়া করে তুলসীদা শুয়ে পড়লেন। বললেন, কম্বল-টম্বল কিছু আছে তো দাও। দাদা তখন গোল্ডফ্লেকের টিন কিনত। বলল, তুলসীদা একটা সিগারেট খাবেন নাকি? তুলসীদা বলল, এত দামি সিগারেট। খাব? আরে ধ্যাত খান না। দাদা জোর করে তুলসীদাকে একটা সিগারেট দিল। তুলসীদা সিগারেট খেয়ে পরম নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। দাদাকে বললাম, যাক এখন ডাকিস না। তুই যখন যাবি পাঁচটার সময় তখন ডাকবি। বাংলা চলচ্চিত্র জগত তুলসী চক্রবর্তীকে চেনে না এমন কেউ নেই। টালিগঞ্জ পাড়ায়া সবাই তাকে শ্রদ্ধা করতেন। অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

ভগিনী নিবেদিতা

হয়ে দাঁড়াও। একজন ভারতবাসীর অপমান মানে সব ভারতবাসীর অপমান। ভারতকে মাতা হিসাবে দেখতে শুরু করো। মায়ের মুক্তির কথা চিন্তা করো। মাকে স্বাধীন করতে পারলে ভারতবাসী মুক্তি লাভ করবে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য জয় করতে পারবে। না হলে ইউরোপীয়রা ভারতকে বারবার বাধা দিচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শক্তিশালী তরুণরা অংশ গ্রহণ করুক সেটা চাইতেন। তিনি পাড়ায় কুস্তির আখড়া তৈরি করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তরুণরা শরীর চর্চা করুক সেটা তিনি চাইতেন মনেপ্রাণে। তিনি ভারত মাতার মুক্তি কামনা করতেন। শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে।

শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলার। নিবেদিতা নারী শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নারী জাগরণ তৈরি করতে হবে। নারীর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করতে হবে। ভারতকে জাগরিত করতে হবে। এখন ঘুমানোর সময় নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, শক্তি তৈরি কর। মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। মাথা নত করবে না। শিরদাঁড়া শক্ত করে দাঁড়াও। সোজা

আধুনিক ভারতের দুই ঋষি - সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর আধ্যাত্মিক জগতে অরবিন্দ ঘোষ

বিশেষ প্রতিবেদক

অরবিন্দ ঘোষ কেমব্রিজে পড়াশোনা করবার সময়ে কেশ বরাও গণেশ দেশপাণ্ডে সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তিনি জাতিতে মারাঠি এবং সাধক -প্রকৃতির একজন ব্যক্তি ছিলেন। বিলেত থেকে ভারতে ফিরে আস বার পরে তিনি পুণা থেকে 'ইন্দু প্রকাশ' নামের একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু

করেছিলেন। অন্যদিকে কেমব্রিজ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবার পরে অরবিন্দ বরোদা রাজ কলেজে অধ্যাপকের কাজে যোগ দিয়ে ছিলেন, আর তিনি এই কাজে যোগ দেওয়ার প্রায় চারমাস পরে দেশপাণ্ডের কাছ থেকে একদিন তাঁর 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে লেখালেখি করবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন।

১৮৯৩ সালের আগস্ট মাস থেকে শুরু করে ১৮৯৪ সালের ৫ই মার্চ তারিখের মধ্যে ভারতের জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেস সম্পর্কে অরবিন্দ এই পত্রিকায় পরপর কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর এই রচনার নাম ছিল 'নিউ ল্যাম্পস ফর দি ওল্ড' বা প্রাচীনপন্থীদের সামনে নতুন দিনের আলো। অরবিন্দের এই চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধগুলি তখন ভারতের রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, তৎকালীন ভারতের রাজনীতিতে এটাই তাঁর প্রথম তুর্যধ্বনি, বা আরও ভালো করে বললে, সেযুগের গতানুগতিক রাজনীতির আসরে যেন এক বেসুরো বাজনা ছিল। এর ফলে যাঁরা তখন কংগ্রেসের জাবর-কাটা নেতা ছিলেন, রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়ে বিদেশী সরকারের কাছে আবেদন আর নিবেদনই যাঁদের তখন একমাত্র সম্বল ছিল, তাঁরা অরবিন্দের লেখা এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করে এবং লেখকের বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ও অপূর্ব লিখনভঙ্গি দেখে চমকে উঠেছিলেন। অরবিন্দের এই প্রবন্ধগুলি সেসময়ে সত্যিই ইতিহাস রচনা করতে পেরেছিল। আর এরপরে এক সময়ে এসেছিল ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬শে চৈত্র বা ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখটি। এদিন অপরাহ্নে কলকাতায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো পাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছিল। আর অরবিন্দ তখন বরোদাতে বসেই এই সংবাদ শুনেছিলেন। এই ঘটনার সপ্তাহকাল পরেই তাঁর লেখনী থেকে যে ক'টি ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে উৎসারিত হয়েছিল, সেগুলিকে অরবিন্দের দৃষ্টিতে বঙ্কিম-প্রতিভার মূল্যায়ন বলা যেতে পারে। এসময়ে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকাতেই বঙ্কিমকে নিয়ে অরবিন্দের লেখা সাতটি প্রবন্ধ ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এই লেখাগুলির কোথাও অরবিন্দ তখন নিজের নাম প্রকাশ করেন নি। আসলে তিনি চিরকালই এরকম আত্ম প্রচার বিমুখ ছিলেন। কিন্তু তাঁর চিন্তা ও চেতনায় বঙ্কিম চন্দ্র তখন যে কতটা জায়গা জুড়ে ছিলেন, অরবিন্দের এই প্রবন্ধগুলি থেকে একথার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দেশপ্রেমের দিব্য মন্ত্র; 'বন্দেমাতরম';তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। এছাড়া বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার সময়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু রচনা পাঠ করেছিলেন বলে জানা যায়। এরপরে বরোদায় নিজের কর্মজীবনের অবসরে নতুন করে বাংলা ভাষা শিখবার সময়ে তিনি আরো অন্তরঙ্গভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হন। আর তখন থেকেই তিনি বঙ্কিমভাবের ভাবুক হয়ে উঠেছিলেন বলা চলে। বঙ্কিমকে নিয়ে অরবিন্দের লেখা এই সাতটি প্রবন্ধ ভিন্ন, এছাড়া এসময়ে তিনি বঙ্কিমকে নিয়ে দুটি সুন্দর কবিতাও লিখেছিলেন; এগুলির মধ্যে প্রথমটি ছোট, আর দ্বিতীয়টি দীর্ঘ। বিশেষতঃ অরবিন্দের এই দ্বিতীয় কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবমূর্তির একটি মর্মস্পর্শী আলেখ্য পাওয়া যায়।

'জনৈক বাঙালি' ছদ্মনামে বঙ্কিমকে নিয়ে অরবিন্দের লেখা এই প্রবন্ধ গুলি যখন 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তখন বাংলার খুব কম মানুষই এই পত্রিকাটির সন্ধান রাখতেন; কারণ, বাংলায় তখন এই পত্রিকাটির তেমন কোন প্রচার ছিল না। তাছাড়া, বরোদা রাজ কলেজের এই নিরীহ অধ্যাপক ও নির্বাক মানুষটি সম্পর্কে তাঁর স্বজাতির মনে তখনো পর্যন্ত তেমন কৌতূহল জাগ্রত হয়নি বললেই চলে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় অরবিন্দের লেখা এই প্রবন্ধগুলি সর্বপ্রথম ক্ষিতীশচন্দ্র সেন (আই.সি.এস.) উদ্ধার করে ছিলেন। তিনি যখন বোম্বাই হাই কোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন এই অবলুপ্ত পত্রিকাটির পুরোনো কিছু ফাইল থেকে এই মূল্যবান রত্নরাজি উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। একারণে বাঙালিমাত্রেই তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে, তিনি উদ্ধার না করলে অরবিন্দের লেখা এই অমূল্য প্রবন্ধগুলি হয়ত চিরকালের মত ইতিহাসের অন্ধকারে হারিয়ে যেত। এরপরে শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যুর সাত বছর পরে পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে বাংলায় অনুদিত হয়ে 'বঙ্কিমচন্দ্র' নাম দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর এই রচনাগুলি পুস্তকা কারে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া এই প্রবন্ধগুলি লেখবার পরে যদিও পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিম চন্দ্র সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু তবুও প্রাথমিক রচনা হিসাবে তাঁর এই প্রবন্ধগুলির একটা স্বতন্ত্র ঐতি হাসিক মূল্যও রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ এখানে তাঁর বঙ্কিম আলোচনার ক্রমগুলি লক্ষ্যণীয়। এগুলি খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, তিনি বঙ্কিম-জীবন, বঙ্কিম-যুগ ও বঙ্কিম-মানস;এই তিনটি বিষয়ের উপরেই তখন বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে ছিলেন। অরবিন্দ যেহেতু ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং এই সাহিত্যের সমালোচনা -রীতির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, সেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর এই আলোচনার মান যে উচ্চস্তরেরই হয়েছিল,;একথা বলাই বাহুল্য। বঙ্কিমকে নিয়ে অরবিন্দ তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধের একজায়গায় লিখেছিলেন, যে সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে এসে বঙ্কিম মানুষ হয়ে উঠলেন, সে হলো উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের নব-জাগ্রত বাংলার নবযৌবনের অবস্থা, নতুনভাবে উদ্দীপিত, নতুন প্রেরণায় উল্লসিত; এমন একটা উৎসাহপূর্ণ যুগ ভারতে বোধ করি আর কখনো আসেনি। তখনকার ভারতে বাংলাই ছিল জাগরণ-বিকাশের প্রধান রঙ্গভূমি, পুনরভ্যুত্থানের ক্রিয়া এখানেই প্রথম স্বল্প-পরিধির মধ্যে তখন সবে শুরু হয়েছে। প্রথমে রামমোহন আবির্ভূত হলেন তাঁর নতুন ধরণের ধর্মবার্তা নিয়ে, তারপরে সেই বার্তা আরো খরতরভাবে প্রচারিত হতে থাকল এমন সব ব্যক্তির দ্বারা, যাঁরা তাঁর চেয়ে কোন অংশে ছোট নন, যেমন রাজনারায়ণ বসু ও দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর। ভাষার দিক দিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ও মধুসূদন দত্ত, এঁরা দু'জনে দুই দিক থেকে নতুন ধরণের গদ্য পদ্য রচনা করতে শুরু করলেন। তখন এলেন বিদ্যাসাগর, বিদ্যায় বুদ্ধিতে ও প্রজ্ঞায় যাঁকে বলতে হয় বাংলার ছত্রপতি, বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে আবার নতুন করে গড়বার জন্য যেন অসুরের মতো তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করলেন। এদিকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে এমন বিরাট হয়ে উঠলেন যে, কোন তুলনাই তাঁর দেওয়া যায় না। এঁদের প্রত্যেককেই বলা যেতে পারে প্রতিভার প্রতিমূর্তি। অরবিন্দ এখানে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের যেসব পুরোধাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তাঁরা সবাই বঙ্কিমের পূর্বসূরী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেযুগের কোলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর যেযুগের পরিবেশ থেকে তিনি আলো ও উত্তাপ দুই-ই পেয়ে ছিলেন, সেযুগের আদি নির্মাতাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করবার পরে সেযুগের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে এই একই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, ঐ সময়টিতে আরো দেখা গেল যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সঙ্গে এখানেও এক নবভাবের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা অঙ্কুরিত হচ্ছে। নবশক্তি স্ফুরণের এইসব নানা শাখার মধ্যে বাঙালির মন বিশেষ করে প্রবল বেগে ধাবিত হলো সাহিত্যের খাতে। ভাষার দিকে ছিল তাদের একটা প্রকৃতিগত প্রাণের টান। এছাড়া আরো একটা কথা এখানে ভুলে গেলে চলবে না। আমাদের দেশে যে পুনুরুত্থান দেখা গেল, তা এসেছিল ইউরোপের ইতিহাসের পুনরভ্যুত্থানের আদর্শ থেকে আগেকার যুগের যত গতানুগতিক নীতিকে নাকচ করে দিয়ে। সেই নিরীহ, নির্বিরোধ, ভক্তিবাদী ও কর্তব্যবাধ্য হিন্দু আদর্শকে ঝেড়ে সেই নিরীহ, নির্বিরোধ, ভক্তিবাদী ও কর্তব্যবাধ্য হিন্দু আদর্শকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বাঙালি যেন তার অনেক কালের মরচে পড়া লৌহনিগড় থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেল...'

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

পাঠকদের কলমে শিবরাম চক্রবর্তী

শঙ্করলাল কর্মকার, কলকাতা

খুব বেশি জামাকাপড় তাঁর ছিল না। শোনা যায়, শুধুমাত্র দু'খানা কাপড় ছিল তাঁর। একটিকে ধোপাবাড়ি দেওয়া হলে তাঁকে কোনও কারণে কাপড় বদল করতে হলে বাধ্য হয়ে তাঁকে ধোপা বাড়িতে গিয়েই কাপড় বদলে আসতে হত ! এমন ঘটনা নিজেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন সাহিত্যিক ও কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। একদিন মুক্তারাম বাবুতে শিবরামের মেসে গিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। একটা সভায় যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। তাঁকে শিবরাম বলেছিলেন, "আমার এই তক্তাপোশে পা তুলে বসো। কারণ এর তলায় কী কী জন্তু জানোয়ার আছে তা আমি জানি না। ঘাঁটাইনি কোনও দিন। সাপও থাকতে পারে। আমি আমার ড্রেসিং রুম থেকে আসছি।'' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, "সেটা কোথায়?'' শিবরাম বলেছিলেন, "ওই যে রাস্তার ওপারে যে লন্ড্রিটা রয়েছে ওইটা। আমি ওখানে গিয়ে আমার এই ধুতি আর পাঞ্জাবিটা ছেড়ে দেব। আর যেটা কেচে এসেছে সেটা পরে চলে আসব। দুটো সেট। কোনও ঝামেলা নেই। বাক্সপ্যাঁটরা নেই। বুঝলে, একেই বলে আপনি আর কোপনি। জীবন টাকে হালকা করো। রেল কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেখেছ? ট্রাভেল লাইট।''

ছোটদের জন্য লিখতেন, নিজের মনটাও ছিল একেবারে শিশুর মতো। নিজের খেয়াল খুশির রাজা। খুদে পাঠকরাই ছিল তাঁর বন্ধু। বেজায় ভালবাসতেন ছোটদের। জীবনে কোনও দিন কারও নিন্দা করেননি, শুনতেও চাইতেন না। কেউ যদি কখনও এসে বলতেন, শিবরামদা আপনার নামে অমুকে খারাপ কথা বলে বেড়াচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে শিবরামের উত্তর, "হতেই পারে না। আপনিই ভুল শুনেছেন।'' বলেই তার হাত ধরে নিয়ে যেতেন খাওয়াতে।

নিজেকে সাহিত্যিক পরিচয় দিতেও সংকোচ। বলতেন, "ধুর ধুর আমি আবার সাহিত্যিক হলাম কবে? প্রেমেন, অচিন্ত্য, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভুষণ এরা হলেন সাহিত্যিক। কত ভাল ভাল লেখেন! তাদের পাশে আমি!'' নিজের সম্পর্কে বলতেন, "সার্কাসের ক্লাউন যেমন। সব খেলাই সে পারে, কিন্তু পারতে গিয়ে কোথায় যে কী হয়ে যায় খেলাটা হাসিল হয় না। হাসির হয়ে ওঠে। আর হাসির হলেই তার খেলা হাসিল হয়।''

গায়ের জোর নেই বলে রিকশা টানতে পারি না তার বদলে কলম টানি। কলমের ওপর টান আমার এইটুকুই। একটু পেয়ারা সন্দেশ কিংবা রাবড়ি খাওয়ার জেদেই কলম ধরলেও কথা বলে তাঁর কালি। সেই কলমের নিপ হাস্যরস আঁকে। যার ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে ওঠে হর্ষবর্ধন -গোবর্ধনরা। তাঁর লেখা কালজয়ী মানতে নারাজ খোদ তিনি। বরং তিনি ছোট লেখক। ছোটরা তাঁর লেখা পড়বে, এই ছিল তাঁর বাসনা। শেষ বয়সে এসে বুঝতেন শরীরটা ভাল যাচ্ছে না উ বলতেন জিনিসপত্র সব বাঁধা হয়ে গেছে। এবার একটা ট্যাক্সি পেলেই চলে যাব। হঠাৎ একদিন প্রবল জ্বরে দুর্বল হয়ে বাথরুমেই সংজ্ঞা হারান তিনি। সারারাত পড়ে ছিলেন সেখানেই। পরদিন জানাজানি হলে তাকে ভর্তি করানো হয় হাসপাতালে। ১৯৮০ সালের ২৮ আগস্ট সকাল। হাসপাতালের বেড়ে আচ্ছন্ন বাড়ি থেকে পালিয়ে'র নায়ক। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "শিবরামবাবু, এখন কেমন লাগছে শরীর?'' "ফার্স্টক্লাস।'' জড়ানো গলায় তখনও একই উত্তর। আর তারপর পেয়ে গেলেন ট্যাক্সি। চলেই গেলেন শিবরাম।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন জুটি নিয়ে অজস্র কাহিনি লেখেন শিবরাম চক্রবর্তী। ছোটোগল্পের পাশাপাশি উপন্যাস, নাটক, এমনকি ছড়াও তিনি রচনা করেছেন এই সিরিজে। ছোটোদের জন্য রচিত গল্পের পাশাপাশি প্রাপ্তমনস্ক লেখাও পাওয়া যায় বেশ কয়েকটি। কিন্তু লেখকের অন্য অনেক লেখার মতোই এই রচনাগুলিও বেশিরভাগ হারিয়ে যেতে থাকে কালের গর্ভে। 'অমনিবাস', 'সমগ্র' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরবর্তীকালে যে বিভিন্ন সংকলন প্রকাশিত হতে থাকে তার সবই রয়ে যায় অসম্পূর্ণ। এমনকী ভিন্ন শিরোনামে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে একই কাহিনিও সংকলিত হয় দুই মলাটের মধ্যে। শিবরাম চক্রবর্তীর বেশিরভাগ লেখার মতোই হর্ষবর্ধন -গোবর্ধনকে নিয়ে রচিত কাহিনিগুলির কোনো অনুমোদিত সংকলনগ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশ পায়নি। সেইসমস্ত কাহিনি শিবরামের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অনুমতিসাপেক্ষে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বটতলার লেখখ বলে নিজেকে পরিচয় দিতেন। ক্লাসিক্যাল লেখক বলে কোনও দিন নিজেকে স্বীকৃতি দেননি। তিনি বলতেন তার লেখা মুটে মজুররা পড়বে। অভিজাত সম্প্রদায় তার লেখা বই পড়ে না। অভিজাত সম্প্রদায় বঙ্কিম, শরৎ এর বই পড়বে। তিনি সাধারণ মানুষের জন্য লেখেন। সেই কারণে শিবরাম সাধারণ মানুষের লেখক হয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন।

বাংলায় গণপতির পুজো হালখাতাকে কেন্দ্র করে আর আজকে সর্বজনীন পূজা

বিশেষ প্রতিবেদক

গণেশ বিঘ্নেশ্বর, বাধাবিপত্তির ঈশ্বর থেকে হয়ে উঠেছেন বিঘ্ননাশক দেবতা। 'গণপতি বাপ্পা মোরিয়া'। গণপতি, পিতা আমার কাছে এসো। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থী, গণেশ চতুর্থী। গণেশ ছিল আসলে ছত্রপতি শিবাজির আরাধ্য, পেশোয়াড়ের দেবতা। প্রথম সর্বজনীন গণেশ পুজোর খবর পাওয়া যাচ্ছে ১৮৯২ সালে পুণেতে, বুধওয়ার পেটে শালুকের লেনে শ্রীমৎ ভাউসাহেব রঙ্গোরির

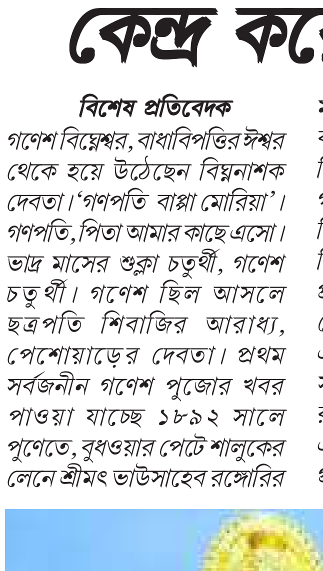

বাড়িতে। এই পুজোর সঙ্গে ছিলেন নানাসাহেব খাসগিওয়ালে আর গণপতরাও ঘোটাওডেকার। এই সর্বজনীন পুজোর ভূয়সী প্রশংসা করে মহামান্য তিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লেখেন। এর দু'বছর পর ১৮৯৪-তে লোকমান্য তিলক স্বাধীনতা আন্দোলনে অঞ্চলের যুবক সম্প্রদায়কে একত্র করতে স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে তিনি নিজেই গণেশ পূজা চালু করেন মহারাষ্ট্রের মুম্বইতে। মুম্বইতে সেই থেকে গণেশ পুজো নিয়ে মাতামাতির শুরু। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীতে পুজোর ব্যাপারটা কিন্তু বাল গঙ্গাধর তিলকই শুরু করেন। মুম্বইতে গণপতি উৎসব হয় মোট ১১ দিনের। বাড়ি এবং বারোয়ারি মিলিয়ে সেখানে পুজোর সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ! এখন তো গোটা দেশে গণেশ পুজোর রমরমা। মুম্বই এবং মহারাষ্ট্রে গণেশ পুজোর একটা সর্বজনীন রূপ দেখা গেলেও এই রাজ্যে গণপতি মন্দিরের সংখ্যা খুব একটা কম নয়! প্রায় প্রত্যেক গ্রাম-শহরে একাধিক গণেশ মন্দিরের দেখা মেলে। এবং প্রত্যেকটি মন্দির প্রতিষ্ঠানের পিছনে রয়েছে এক একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। একই সঙ্গে সেইসব মন্দিরে দেখা যায় গণেশের বিচিত্র রূপ।

তবে শুধু মুম্বই বললে ভুল হবে, পুণেতেও গণেশ পুজোর রমরমা বেশ ভালোই। শ্রীমৎ ভাউসাহেব রঙ্গোরির পুজোতে আজও বেশ ভিড় হয়! তবে পুণে বিখ্যাত তার পাঁচটি 'মাচে গণপতি'-র জন্য। এই পাঁচটি পুজো সবচেয়ে বেশি মানা হয়। এরা পাঁচজন হলেন, কসবা (গ্রামদৈবত, মানে ইনি প্রথম পূজিত হন গ্রামের দেবতা রূপে), তাম্বড়ি যোগেশ্বরী, গুরুজি তালিম, তুলসীবাগ আর কেশরী ওয়াদায় অবস্থিত। এগুলির কোনওটিই সার্বজনীন পুজোরূপে প্রচলিত ছিল না যদিও এখন সবার জন্য দ্বার উন্মুক্ত। আড়ম্বরে এদের সবাইকে ছাপিয়ে গেছে শ্রীমৎ দাগ্দুশেঠ হালওয়াই-এর গণেশ পুজো, অনেকটা কলকাতার একডালিয়া বা মুদিয়ালির দুর্গা পুজোর মতো বা মুম্বইয়ের লালবাগচা রাজার মতো। পুণের গণেশ পুজো নিয়েও লিখতে গেলে একটা বই হয়ে যাবে!

আমার কাছে গণেশপ্রিয়তার কারণ তাঁর শৈল্পিক রূপ। ছবিতে-ভাস্কর্যে তাঁকে কত বিচিত্র রূপেই না ধরা হয়েছে। এর অন্যতম কারণ তাঁর অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ। মানুষের ধড়ে হাতির মুণ্ড, ফলে শিল্পীরা তাঁদের কল্পনার দৌড় অনেকদূর পর্যন্ত খেলাতে পেরেছেন। তার সঙ্গে আছে পুরাণ, মহাভারতে, লোককথায় তাঁকে নিয়ে বিচিত্রতর কাহিনি। সেই সব কাহিনিও ধরা আছে পাথরের ভাস্কর্যে।

গণেশকে নিয়ে এক বিচিত্র কথা শুনেছিলাম সত্যজিৎ রায়ের কাছে। 'পথের পাঁচালী'তে গণেশকে এক অন্যরকমভাবে দেখিয়েছিলেন তিনি। মনে পড়ে, দুর্গার সেই মৃত্যু দৃশ্যের কথা। খুবই অসুস্থ দুর্গা। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়, বৃষ্টি আর বিদ্যুতের ঝলক। বিদ্যুতের আলো ছায়ায় কুলুঙ্গিতে রাখা গণেশকে মনে হচ্ছিল যেন তাণ্ডবনৃত্য করছেন। তখন তাঁকে ভয়ংকর মনে হচ্ছিল। মনে আছে, ১৯৮৪ সাল, 'এক্ষণ'-এ 'পথের পাঁচালী'র চিত্রনাট্য ছাপা হচ্ছিল। সেই সময় একদিন কথায় কথায় তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, গণেশকে তো সিদ্ধিদাতা বলেই জানি। আপনি ছবিতে অমন ভয়ংকর ভাবে দেখালেন কেন?

উনি একটা ছোট্ট কথায় তাঁর উত্তর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'গণেশ সিদ্ধিদাতা পরে হয়েছেন, গণেশ আদতে কর্মবিঘ্নের দেবতা।' ব্যস এইটুকুই। পরে বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করতে গিয়ে দেখি, তিনি ছিলেন বিঘ্নেশ্বর, বাধা বিপত্তির ঈশ্বর। সেখান থেকে ক্রমশ হয়ে উঠেছেন বিঘ্ননাশক দেবতা। অনেক প্রাচীন পাথরের মূর্তিতে তাঁর এই বিঘ্নরাজের ভয়ংকর রূপ ধরা আছে। সত্যজিতের পুরাণের জ্ঞান দেখে বেশ বিস্মিত হয়েছিলাম।

সত্যজিতের আর একটি ফিল্মে গণেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা গিয়েছিল। ছবির নাম 'জয় বাবা ফেলুনাথ'। বারাণসীর অভিজাত ঘোষাল বাড়ি থেকে সেই দুর্মূল্য গণেশ মূর্তি উধাও এবং সেটা উদ্ধার করার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ফেলুদার এই কাহিনি। বইতে উল্লেখ আছে, সেই গণেশ ঘোষাল বাড়িতে এসেছিল দক্ষিণ ভারতের মাদুরাতে ডাকাতদের ফেলে যাওয়া থলে থেকে। ফিল্মে ঘটনাটি সম্পূর্ণ বদলে গণেশপ্রাপ্তি হয়েছিল নেপালের আদিত্য শামসের জং বাহাদুর রাণার কাছ থেকে। ছবিতে সত্যজিৎ গণেশের বর্ণনাটি বলিয়ে ছিলেন মগনলালের মুখ দিয়ে। 'গোল্ড ফিগার, থ্রি ইঞ্চেস লং। ক্রাউনে ডায়মণ্ড, বেসে পান্না আউর চুনি। নেপালের জিনিস।' উমানাথ যখন মগনলালকে জিজ্ঞেস করেন, 'এত সব তুমি জানলে কী করে? আমি তো তোমাকে কিছুই বলিনি।' গণেশ উদ্ধারের কাহিনী অতি চমৎকার।

ঃ দৃষ্টিকোন ঃ অতুল প্রসাদ সেন

রাজেন্দ্রলাল সরকার, লখনউ

তখন তিনি লখনউয়ের ডাকসাইটে ব্যারিস্টার। সারাদিন তাঁর কোর্টের কাজ থাকত। কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরেও রেহাই ছিল না। সাক্ষাৎ প্রার্থী আসতেন অগুনতি। তাঁর বাড়ির দরজা সকলের জন্যে খোলা। প্রতি দিন কোর্ট থেকে বাড়ি ফেরার পর গানের মজলিশ বসতই বসত। এমনই এক মজলিশে এক মহিলা তাঁকে এক বার প্রশ্ন করে বসেছিলেন, "এত যে সুন্দর সুন্দর সব গান বাঁধেন, সময়ই বা পান কখন, কোথায়ই বা বাঁধেন? এ গান তো বাঁধতে কোনও নির্জন সাগরের ধার, নয় ফুলের বাগান চাই। আপনিও কি তেমনই কোথাও যান?'' একটু ভেবে তিনি হেসে বললেন "সারাদিন বাড়িতে মক্কেলের ভিড়। আবার কোর্টে যাবার তাড়া। তার মধ্যেই স্নান করতে গিয়েছি। ঘটি নিয়ে বারবার জল ঢালছি গায়ে। ঘটির ওই কল কল শব্দে একটা কলি ভেসে উঠল মনে। কোর্টে যেতে যেতে, কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে গানটি লিখে ফেললাম, 'জল বলে চল মোর সাথে চল/ তোর আঁখি জল হবে না বিফল।' উপস্থিত সকলে হতবাক।

একবার তিনি ভেনিসে নৌকা ভ্রমণে বেড়িয়েছেন। চারিদিকে বাড়ির আলো, আকাশে তারা। হঠাৎ অন্য এক নৌকা থেকে বেহালার সুর ভেসে এল। সুরটা মনে লাগল তাঁর। ফিরে এসেই লিখে ফেললেন ওই গানটা, 'ওঠো গো ভারত লক্ষ্মী'।''

একবার গোমতী নদী ধরে যেতে যেতে চোখে পড়েছিল এক কুমারী মেয়ে নদীর পাড়ে উদাস হয়ে বসে রয়েছে। ঐ উদাসী মেয়েকে দেখেই কবি অতুলপ্রসাদ নৌকায় বসেই লিখেছিলেন, 'কে তুমি বসি নদীকূলে একেলা'।

একবার লখনউয়ের রাস্তায় এক ভিখারিণী করুণ সুরে ভৈরবী রাগে গান গেয়ে চলেছিলেন। ওই গান শুনে চমকে উঠেছিলেন তিনি । লোক দিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে দেখে ভিখারিণী লজ্জায় জড়সড় । আর তিনিও সেই ভিখারিণীকে চিনে ফেলেছিলেন। সেই ভিখারিণী এককালের লখনউ শহরের বিখ্যাত বাইজি ছিল। শুনেছিলেন একজনের প্রেমে পড়েছিল সে। ওই প্রেমিকের জন্য সর্বস্ব পণ করেছিল ওই বাইজি। বিনিময়ে প্রেমিকের মিথ্যা প্রতারণায় ভুলে শেষে হয়েছিল রাস্তার ভিখারিণী। ওই ভিখারিণীকে মোটা টাকা দিয়ে বিদায়ের পর ব্যথিত চিত্তে বেহাগ রাগে লিখেছিলেন , 'এত হাসি আছে জগতে তোমার, বঞ্চিলে শুধু মোরে। বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে।'

চিনতে পারলেন এই সঙ্গীত সাধককে ? তিনি কিংবদন্তি অতুলপ্রসাদ সেন। অতুলপ্রসাদ সেনের গানের বহুল প্রচারক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র 'দিলীপকুমার রায়' মনে করতেন, 'তিনি ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ সুরকারত্রয়ীর কনিষ্ঠ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ।' অন্যদিকে স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'দিল বঙ্গবীণাপাণি অতুলপ্রসাদ,/ তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।' পরিপূর্ণ শ্রী তরুণ মজুমদার এর বই সিনেমাপাড়া দিয়ে। বিভিন্ন বিখ্যাত সিনেমা র শুটিং এর ঘটনা থেকে শুরু করে ,বিখ্যাত সব অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক , সুরকার, গীতিকার, প্রযোজক এঁদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত মুহূর্ত যেন সামনে থেকে দেখতে পেলাম। বইটি এখনও অমূল্য সম্পদ বলে গৃহীত।

আগামী রবিবার বন্ধ মেট্রো

কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ নতুন কাজের জন্যে মেট্রো রেল আগামী রবিবার তাদের ব্লু করিডরের শহীদ ক্ষুদিরাম ও মহানায়ক উত্তমকুমারের মধ্যে বিকাল চারটে পর্যন্ত বানিজ্যিক ভাবে ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শনিবার রাত এগারোটা থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম স্টেশনে এই কাজ শুরু হবে বলে রেলের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। রবিবার মিসলেনিয়াস সার্ভিসের নিয়োগ পরীক্ষা থাকায় পরীক্ষার্থীদের সুবিধায় সকাল ৭টা থেকে দক্ষিনেশ্বর ও মহানায়ক উত্তমকুমারের মধ্যে ট্রেন চলাচল শুরু হবে। অন্যদিকে ঐদিন হাওড়া ময়দান সেক্টর ফাইভ করিডরে সকাল ৯ টার পরিবর্তে ৮টায় ট্রেন চলাচল শুরু হবে বলে মেট্রো জানিয়েছে।

ক্লাবের ভিতর থেকে উদ্ধার নরকঙ্কাল, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ আগস্ট ঃ কয়েকদিন থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। বন্ধ ক্লাবের দরজা খুলতেই বেরিয়ে এল কঙ্কাল? রহস্যজনক এই ঘটনায় শোরগোল জলপাইগুড়ির শহরের বাবুপাড়া এলাকায়। দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি যখন তুঙ্গে তখন ক্লাবঘরের দরজা খুলতেই মিলল কঙ্কাল। জলপাইগুড়ি শহরের বাবুপাড়ার সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি ও কার্যালয় ক্লাব ঘিরে এখন রীতিমতো চাঞ্চল্য। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, প্রায় এক বছর ধরে বন্ধ ছিল ওই ক্লাব। দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু করতে সদস্যরা এদিন সকালে ক্লাবের দরজা খুলতেই চমকে ওঠেন। ভেতরে একটি চৌকির নিচে পড়ে রয়েছে মানুষের কঙ্কাল। মুহূর্তে খবর ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়, ভিড় জমে চারপাশে। ঘটনাস্থলে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিস তদন্তে। ক্লাবের এক সদস্য বলেন, আমরা দুর্গাপুজোর আয়োজনের জন্য ক্লাব খুলতেই দেখি চৌকির নিচে কঙ্কাল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিসকে খবর দিই। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, গত কয়েক মাস ধরে ক্লাবঘরের দিক থেকে পচা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। তবে দীর্ঘদিন ক্লাব বন্ধ থাকায় তা নিয়ে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, গন্ধ পেলেও ভেবেছিলাম হয়তো ইঁদুর বা বিড়ালের লাশ। কিন্তু আজ চোখে পড়তেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। পরে উপ পৌরপতি সৈকত চ্যাটার্জীও সেখানে যান। তিনি বলেন, কঙ্কালটি কীভাবে এল, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। ফরেনসিক টিম এসে পরীক্ষা করলেই জানা যাবে আসল সত্যি। এটা খুন নাকি অন্য কিছু, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। পুলিস ইতিমধ্যেই কঙ্কাল উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ছেলেমেয়ের কঙ্কাল কিনা, বা কতদিন আগের তা জানতে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের উপরই নির্ভর করছে তদন্ত। দুর্গাপুজোর আনন্দঘন মুহূর্তে এই ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক ও কৌতুহল দুই-ই। স্থানীয়দের আশা, দ্রুত তদন্তে বেরিয়ে আসবে কঙ্কালের রহস্য!

সাধারণ মানুষের সমস্যা শুনলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৮ আগস্ট ঃ পাড়ার মানুষের সমস্যা সমাধানে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত ভাবনা আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি চলছে সারা রাজ্যের প্রতিটা বুথে। যেখানে মানুষের সমস্যা শুনছেন জন প্রতিনিধিরা। আর বৃহস্পতিবার জয়নগর দু নম্বর ব্লকের গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোল্লারচকে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে এসে সাধারণ মানুষের সমস্যা শুনলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস ও মন্দির বাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার ।এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ও বিধায়ক ছাড়া উপস্থিত ছিলেন জয়নগর দু নম্বর বিডিও মনোজিত বসু, জয়েন্ট বিডিও কৌশিক সাহা,জয়নগর দু নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, জয়নগর দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ, শিক্ষক শাহাবুদ্দিন শেখ,স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সালমা মোল্লা,জয়নগর দু নম্বর ব্লকের কনভেনার জান্নাত হোসেন মোল্লা সহ আরো অনেকে।

পাঁচ জোড়া উৎসব স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২৮ আগস্ট ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আসন্ন উৎসব মরশুমে পাঁচ জোড়া উসব বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উসব বিশেষ ট্রেনগুলির মধ্যে - ট্রেন নং. ০৬৫৫৯ /

০৬৫৬০ (এসএমভিটি বেঙ্গালুরু- নারেঙ্গী - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু) ২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত উভয়দিক থেকে ১৩ টি ট্রিপের জন্য চলবে ট্রেন নং. ০৫৭৪৪ /০৫৭৪৩ (কাটিহার - সোনপুর - কাটিহার) ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে ২৫ টি ট্রিপের জন্য চলবে ট্রেন নং. ০৭৫৪১ /০৭৫৪২ (কাটিহার - দৌরাম মাধেপুরা - কাটিহার) ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে ৪৬ টি ট্রিপের জন্য চলবে ট্রেন নং. ০৭৫৪০/০৭৫৩৯ (কাটিহার - মণিহারি - কাটিহার) ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত উভয়দিক থেকে ৪৬টি ট্রিপের জন্য চলবে এবং ট্রেন নং. ০৭৬৪০০৭৬৩৯ (আগরতলা - ধর্মনগর - আগরতলা) ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে ৩৩ টি ট্রিপের জন্য চলবে। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০৬৫৫৯ (এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - নারেঙ্গী) স্পেশাল প্রত্যেক মঙ্গলবারে এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ২৩.৪০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে শুক্রবার ০৫.০০ ঘন্টায় নারেঙ্গী পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৬৫৬০ (নারেঙ্গী - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু) স্পেশাল প্রত্যেক শনিবারে নারেঙ্গী থেকে ০৫.৩০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে সোমবার ০৯.৪৫ ঘন্টায় এসএমভিটি বেঙ্গালুরু পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০৫৭৪৪ (কাটিহার - সোনপুর) স্পেশাল প্রত্যেক বৃহস্পতিবার, রবিবার ও সোমবারে কাটিহার থেকে ১৮.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০১.০০ ঘন্টায় সোনপুর পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৫৭৪৩ (সোনপুর - কাটিহার) স্পেশাল প্রত্যেক শুক্রবার, সোমবার ও মঙ্গলবারে সোনপুর থেকে ০৩.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে একই দিনে ১২.০০ ঘন্টায় কাটিহার পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০৭৫৪১ (কাটিহার - দৌরাম মাধেপুরা) স্পেশাল কাটিহার থেকে প্রত্যেকদিনে ১৯.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে একই দিনে ২২.০০ ঘন্টায় দৌরাম মাধেপুরা পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৭৫৪২ (দৌরাম মাধেপুরা - কাটিহার) স্পেশাল দৌরাম মাধেপুরা থেকে প্রত্যেকদিনে ২২.৪৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ২.৩০ ঘন্টায় কাটিহার পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০৭৫৪০ (কাটিহার - মনিহারী) স্পেশাল কাটিহার থেকে প্রত্যেকদিনে ২০.৩০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে একই দিনে ২১.৩০ ঘন্টায় মনিহারী পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৭৫৩৯ (মনিহারী - কাটিহার) স্পেশাল মনিহারী থেকে প্রত্যেকদিনে ০৫.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে একই দিনে ০৬.০০ ঘন্টায় কাটিহার পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০৭৬৪০ (আগরতলা - ধর্মনগর) স্পেশাল আগরতলা থেকে প্রত্যেকদিনে ০৫.১৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে একই দিনে ০৮.৪৫ ঘন্টায় ধর্মনগর পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৭৬৩৯ (ধর্মনগর - আগরতলা) স্পেশাল ধর্মনগর থেকে প্রত্যেকদিনে ০৯.৩০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে একই দিনে ১৩.২০ ঘন্টায় আগরতলা পৌঁছাবে। তাছাড়াও, ট্রেন নং. ০৭০৪৬ /০৭০৪৭ (চারলাপল্লি- নাহরলগুন-চারলাপল্লি) উৎসব স্পেশাল-এর পরিষেবা বিদ্যমান স্টপেজ, সময়সূচি এবং পরিষেবার দিন অনুসারে ৩০ আগস্ট থেকে ২ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত আরও ১৪ টি ট্রিপের জন্য অব্যাহত থাকবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হচ্ছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

নয়া রেলপথ দক্ষিণ দিনাজপুরে! সহজেই জুড়ে যাবে শিলিগুড়ি

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৮ আগস্ট ঃ দীর্ঘদিনের অভাব মিটিয়ে দ্রুত গতিতে রেলপথের সম্প্রসারণ হতে শুরু করেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। বালুরঘাট-হিলি রেললাইনের পর এবার সবুজ সঙ্কেত মিলেছে বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ রেলপথের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে শিলিগুড়ি কিম্বা উত্তর-পূর্ব ভারতের যেকোনও রাজ্যে ট্রেনের মাধ্যমে যেতে হলে মালদা পর্যন্ত যেতে হয়। সেখান থেকে ইঞ্জিন ঘুরিয়ে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ট্রেন। এর ফলে প্রতিদিন বেশ কিছু সময় যাত্রীদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় একলাখি জংশনে। এই সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই রেল প্রকল্পে যাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর, কুশমন্ডি ব্লকের বাসিন্দারাও যুক্ত হতে পারেন। ২০১০ সালের ঘোষিত কালিয়াগঞ্জ রেল প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে চলেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বংশীহারী, হরিরামপুর ও কুশমন্ডি ব্লকের মধ্য দিয়ে গিয়ে কালিয়াগঞ্জ স্টেশনে যুক্ত হবে। কালিয়াগঞ্জ থেকে বারসই জংশন যেতে পারলে সরাসরি উত্তরবঙ্গের যাতায়াত সুবিধা হবে। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের হাত ধরে এই প্রকল্পের আবার কাজ শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, পরিকল্পনা অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই জমি অধিগ্রহণের নোটিশ জারি করা হবে। দুই ধাপে জমি অধিগ্রহণ হবে এবং তারই কাজ চলছে জোরকদমে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন জমি অধিগ্রহণের নোটিশ জারি করেছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এই প্রকল্পের ২৩ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে। যার জন্য প্রায .২০০০ একরও বেশি জমি লাগবে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। দুই ধাপে জমি অধিগ্রহণ করা হবে। তার মধ্যে প্রথম ধাপের জমি অধিগ্রহণের জন্য সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে রেলওয়ে আইন অনুযায়ী সেকশন ২২এ নোটিফিকেশন জারি করবে জেলা প্রশাসন। এই রেল লাইনের কাজ সম্পূর্ণ হলে দক্ষিণ দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে প্রচুর মানুষ যারা শিলিগুড়ি যাতায়াত করেন তাঁরা উপকৃত হবেন। বিশেষত উত্তরবঙ্গ ইউনিভার্সিটি ছাত্র-ছাত্রীরা, এলাকার ব্যাবসায়ীরা, এমনকি ভ্রমণ পিপাসুদের জন্যেও এই পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত সহায়ক হবে।

শারদ উৎসবের প্রাক্কালে হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে শরৎ সদনে সমন্বয় বৈঠক। হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে আসন্ন দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সম্প্রতি এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাওড়ার শরৎ সদনের ১নং হলে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, হাওড়ার জেলাশাসক ড. পি দীপাপপ্রিয়া, বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, নন্দিতা চৌধুরী, কল্যাণ ঘোষ, ডা. রাণা চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়া পাল, হাওড়ার পুর কমিশনার বন্দনা পোখরিওয়াল, হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, যুগ্ম কমিশনার কে শবরী রাজকুমার, বেলুড় মঠের মহারাজ সহ পুলিশের আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশ এলাকার বিভিন্ন পুজো কমিটির উদ্যোক্তারাও।

'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ জনপ্রিয় করার জন্য বিশেষ প্রচারণা

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ গ্রিন লাইন করিডোরের পুরো অংশটি খোলার পর, বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। মোবাইল কিউআর টিকিটের স্মার্ট বুকিংয়ের জন্য AAMAR KOLKATA METRO অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করার জন্য, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা আজ থেকে সাত দিন ধরে একটি বিশেষ প্রচারণা শুরু করেছে, যেখানে পূর্ব রেলওয়ের ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডের ৭২ জন (৭২ জন) ক্যাডেট গুগল প্লে স্টোর / অ্যাপ স্টোরের মাধ্যমে অ্যাপটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন এবং অ্যাপের সাহায্যে মোবাইল কিউআর টিকিট কীভাবে বুক করবেন সে সম্পর্কে যাত্রীদের সহায়তা এবং প্রদর্শন করছেন। হাওড়া, শিয়ালদহ, সল্টলেক সেক্টর ফাইভ, দমদম এবং এসপ্ল্যানেডের মতো বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে যাত্রীদের অভূতপূর্ব সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। বুকিং কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন এড়াতে এবং তাদের মূল্যবান সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করতে AAMAR KOLKATA METRO অ্যাপটি খুবই সহায়ক। যাত্রীদের স্টেশনে পৌঁছানোর আগে

মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কিনতে এবং প্রতিটি টিকিটের ভাড়ায় ৫ ছাড় পেতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আবারও হেনস্থার মুখে পড়লেন পুরসভার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ আগস্ট ঃ ডেঙ্গি সচেতনতা অভিযানে বিপদ। ফের হেনস্থার মুখে পড়লেন পুরসভার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা! গালিগালাজ ও অশালীন ব্যবহারের অভিযোগ। হাওড়ার পর এবার শিলিগুড়ি। পুজোর মুখে ডেঙ্গি রুখতে তৎপর প্রশাসন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে সচেতন করছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। চলছে সার্ভের কাজও। পুরসভার সূত্রে খবর, বুধবার শিলিগুড়ির ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের পাইপ লাইন এলাকায় সার্ভে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। তখন একটি বাড়িতে ডেঙ্গির লার্ভা দেখতে পান তাঁরা। এরপর আজ, বৃহস্পতিবার যখন ফের ওই বাড়িতে সার্ভে করতে যান স্বাস্থ্যকর্মীরা, তখন বাড়ির মালিক ও পরিবার সদস্যর দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে নাকি অশালীন ব্যবহার, এমনকী, গালিগালাজও করা হয়! শিলিগুড়ি পুরসভার কর্মীদের দাবি, কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই হেনস্থার মুখে পড়তে হয়। সাধারণ মানুষ অসহযোগিতা করেন। তবে এদিনে ঘটনা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। গোটা ঘটনা জানিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়েছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। তাঁদের দাবি, হেনস্থা ও হুমকি মুখে কাজ করতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। শিলিগুড়ি পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তের অভিযোগ, 'পরিকল্পনামাফিক আমাদের বদনাম করতেই এই রকমের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে'। তিনি বলেন, 'যাঁরা পুরকর্মীদের হেনস্থা করছেন, তাঁদের রেয়াত করা হবে না। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হবে। এর আগেও পুরো কর্মীদের কাজে এইরকম ভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধেও আমরা আইনত ব্যবস্থা নিয়েছি'।

উদ্ধার বধূর দেহ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ আগস্ট ঃ পণের দাবি তো ছিলই। সঙ্গে আবার পুত্রসন্তানও চাই! শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ। খুনের অভিযোগ করেছেন মৃতোর বাপের বাড়ির লোকেরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে। মৃতার নাম আয়েশা খাতুন। বাড়ি, মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের সুলতান নগরের মিশ্রপাড়া। এক বছর আগে বিয়ে হয় আয়েশার। স্বামীর নাম শেখ দিলো। হরিশ্চন্দ্রপুরেরই গোবরা রশিদপুর এলাকার বাসিন্দা তিনি। পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। বেশিরভাগ সময়েই বাইরে থাকেন। আয়েশার বাপের বাড়ির লোকের দাবি, মেয়ের বিয়ের সময়ে যৌতুক হিসেবে নগদ টাকা ও মোটর বাইক দিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু বিয়ের পর থেকে পণের জন্য আয়েশাকে চাপ দিতে শ্বশুরবাড়ি লোকেরা। বাপের বাড়ি থেকে নাকি টাকা আনতে বলতেন! পণের দাবিতে আয়েশার উপর শ্বশুরবাড়ির লোকের রীতিমতো অত্যাচার চালাতেন বলে অভিযোগ। এভাবেই চলছিল। এরপর বিয়ের বছর ঘুরতেই না ঘুরতেই আবার সন্তান ধারণের জন্যও ওই গৃহবধূকে চাপ দেওয়া শুরু হয় বলে অভিযোগ। শ্বশুরবাড়ি লোকের দাবি ছিল, পুত্রসন্তান হতে হবে। ফলে অশান্তি আরও বাড়ে। আজ, বৃহস্পতিবার সকালে শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার হয় আয়েশার ঝুলন্ত দেহ। নাকের নীচে রক্তের দাগ

সাধারন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, শ্রী রাজেশ রজক গং, পিতা: গরিব রজক, সাং: মুসলমান পাড়া রোড, থানা: নৈহাটী, পিন ৭৪৩১৬৬, মহাশয় বিগত ইংরাজী ০৯/০২/২০২৪ তারিখে নৈহাটী এ. ডি. এস আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১২৫৭ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নিম্ন বর্নিত সম্পত্তির মালিক চিহ্নিত হন, উক্ত দলিলে বিক্রেতাদের মাতা দেবী দাসের দলিলের অন্দরে পাওয়ার অফ এ্যাটর্নির উল্লেখ আছে (যার নং ৫০৮/২০১৮, তাং ০৮/০৬/২০১৮) এবং আমমোক্তারদ্বয় শ্রী চঞ্চল ঘোষ ও মলয় ঘোষ, উভয়ের পিতা মৃত তারাপদ ঘোষ। নিম্নের তপশীল সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে B. L & L. R. O. BKP-I, Shyamnagar অফিসে উপযুক্ত কাগজ পত্র সহ উপস্থিত হইবেন, অন্যথায় কোন প্রকার আপত্তি মঞ্জুর হইবে না। -: **তপশীল বর্নিত সম্পত্তির বিবরনঃ** জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, থানা: বীজপুর, এ. ডি. এস আর অফিস নৈহাটীর হাবেলি শহর পরগনার অর্ন্তগত জেঠীয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বালিভাড়া মৌজায়, জে. এল নং ০৯, এল, আর জরিপে ১৭৫, ২০৩ ও ২৮৪ নং খতিয়ান ভুক্ত ও এল, আর দাগ নং ১৫১২, জমির পরিমান। ০১৪৭ শতক।

Gouranga Ch. Das (Advocate)
Barrackpore Court

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ২২২-এস/১/ডব্লু -II তারিখঃ ২৬.০৮.২০২৫, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- **টেন্ডার নং. টিএন-১২২-২৫-২৬; কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে রানাঘাট-গেদে শাখায় ব্রীজ নং. ১১৩ (আপ লাইন) -এর পিএসসি স্ল্যাব রূপান্তরের জন্য ব্যবস্থা করার পরিপ্রেক্ষিতে গরাগাছা (মাঝেরহাট) আরএমসির সঙ্গে পিএসসি/আরসিসি স্ল্যাব নির্মাণ এবং সেগুলি সেতুর জায়গায় পরিবহণের কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৬৯,৩৭,১৫৩.৫৪ টাকা; **প্রদেয় বায়না অর্থঃ** ৪,৩৪,৭০০.০০ টাকা; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৯.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টে। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২(বারো) মাস; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৯.০৯.২০২৫ তারিখে বিকেল ৩টে৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডারের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে। ভারতীয় রেলওয়ের চুক্তির প্রামাণ্য সাধারণ শর্তাবলি ২০২২ অনুসারে ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য।

(SDAH-185/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চিতাবাঘের আক্রমণে এক নাবালকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ আগস্ট ঃ জলপাইগুড়ির নাগরকাটা ব্লক আংরভাষা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খুটাবাড়িতে চিতাবাঘের আক্রমণে এক নাবালকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত নাবালকের নাম মোহাম্মদ করিমুল হক (১২)। সে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিল। এই ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে বাড়ির সামনে থেকে একটি চিতাবাঘ নাবালককে তুলে নিয়ে যায়। এই দৃশ্য দেখার সাথে সাথেই কিছু লোক চিৎকার শুরু করে। এরপর চিতাবাঘটি নাবালকটিকে কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় নাবালকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। এদিকে, খবর পেয়ে বিন্নাগুড়ি ও ডায়ানা রেঞ্জের বনবিভাগের কর্মীদের সাথে বানারহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বন বিভাগের কর্মীরা এলাকাটি ঘিরে ফেলে চিতাবাঘের খোঁজ শুরু করেছেন।

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-সিওএন-জিইএনএল -১৬৪-২০২৫-এনআইটি তারিখ ঃ ২৭.০৮.২০২৫, ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন, ৩৭১-তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থা যাদের যথাযথ আর্থিক সক্ষমতা এবং নিম্নলিখিত কাজ করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাদের নিকট থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ -সিওএন-জিইএনএল-১৬৪-২০২৫; কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের লিলুয়া ওয়ার্কশপে জে-শপে এলএইচবি এসি কোচের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধার সম্প্রসারণের জন্য লিলুয়াতে শেড নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ"; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৯,৭১,৫৯৪.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ ঃ** ১,৭৯,৪০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস; **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৯. ২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ওপরে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখের ও সময়ের পূর্বে ওপরে উল্লিখিত "টেন্ডার নথির মূল্য" এবং "বায়না অর্থ" অনলাইনে প্রদানের পরে www.ireps.gov.in -এ থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সকল রকম ভাবে সম্পূর্ণ ও ওপরের বিবরণমতো সকল নথি সমেত টেন্ডার www.ireps.gov.in -এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথি, বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (সমূহ) (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মূল তথ্য www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি **ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, ৩৭১- তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১-এ স্থিত নোটিশবোর্ডেও দেখা যাবে।**

(CON-35/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-tender
Ref: 1.DHLYN/ELEC/4/2025-2026

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e- tender from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission: **22.09.2025 Up to 17.00 PM** .For further details please visit WB Tenders. Gov.in & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org**

Executive Officer
Dhuliyan Municipality

কলকাতা–নিউ জলপাইগুড়ি–কলকাতা পূজা স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন পূজা, দীপাবলী ও ছট–এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, **০৩১২৯/০৩১৩০ কলকাতা–নিউ জলপাইগুড়ি–কলকাতা স্পেশাল ট্রেন (সাপ্তাহিক)** নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুযায়ী চলবেঃ

কলকাতা–নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল			(০৩১২৯) (০৩১৩০)	নিউ জলপাইগুড়ি–কলকাতা স্পেশাল		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
রবি	–	২৩.৪০	↓ কলকাতা	০০.৪০	–	মঙ্গল
সোম	০০.৫৫	০০.৫৭	ব্যান্ডেল	২৩.০৮	২৩.১০	সোম
	০৩.৩০	০৩.৩৫	আজিমগঞ্জ	১৯.৩০	১৯.৩৫	
	০৬.২০	০৬.৩০	মালদা টাউন	১৭.১০	১৭.২০	
	১০.৪৫	–	নিউ জলপাইগুড়ি ↑	–	১২.৪৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নৈহাটি, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, জঙ্গীপুর রোড, বারসোই, কিষাণগঞ্জ এবং আলুয়াবাড়ী রোড স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ কলকাতা থেকেঃ ০৩১২৯ঃ** ২৮/০৯/২০২৫, ০৫/১০, ১২/১০, ১৯/১০, ২৬/১০/২০২৫, ০২/১১, ০৯/১১, ১৬/১১, ২৩/১১ ও ৩০/১১/২০২৫ (রবিবার) = ১০ ট্রিপ এবং **নিউ জলপাইগুড়ি থেকেঃ ০৩১৩০ঃ** ২৯/০৯/২০২৫, ০৬/১০, ১৩/১০, ২০/১০, ২৭/১০/২০২৫, ০৩/১১, ১০/১১, ১৭/১১, ২৪/১১/২০২৫ ও ০১/১২/২০২৫ (সোমবার) = ১০ ট্রিপ। **গঠনঃ** এসি ৩–টিয়ার–৪, স্লিপার শ্রেণী–১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)–৬ এবং এসএলআরডি–২= ২২ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের (রেল মন্ত্রক) একটি উদ্যোগ)

ডেডীকেটেড ফ্রেট কোরীডোর

বিজ্ঞপ্তি নং. ০১/২০২৫-২০২৬-এর সংশোধনী
বিডিং-এর আহ্বানের জন্য (শুধুমাত্র ই-টেন্ডার)

বিষয়ক এনআইটি ২২-০৮-২০২৫ তারিখে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিডিং শুরুর তারিখ পরিবর্তনের জন্য অনুগ্রহ করে নিম্নরূপ একটি সংশোধনী জারি করা হয়েছে ঃ

বিবরণ	সংবাদপত্রে যেমন প্রকাশিত	এইভাবে পড়তে হবে
বিডিং শুরুর তারিখ	৩০.০৮.২০২৫	০৫.০৯.২০২৫

বিষয়ক এনআইটি-এর অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত রয়েছে। এটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে।

উপপ্রকল্প ব্যবস্থাপক/সিভিল/কলকাতা

দুধোরিয়া কনস্ট্রাকশন কোং. লিমিটেড
৫৩সি, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
সিআইএনঃ এল৫০১০১ডব্লু১৯৮১পিএলসি০৩৩৮২৫
ইমেলঃ prograssiveservicesindia@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.dudhoriaconstruction.in

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বরফ, বই বন্ধকরণ এবং ই-ভোটিং

ক) বার্ষিক সাধারণ সভা
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **দুধোরিয়া কনস্ট্রাকশন কোং লিমিটেডের** ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.০০ টায় এর নিবন্ধিত অফিস, ৫৩সি, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬-এ অনুষ্ঠিত হবে।
(খ) বই বন্ধ
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ১০ এবং এসইবিআই (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধি, ২০১৫ এর নিয়ম ৪২ অনুসারে পঠিত, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই **মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর,** ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
(গ) ই-ভোটিং
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর বিধান মেনে, সদস্যদের নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তে ই-ভোটিং করার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ই-ভোটিং সময়কাল ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯.০০টা থেকে শুরু হবে এবং ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বুধবার বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে। ই-ভোটিং এর ফলাফল কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার পরে ঘোষণা করা হবে।

দুধোরিয়ার পক্ষে
স্বা/- **পুনীতা শর্মা**
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

তারিখঃ ২৯.০৮.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:

1) NIT No.: X/099/033/2025-2026
Name of work: **Maintenance of passage near 2/120, 1/24C Sree Colony etc. in Ward No.-99, Br.-X.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : **₹ 2,49,983.13.** Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **90 days.**

2) NIT No.: X/099/035/2025-2026
Name of work: **Installation of design railing on existing planters along Baghajatin I-Block area in Ward No.-99, Br.-X.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : **₹ 2,69,840.29.** Earnest Money: **₹ 5,500.00**. Period of Completion: **30 days.**

3) NIT No.: X/099/032/2025-2026
Name of work: **Maintenance of Asphaltum Road near Premises No. 25 Jorabagan etc. in Ward No.-99, Br.-X.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : **₹ 2,46,697.31.** Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **90 days.**

4) NIT No.: X/096/19/2025-2026
Name of work: **Maintenance of Asphaltum Road near Premises - 169 Regent Estate, 3/63 Bijoygarh & different location etc. in Ward No.-96, Br.-X.** Estimated Value (incl. GST & CESS) : **₹ 2,97,976.57.** Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Time of Completion: **45 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **09.09.2025 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 3) and 10.09.2025 - 12 noon (for Sl. No. 4).** Date and Time of opening of Bid : **11.09.2025 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 3) and 12.09.2025 - 12 noon (for Sl. No. 4).** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in. (for Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil)/BR-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/030/25-26
Name of work: **Improvement of road by laying hot-mix at Arabindanagar-1 Bye Lane near Pre. No. 41/7 in Ward No.-143.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : **₹ 4,97,576.26.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

2) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/124/026/25-26
Name of work: **Maint. of road by laying jhama and hot-mix at Natun Pally Bye Lane Road, Netaji Pally Bye Lane Road, J. L. Sarani Bye Lane Road & Gournagar Bye Lane Road near Pre. No. 6, C/54, 222A & 21/4 in Ward No.-124 under Br.-XVI.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : **₹ 4,97,643.06.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

3) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/124/010/25-26/ UTTARAN
Name of work: **Const. of U. G. sewer at Purba Para Bye Lane Road slum area, near Pre. No. 78 in Ward No.-124.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : **₹ 3,96,901.17.** Earnest Money: **₹ 8,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

4) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/124/024/25-26
Name of work: **Development of C. C. Road at Gournagar Bye Lane Road, Vidyasagar Pally Bye Lane Road & Purba Para Bye Lane Road near Pre. No. 117/A, A/24 & 78, in Ward No.-124.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : **₹ 4,92,495.52.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **11.09.2025 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 4).** The Tender will be opened on : **13.09.2025 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **01.09.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 4).**

5) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/047/25-26
Name of work: **Dev. of C. C. Road at Ramjibanpur near Pre. No. 146/8 in Ward No.-142.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : **₹ 4,96,831.28.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **10.09.2025 - 12 noon.** The Tender will be opened on : **12.09.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **02.09.2025 - 5 p.m.**

6) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/038/25-26
Name of work: **Improvement of cement concrete road at Amritalal Mukherjee Road near Pre. No. 1101, Kenaram Ganguly Road near Pre. No. 21 and others in Ward No.-125.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : **₹ 3,57,132.00.** Earnest Money: **₹ 7,500.00**. Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **08.09.2025 - 12 noon.** The Tender will be opened on : **10.09.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2025 - 5 p.m.** The website: **https://etender.wb.nic.in. (for Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XV/136/017/2025-2026/R/P&S
Name of work: **Miscellaneous repairing work at Kheyali Play Ground & adjacent pond side park with allied works at N/H No. O-119, Fathepur 2nd Lane etc. in Ward No.-136, Br.-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : **₹ 4,26,786.20.** Earnest Money: **₹ 8,600.00**. Period of Completion: **120 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **09.09.2025 - 11 a.m.** Date and Time of opening of tender : **11.09.2025 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2025 - 5 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in.**

CORRIGENDUM

(1) NIT No. S_D/S-I/XV/139/57/25-26, (2) NIT No. S_D/S-I/XV/88/138/25-26 published in this Newspaper on **19.08.2025 (Key No. 889/25-26)** of **Sewerage & Drainage Department** (For Sl. No. 1 & 3) Last date Time of submission of Bid (online) should be read and please be extended **upto 05.09.2025 at 2 p.m.** instead of 27.08.2025 upto 2 p.m. (For Sl,. No. 1 & 2). All other details and terms & condition of tender would remain unchanged.

964/25-26

অফবিট

বিদেশে প্রথম তেরঙা উড়িয়েছিলেন, তাঁর সাহায্যেই পালিয়েছিলেন সাভারকর!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এ প্রায় এক শতাব্দীরও বেশি আগের কথা। তখন সারা ভারত জুড়ে স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে। ব্রিটিশ রাজের শাসন ভেঙে নিজের পতাকা উড়ানোর স্বপ্নে বিভোর ভারতবাসী। ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে, ১৯০৭ সালের ২১ আগস্ট। ভারতের মাটি থেকে বহু দূরে, জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে ঘটেছিল ইতিহাসের এক অনন্য মুহূর্ত - প্রথমবার বিদেশের মাটিতে উত্তোলিত হয়েছিল ভারতের 'জাতীয় পতাকা'। সেবছর আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে দেখা যায়, ভারতের নামে ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে। উপস্থিত ভিড়ের মধ্য থেকে প্রতিবাদে উঠে দাঁড়ালেন এক সাহসী নারী - ভিকাজি রুস্তম কামা, যিনি সবার কাছে পরিচিত মাদাম কামা নামে। নিজের ব্যাগ থেকে তিনি বের করলেন তেরঙ্গা পতাকা, এবং সেটিই সম্মেলনে ভারতের পতাকা হিসেবে উত্তোলিত হয়। উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে শুনলেন তাঁর কণ্ঠে এক গর্বিত ঘোষণা - দেখুন, এটাই ভারতের জাতীয় পতাকা! এই পতাকার নকশা পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় পতাকার অন্যতম স্বীকৃত নকশা হয়ে ওঠে। সেদিন থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতীয় স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে মাদাম কামার নাম অমর হয়ে যায়।

● নারীর অধিকার ও মানবমুক্তির লড়াই

মাদাম কামা আজীবন সমাজসেবা, মানবাধিকার ও নারীর অধিকার রক্ষায় নিবেদিত ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি তিনি নারীর ভোটাধিকার ও সমানধিকারের দাবিতে সরব ছিলেন। রাশিয়ানরা তাঁকে ডাকত 'ইন্ডিয়ান জোয়ান অফ আর্ক', আর ভারতীয়দের কাছে তিনি 'বিপ্লবের মা'। তিনি বলতেন, ভারত স্বাধীন হলে শুধু ভোটাধিকার নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। স্বাধীনতার পর ভারতীয় নারীরা ভোটাধিকার পেলেও বাস্তবে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা হতে বহু সময় লেগেছে।

● ব্যক্তিগত জীবনেও লেগেছিল বিপ্লবের ছোঁয়া

১৮৬১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর, তৎকালীন বম্বে (বর্তমান মুম্বই) শহরে এক ধনী পার্সি পরিবারে জন্ম ভিকাজির। পিতা সোরাবজি ফ্রামজি প্যাটেলের স্নেহের কন্যা তিনি। পড়াশোনা করেন আলেকজান্দ্রা গার্লস এডুকেশন ইনস্টিটিউটে। ১৮৮৫ সালে বিয়ে করেন আইনজীবী রুস্তমজি কামাকে। তবে তাঁদের দাম্পত্য ছিল আদর্শ ও রাজনৈতিক চিন্তায় দুই মেরুর মতো বিপরীত - রুস্তমজি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের সমর্থক, আর ভিকাজি ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী। পরবর্তীতে তিনি গড়ে তোলেন 'প্যারিস ইন্ডিয়ান সোসাইটি', যা বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহায়তা করত।

● মানুষের সেবায় নিবেদিত জীবন, নির্বাসিত-ও বটে

১৮৯৬ সালে ভয়াবহ প্লেগ মহামারীতে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। বিলাসিতা ত্যাগ করে সাদা অ্যাপ্রোন পরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে রোগীদের সেবা করতেন ভিকাজি। এই সময়েই তিনি মহামারীতে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য লন্ডনে গেলে প্রাণে বাঁচেন, কিন্তু সেখান থেকেও স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁর ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপে রুষ্ট হয়ে জানিয়ে দেয়, তিনি যদি এসব কাজ বন্ধ না করেন, তবে দেশে ফিরতে পারবেন না। কিন্তু মাদাম কামা আপস করেননি।

● সাভারকরকে পালাতে সহায়তাও করেছিলেন ভিকাজি

লন্ডনে তিনি সাভারকর, সেনাপতি বাপ্তের মতো বিপ্লবীদের সহযোগিতা করেন। সাভারকরের লেখা ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বইটি ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করেছিল। তবু ভিকাজি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করে সেটি গোপনে ভারতে ছড়িয়ে দেন। এর চেয়েও সাহসী পদক্ষেপ ছিল - লন্ডন পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া সাভারকরকে জেল থেকে পালাতে সাহায্য করা। তাঁর বিশ্বাস ছিল, স্বাধীনতার জন্য লড়াই মানেই পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকা, এবং সেই পরিবর্তন নারীদেরও সমানভাবে ছুঁয়ে যাওয়া উচিত।

● জীবনের শেষ অধ্যায়

৩৩ বছর বিদেশে থাকার পর অবশেষে দেশে ফেরার অনুমতি মেলে। ফিরে আসেন বম্বেতে। কিন্তু মাত্র ৯ মাস পর, ১৯৩৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনি দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু তাঁর আদর্শ বহু প্রজন্মের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রাণিত করেছে।

রাষ্ট্রপতির বিরোধিতা করে আদালতে যেতে পারে না রাজ্য। কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্টঃ রাজ্যের এক্তিয়ার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্ন তুলে দিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনও রাজ্য সরকার আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে না বলেই দাবি তাঁর। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থেকে এ কথা বলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা।

নেপাল হয়ে ঢুকতে পারে জইশ জঙ্গি! ভোটমুখী বিহারে জারি হাই অ্যালার্ট

পাটনা, ২৮ আগস্টঃ নির্বাচনপ্রস্তুত বিহারে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করেছে বিহার পুলিশ হেডকোয়ার্টার। গোয়েন্দা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসী সংগঠন জৈশ-ই-মহম্মদ-এর তিনজন সন্দেহভাজন সদস্য নেপাল সীমান্ত দিয়ে বিহারে প্রবেশ করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই তিনজন হলেন, হাসনাইন আলি (রাওয়ালপিন্ডি), আদিল হুসেন (উমেরকোট), মোহাম্মদ উসমান (বাহাওয়ালপুর)। সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ বিভাগের কাছে তাদের নাম, ছবি এবং পাসপোর্টের বিস্তারিত তথ্য পাঠানো হয়েছে। সীমান্ত জুড়ে নজরদারি ও তল্লাশি অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, তারা আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে কাঠমাণ্ডু পৌঁছেছে এবং তৃতীয় সপ্তাহে বিহারে প্রবেশ করেছে। নির্বাচন ঘিরে রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে। সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে ব্রিফিং সম্পন্ন হয়েছে। সব জেলা গোয়েন্দা ইউনিটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সন্দেহজনক কর্মকাণ্ড দ্রুত শনাক্ত করতে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে। পুলিশের আশঙ্কা, এই তিনজন দেশের কোনো অঞ্চলে বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলা চালাতে পারে। এটি একাকী ঘটনা নয় চলতি বছরের মে মাসে মাত্র ২০ দিনের মধ্যে বিহারে ঢুকেছিল ১৮ জন সন্দেহভাজন। তাদের মধ্যে একজনকে, যিনি খালিস্তানি সংগঠনের সদস্য, গ্রেফতার করা হয়। বিহারের নেপাল সীমান্ত ৭২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং বেশিরভাগ অংশ খোলা, যা এটিকে অনুপ্রবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। সীমান্তবর্তী সাতটি জেলা সরাসরি এই সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত, যা ২৪ ঘণ্টা নজরদারি রাখার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। কিশনগঞ্জ জেলার কাছাকাছি বাংলাদেশের সীমান্তও মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে। ভারত মোট সাতটি দেশের সঙ্গে স্থলসীমা ভাগ করে-চিন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার ও আফগানিস্তান। এছাড়াও, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতের সামুদ্রিক সীমাও রয়েছে। বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী এই সীমান্তগুলো রক্ষা করার দায়িত্বে নিয়োজিত। নির্বাচনের আগে সীমান্তে নজরদারি জোরদার এবং সম্ভাব্য সন্ত্রাসী অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের জন্য বিহার প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

আমেরিকার শুল্কের প্রভাব পড়বে না, ৪০ দেশে পোশাক রফতানি করবে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্টঃ ভারতের উপরে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভাবছেন, এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। রাশিয়াকেও চাপে ফেলা যাবে, আবার শুল্কের চাপে ভারতও মাথা নত করবে, নিজেদের লোকসান করেও আমেরিকার দেওয়া শর্তে বাণিজ্য চুক্তি করবে। তবে ট্রাম্পের এই পরিকল্পনা সফল হচ্ছে না আপাতত। ভারতের ঘাড়ে শুল্ক চাপাতেই এবার পাল্টা চাল দিচ্ছে নয়া দিল্লিও। আমেরিকার ৫০ শতাংশ শুল্কে ধাক্কা খাবে ভারতের বস্ত্র, গহনা, চামড়াজাত পণ্য ও সামুদ্রিক মাছের বাজার। তবে ভারত ইতিমধ্যেই আমেরিকার বিকল্প খুঁজতে শুরু করেছে। শোনা যাচ্ছে, ব্রিটেন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া সহ ৪০টি দেশের সঙ্গে ভারত যোগাযোগ করছে বস্ত্র বা টেক্সটাইল রফতানি বাড়াতে। জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন, নেদারল্যান্ড, পোল্যান্ড, কানাডা, মেক্সিকো, রাশিয়া, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকেও নতুন রফতানি বাজার তৈরি করার চেষ্টা করছে ভারত। সরকারি সূত্রে খবর, আমেরিকার বিকল্প হিসাবে এই ৪০টি দেশের কাছে ভারত যাবে। নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য, গুণমান ও উদ্ভাবনী চিন্তায় ভরপুর বস্ত্র রফতানিকারক হিসাবে তুলে ধরবে এই দেশগুলির কাছে। ভারত ২২০টি দেশে রফতানি করে। তবে এর মধ্যে ৪০টি দেশকেই মূল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকারী দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়। এই দেশগুলিতে মোট ৫৯০ বিলিয়ন ডলারের বস্ত্র রফতানি হয়, যার মধ্যে মাত্র ৫-৬ শতাংশ ভারত থেকে যায়। এই বাজারই এবার পোক্ত হাতে ধরতে চায় ভারত। এর জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হবে। আমেরিকার বসানো ৫০ শতাংশ শুল্কে ভারতের বস্ত্র রফতানি যেমন ধাক্কা খাবে, তেমন গ্রহরত্ন, গহনা, চিংড়ি মাছ, চামড়াজাত পণ্য, জুতো, বিভিন্ন কেমিক্যাল, ইলেকট্রিকাল ও মেকানিকাল মেশিনারি রফতানিও ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে। সব মিলিয়ে মোট ৪৮ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৪৮০ কোটি ডলারের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ২০২৪-২৫ সালে যেখানে ভারতের বস্ত্র সেক্টরের মোট আয় ছিল ১৭৯ বিলিয়ন ডলার, সেখানে ৩৭ বিলিয়ন ডলারই এসেছিল আমেরিকা থেকে। ভারত বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম বস্ত্র রফতানিকারক দেশ।

বৈষ্ণোদেবী দর্শনের আগেই ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু ৪ ভাইয়ের

জম্মু, ২৮ আগস্টঃ জম্মু ও কাশ্মীরের বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের পথে ভয়াবহ ধসে প্রাণ গেল এক পরিবারের চার ভাইয়ের। রাজস্থানের সুজানগড় (চুরু) ও নাগৌর জেলার বাসিন্দা ওই চার জন মঙ্গলবার দুপুরে অর্ধকুমারী মন্দিরের কাছে ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েন। এ ছাড়াও ধোলপুর জেলার তিন যুবক এখনও নিখোঁজ। প্রশাসন জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২৫০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হওয়ায় জম্মুর নানা এলাকায় একের পর এক ধস ও ফ্ল্যাশফ্লাডের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পরিবার সূত্রে খবর, মৃত চার ভাই ঘুরতে গেছিলেন কাশ্মীর। শ্রীনগরে বেশ কিছুদিন কাটানোর পর গেছিলেন বৈষ্ণোদেবী দর্শনে। কিন্তু মঙ্গলবার বিকেল ৩ টে নাগাদ অর্ধকুমারী মন্দির লাগোয়া ইন্দ্রপ্রস্থ ভোজনালয়ের কাছে আচমকাই পাহাড় থেকে বিশাল পাথর ও কাদা-মাটি নীচে নেমে আসতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে চাপা পড়েন চার জন। তাঁদের চিহ্নিত করা গিয়েছে,অরবিন্দ (৩৫), আনন্দ প্লাজা মার্কেট, সুজানগড়ের ব্যবসায়ী, অনিল (৪৩), নতুন বাজার, সুজানগড়ের ব্যবসায়ী ও অরবিন্দের দাদা গজনান্দ (৩২), সরোথিয়া বাজারের ব্যবসায়ী এবং সন্দীপ (৩৫), নাগৌরের ব্যবসায়ী। অরবিন্দ ও অনিল দুই ভাই এবং গজনান্দ ও সন্দীপ তাঁদের খুড়তুতো ভাই। স্থানীয় মহলে তাঁরা সকলে পরিচিত ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, পাহাড় থেকে ওইদিন হঠাৎই পাথর নেমে আসতে শুরু করে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই অনেকে চাপা পড়ে যায়। সবাই প্রাণ বাঁচাতে ছুটছিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ওই চার জন চাপা পড়ে যান। অন্যদিকে, ধোলপুর জেলার সম্পু শহরের পাঁচ যুবকও একই সময়ে ধসে চাপা পড়েন। জম্মু ফেরার পথে কিষণপুর-ডোমেল রোডের গর্নাই লোটা এলাকায় ধস নামায় প্রবল জলস্রোতে ভেসে যায় তিন জন। প্রাংশু, যশ এবং শিব এখনও নিখোঁজ। তবে আদিত্য এবং দীপক স্রোতের সঙ্গে ভেসে গিয়ে গাছ আঁকড়ে বেঁচে যান। এনডিআরএফ ও স্থানীয় পুলিশ তাঁদের উদ্ধারে নেমেছে। এই মুহূর্তে বৈষ্ণোদেবীর পথে দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ৩৪ ছাড়িয়েছে। রাজস্থানের একাধিক ভক্তও প্রাণ হারিয়েছেন। লাগাতার বৃষ্টি ও দুর্যোগের কারণে উদ্ধারকাজে সমস্যা হচ্ছে বলে জানাচ্ছে প্রশাসন। আবহাওয়া খরাপ ছিলই, সতর্কবার্তাও ছিল, তাও কেন পদক্ষেপ করল না প্রশাসন? বৈষ্ণোদেবীর ভূমিধস ও মৃত্যু মিছিল নিয়ে প্রশ্ন তুললেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তাঁর একটাই বক্তব্য, সব কিছু জানা সত্ত্বেও কেন বন্ধ হল না যাত্রা! মঙ্গলবার দুপুরে কাটরার অর্ধকুয়ারি অঞ্চলে এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৩৪ জনের। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ২০ জন। গত কয়েকমাসে কাশ্মীরে একাধিক বিপর্যয়, প্রথম থেকে পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রেখেছেন ওমর আবদুল্লা। তুলেছেন একাধিক প্রশ্ন। কেন সবকিছু জানা সত্ত্বেও আটকানো যাচ্ছে না দুর্ঘটনা। কেন সচেতন হচ্ছে না প্রশাসন! এক বেসরকারি সংবাদমাধ্যমকে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর সাফ বক্তব্য, ''যখন আমরা আগে থেকেই জানতাম ভারী বৃষ্টি আর মেঘভাঙার আশঙ্কা রয়েছে, তখন কি কিছু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল না? এতগুলো অমূল্য প্রাণ চলে গেল। আবহাওয়ার সতর্কবার্তা এসেছিল কয়েক দিন আগেই। তবুও তীর্থযাত্রীদের ট্র্যাকে উঠতে দেওয়া হল, কেন তাঁদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনা হল না?'' তাঁর কথায়, এখনই সময়, এ নিয়ে প্রশাসনকে জবাবদিহি করতে হবে। প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়েও। মাত্র দু'সপ্তাহ আগে কিশতোয়ারে ফ্ল্যাশফ্লাডের ঘটনায় শতাধিক তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। তখনও আবহাওয়া দফতর সতর্ক করেছিল বৃষ্টি ও সম্ভাব্য বন্যা নিয়ে। তবু যাত্রা থামানো হয়নি। এবারও একই অভিযোগ। প্রশাসনের তরফে অবশ্য গাফিলতির কথা মেনে নেওয়া হয়নি। উল্টে তাদের দাবি, আহতদের সর্বোচ্চ চিকিসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিংহ, যিনি বৈষ্ণোদেবী মন্দির ট্রাস্টের চেয়ারম্যানও, কাটরার নারায়ণা সুপারস্পেশ্যালিটি হাসপাতালে গিয়ে আহত তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রত্যেককে যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে, দুর্গত পরিবারের পাশে প্রশাসন থাকবে। পাশাপাশি রাজ্যের দুর্যোগকবলিত অঞ্চলগুলিতে জরুরি পরিষেবা দ্রুত চালু করার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। বিজেপির সাংসদ জুগল কিশোর শর্মা বলেন, ''আহতরা ভাল চিকিসা পাচ্ছেন। ১৪ জন এখনও হাসপাতালে ভর্তি। ৩৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। মৃতদের মরদেহ তাঁদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে মন্দির ট্রাস্ট।''

CHANGE OF NAME

I, Md Masadul Hossain (Old Name) S/O–Samad Sk resident of Vill-Nagrajole, Po-Nagrajole, Ps-Berhampore, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin- 742102 do hereby declared that I have changed my name from Md Masadul Hossain to Md Masadul Hasan and henceforth I shall be known as Md Masadul Hasan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Md Masadul Hasan & Md Masadul Hossain both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammed Habibur Rahman (Old Name) S/O–Md Nizamuddin Ahmed resident of Vill- Barua Uttar para , Po-Barua , Ps- Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742189 do hereby declared that I have changed my name from Mohammed Habibur Rahman to Md Habibur Rahman and henceforth I shall be known as Md Habibur Rahman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/08/2025. My name Md Habibur Rahman & Mohammed Habibur Rahman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Hasnabanu Mollick (Old Name) W/O–Mijad Mollick resident of Vill- Amarpur Uttarpara , Po-Dadpur , Ps- Rejinagar, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742189 do hereby declared that I have changed my name from Hasnabanu Mollick to Hasanbanu Mallik and henceforth I shall be known as Hasanbanu Mallik (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/08/2025. My name Hasanbanu Mallik & Hasnabanu Mollick both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Amijul Ali Shaikh (Old Name) S/O–Bablu Mondal resident of Vill- Birpur Paschimpara , Po- Birpur, Ps-Nakashipara, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741126 do hereby declared that I have changed my name from Amijul Ali Shaikh to Amijul Mondal and henceforth I shall be known as Amijul Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/08/2025. My name Amijul Mondal & Amijul Ali Shaikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I BULBULI BIBI SK MY FATHER OLD NAME MD MULUK CHAND MANDAL R/O TATLA UTTAR P ARA POST - TATLA, P'.S - DHUBULIA NADIA, DO HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHAGED MY FATHER NAME MD MULUK CHAND MANDAL (OLD NAME) TO MULOK CHAND MANDAL (NEW NAME) AND HENCE FORTH I SHALL BE KNOWN AS MULUK CHAND MANDAL IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT NO 3466 SWORN BEFORE THE JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS KRISHNAGAR COURT ON 19/8/25 MY FATHER MULUK CHAND MANDAL AND MD MULUK CHAND MANDAL IS SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I, MUNMUN HALDAR (Old Name) W/O NANI GOPAL HALDER Residing at Vill-Chikanpara, P.O.-Thakurnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743287 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MUNMUN HALDER (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 28-08-2025. MUNMUN HALDAR (Old Name) and MUNMUN HALDER (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, NANI GOPAL HALDAR (Old Name) S/O SUKUMAR HALDER Residing at Vill-Chikanpara, P.O.-Thakurnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743287 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as NANI GOPAL HALDER (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 28-08-2025. NANI GOPAL HALDAR (Old Name) and NANI GOPAL HALDER (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMAD HANIF (Old Name) S/O MOHAMMED GOLAM ALI Residing at Vill-Bara, P.O.-Choto Jagulia, P.S.-Duttapukur, District - North 24 Parganas, Pin - 743294 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MD HANIF (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 28-08-2025. MOHAMMAD HANIF (Old Name) and MD HANIF (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOSAMMAD SURAIYA PARVIN (Old Name) D/O MD HANIF Residing at Vill-Bara, P.O.-Choto Jagulia, P.S.-Duttapukur, District - North 24 Parganas, Pin - 743294 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SURAIYA PARVIN (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 28-08-2025. MOSAMMAD SURAIYA PARVIN (Old Name) and SURAIYA PARVIN (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nurjahan Begum wife of Sheik Abdullah, residing at 47C, Golam Jilani Khan Road, Kolkata – 700039, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Noorjahan Begum as declared before the Notary Public at Kolkata dated 27/08/2025. Nurjahan Begum and Noorjahan Begum both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sheik Irfan son of Sheik Abdullah, residing at 4A, Golam Jilani Khan Road, Block-J, 3rd Floor, Flat – 301, PO & PS – Tiljala, Kolkata – 700039, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Irfan as declared before the Notary Public at Kolkata dated 27/08/2025. Sheik Irfan and Sk Irfan both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Kader Mondal পিতা Late Ajijul Rahaman Mondal ঠিকানা Gangnapur, Dubli Paschim, Dubli, District - Nadia, Pin-741238, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 28-08-2025 এর Affidavit no 57/2025 দ্বারা যে আমার মৃত পিতা যিনি আগে পরিচিত ছিলেন নাম Ajijul Mondal (পুরাতন নাম) এখন থেকে Ajijul Rahaman Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলেন। আমার মৃত পিতা Ajujul Mondal (পুরাতন নাম) ও Ajijul Rahaman Mondal (নতুন নাম) একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Ali Akbar Hussain (Old Name) S/o Anowor Hossan Residing at Guma Satyajit Park, P.o - Guma, P.s - Ashok Nagar, District - North 24 Parganas, Pin-743704, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Md Ali Akbar Hussan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-08-2025. Ali Akbar Hussain (Old Name) and Md Ali Akbar Hussan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Salama Khatun (Old Name) D/o Abdur Rahim Residing at Guma Satyajit Park, P.o - Guma, P.s - Ashok Nagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743704, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Salma Khatun (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-08-2025. Salama Khatun (Old Name) and Salma Khatun (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Smita Ghosh (Old Name) W/o Soumya Ghosh Residing at 327/1A, G.T Road, P.o+ P.s - Bally, District-Howrah, Pin- 711201, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Rekha Ghosh (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Calcutta, vide affidavit no 197 Dated 01-07-2025. I declare that Smita Ghosh (Old Name) and Rekha Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nazamuddin (Old Name) S/o Abdul Karim Residing at T-254, Raja Bagan, Badartala, District - Kolkata Pin - 700044, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Md Nizamuddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-08-2025. Nazamuddin (Old Name) and Md Nizamuddin (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Reshma Bibi (Old Name) W/o Mohammad Sabir Ali Residing at Vill - Kantabani, P.o - Gobra, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin - 721441, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Reshma Khatun Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-08-2025. Reshma Khatun (Old Name) and Reshma Khatun Bibi (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Hanif Khan (Old Name) S/o Sariph Khan Residing at Vill - Kantabani, P.o - Gobra, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin - 721441, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Hanif Khan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-08-2025. Sk Hanif Khan (Old Name) and Hanif Khan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Joynal Mollick S/o Abdul Odud Mallick Residing at Vill+P.o - Alipur, P.s - Dadpur, District - Hooghly, Pin - 712305, West Bengal India shall henceforth be known as Joynal Mallick. I declare that Joynal Mollick and Joynal Mallick is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-08-2025.

CHANGE OF NAME

I, Safikul Mollick S/o Joynal Mallick Residing at Vill+P.o - Alipur, P.s - Dadpur, District - Hooghly, Pin - 712305, West Bengal India shall henceforth be known as Safikul Mallick. I declare that Safikul Mollick and Safikul Mallick is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-08-2025.

CHANGE OF NAME

I, Md Jibril Khan alias Md Jibrail Khan S/o Gulmir Khan Residing at 38/E, Watgunge Street, P.o - Khiddirpore, P.s - Watgunge, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal India shall henceforth be known as Jibrail Khan. I declare that Md Jibril Khan, Md Jibrail Khan and Jibrail Khan is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-08-2025.

CHANGE OF NAME

I, Abid Hossain (Old Name) S/o Rahamat Hussain Residing at 2/1, Tiljala Place, P.o - Circus Avenue, P.s - Karaya, District- Kolkata, Pin- 700017 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Abed Hussain (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, vide affidavit no 45093 Dated 28-07-2025. I declare that Abid Hossain (Old Name) and Abed Hussain (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, সৈয়দ নাফিসুল, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার জন্ম সনদে আমার মায়ের নাম ভুলবশত রাখিজা বেগম হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা সঠিক নয়। আমার মায়ের সঠিক নাম হলো পাকিজা বিবি, স্বামী সৈয়দ নুরুল হোদা। এই সংশোধন অ্যাফিডেভিট নং ৪৬৮৫, তারিখ ১২.০৮.২০২৫, যা বোলপুর আদালতের বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট শপথপত্রআকারে দাখিল করা হয়েছে, তার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। অতএব, অদ্যাবধি হতে আমার মায়ের সঠিক নাম সর্বত্র পাকিজা বিবি হিসেবে গণ্য ও রেকর্ডভুক্ত হবে।

Name Change

I, Kalipada Giri Das son of Binod Giri,residing at Vill & PO – Madanganj, PS- Namkhana, Dist: South 24 Parganas,Pin:-743357, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Kalipada Giri as declared before the Ld 1st Class Judicial Magistrate at Kakdwip, South 24 Parganas, vide affidavit No. 10938 dated 29/11/2021. Kalipada Giri Das and Kalipada Giri both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Abdus Samad (Old Name) S/O–Haru Sk resident of Vill-Nagrajole , Po-Nagrajole , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742102 do hereby declared that I have changed my name from Md Abdus Samad to Samad Sk and henceforth I shall be known as Samad Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Samad Sk & Md Abdus Samad both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Nazir (Old Name) S/O–Let Idrish Sk resident of Natungram Madhyapara, Natungram, Ps-Kandi , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742140 do hereby declared that I have changed my name from Sk Nazir to Sk najir and henceforth I shall be known as Sk Najir (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/08/2025. My name Sk Najir & Sk Nazir both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Noorbanu Begam (Old Name) W/O–Golam Kibria resident of Vill- Chhoto Goga , Po-Labpur , Ps-Labpur , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin- 731303 do hereby declared that I have changed my name from Noorbanu Begam to Nurbanu Begam and henceforth I shall be known as Nurbanu Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/08/2025. My name Nurbanu Begam & Noorbanu Begam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Najimuddin Sk (Old Name) S/O–Mukajuddin Sk resident of Vill- Gudhia Majharipara, Po- Gudhia, Ps- Murshidabad, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Md Najimuddin Sk to Najimuddin Sk and henceforth I shall be known as Najimuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Najimuddin Sk & Md Najimuddin Sk both are same and one identical person.

Name Change

I,Serajul Sk (Old name) S/o-Md Fajle hoque, Resident at, Vill-Durlobpur, Po-Kumarshanda, Ps-Kandi, Dist-Murshidababad,742136West Bengal, I have changed my name Sirajul Hoque (New name) I shall be known as Sirajul Hoque vide affidavit before the Notryat Berhampore on 27/08/2025 Sirajul Hoque and Serajul Sk same and one identical person.

Name Change

I, Monar Seikh (Old name) S/o-Mokid Sekh, Resident at, Vill & Po-Jasohari, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, 742147 West Bengal, I have changed my name Munar Sekh (New name) I shall be known as Munar Sekh affidavit before the Notry at Berhampore on 27/08/2025 Monar Seikh and Munar Sekh same and one identical person.

প্রাথমিক শিক্ষকদের পদোন্নতি নীতি পরিবর্তন ও হেলথ স্কিম দাবিতে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন জানালেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

তনয় কুমার মিশ্র, মালদা, ২৮ আগস্ট ঃ প্রাথমিক শিক্ষকদের পদোন্নতি নীতি পরিবর্তনের ও হেলথ স্কিমের দাবিতে শিক্ষামন্ত্রীর দারস্থ হলো তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। তৃণমূলের এই শিক্ষক সংগঠনে প্রধান শিক্ষকদের অতিরিক্ত গ্রেট সহ আগামী দিনে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের ১০--১৮---২০ বছর চাকরির পর পরবর্তী উচ্চতর স্তরে পদায়তির সুবিধা প্রদানের জন্য আবেদন জানান। যা বর্তমানে কেবল ১৮ বছর চাকরি করলে শিক্ষকেরা পায়। ওই শিক্ষক সংগঠনের দাবি পদোন্নতি নীতিতে বযোজ্যেষ্ঠতা নিশ্চিত করে দক্ষতা ও সিনিয়রটি অনুযায়ী পদোন্নতির অগ্রাধিকার দেওয়া। বিশেষ করে এস আই, মাধ্যমিক , উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাথমিকের শিক্ষকদের যোগ্যতার ভিত্তিতে সংরক্ষণ সহ একাধিক দাবি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে লিখিতভাবে চিঠি দিয়েছেন তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক সমিতির রাজ্য সভাপতি পলাশ সাধুখা ২৮ আগস্ট শিক্ষকদের একাধিক দাবি দেওয়া নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারস্থ হন। শিক্ষকদের পদোন্নতি ছাড়া আগামী দিনের যেন ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের আয়ত্তায় আনা যায় সেই বিষয়টি জানায়। সংগঠনের অভিমত যে এই বিষয়গুলি তারা ২০২৩ এর রাজ্য শিক্ষানীতিতে ইতিমধ্যে অন্তর্ভুক্তি করেছেন। শিক্ষকদের এই দাবিদাওয়া গুলো সংগঠিত করতে সংগঠন আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বিভিন্ন জেলায় জেলা কমিটি গঠন করে সংগঠন চাইছে আগামী দিনে শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াতে। সম্প্রতি এই বিষয় নিয়ে মালদা জেলাতে গঠন হয়েছে জেলা কমিটি। নবনির্বাচিত জেলা কমিটির শিক্ষকদের একাধিক দাবি-দাওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি বাসন্তী বর্মনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। শিক্ষকদের দাওয়া কি কি কাজ করা যায় সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় উভয়পক্ষের মধ্যে। তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের মালদা জেলা সভাপতি সাইফুল আহমেদ জানিয়েছেন আগামী দিনে রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে আমাদের সংগঠন শিক্ষকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে লড়াই করে যাবে। শিক্ষকদের দাবি দাওয়া কেবলমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পূরণ করতে পারবে , অন্য কেউ নয়। শিক্ষকদের দাবি দাওয়া ও তৃণমূলকে শক্তিশালী করতে মালদা জেলায় শিক্ষক সংগঠনকে নতুন করে সাজানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক সমিতির রাজ্য সভাপতি পলাশ সাধুখাঁ জানিয়েছেন বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষকদের পক্ষে একাধিক কাজ করেছেন। বর্তমানে শিক্ষকেরা মাস পয়লা বেতন পান। তবুও আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষক জাতির জন্য কিছু আবদার জানিয়েছি। আশা করব মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আমাদের এই আবদার গুলো বিবেচনা করবে। শিক্ষকেরা হেডমাস্টার ছাড়া আর কোন প্রমোশন পাই না। আর একটা প্রমোশন নীতি নেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের আয়ত্তাই আনার জন্য আমরা আবেদন জানিয়েছি।

গোরখপুর বি.আর.ডি মেডিকেল কলেজের গোর্খপুর মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডঃ গগন গুপ্তকে সমাজ ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ২৫ বছর ধরে অসাধারণ কাজের জন্য সর্বভারতীয় ভোজপুরী সমাজ কর্তৃক সম্মানিত করা হয়েছে। ভোজপুরী মহাসংঘ আয়োজিত ডেপুটি সি.এম (ইউ.পি.) মিঃ ব্রিজেশ পাঠক তাকে একটি শাল এবং একটি স্মারক উপহার দিয়েছেন। সম্মাননা গ্রহণের পর ডঃ গগন বলেন যে এই সম্মাননা কেবল তার নয় বরং সমাজসেবা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাকে সমর্থনকারী সকল বন্ধু এবং সহকর্মীদের স্মৃতি। ভোজপুরী সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত এই সম্মাননা ভবিষ্যতেও তার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে এবং তিনি পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে রোগীদের সেবা এবং সমাজসেবা চালিয়ে যাবেন।

কলেজ গড়ার জন্য ৪০ কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ দার্জিলিং পাহাড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদক সংস্থা ন্যাশনাল হাইড্রো ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এই কলেজটি তৈরি করবে বলে স্থানীয় সাংসদ রাজু বিস্ত জানিয়েছেন। উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে ২০১৫ সালে জিটিএ-র তৎকালীন চিফ এক্সিকিউটিভ বিমল গুরুং পাহাড়ে প্রস্তাবিত এই কলেজটির শিলান্যাস করেছিলেন।

আমমোক্তার খোয়ানো

[illegible]

[illegible]
এডভোকেট
হাওড়া জাজেস কোর্ট

NARUGRAM GRAM PANCHAYAT
(Raina-I Panchayat Samity)
NOTICE INVITING e-TENDER
No.::WB/BWN/NARU/NGP/2025-26/05
E-Tender are invited by the Prodhan, Narugram Gram Panchayat Raina-I Panchayat Samity,for 2(Two) different works. **TENDER ID – (1) 2025_ZPHD_892276_1, (2) 2025_ZPHD_892276_2** . For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Narugram Gram Panchayat

OFFICE OF THE
CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT
Vill:Chara Panchla, P.O.:Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322
E-Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 07(Seven) nos. of Schemes (New Construction of CC Road), Fund: CFC vide Memo No.- CPGP/321/XVFC/ UNTIED/ NIT/2024-2025. Last date of submission of Bid up to 04.10 PM on 11/09/2025. Date of opening of Bid on 11/09/2025 at 04.10 PM. Detail information available in website https://wbtenders.gov.in and at this GP Office during the working hours.
Sd/- Pradhan
Chara Panchla Gram Panchayat,
Panchla, Howrah.

Office of The Block Development Officer
Balarampur Development Block, Purulia
PO-Rangadih, PS-Balarampur, Pin-723143
NOTICE INVITING E-TENDER No. WB/BDO/BLR/NIeT-12/2025-26, Dated-28.08.2025
E-Tender are invited by the undersigned from the bonafied contractor for Construction of ACR building under Balarampur Development Block. Period for downloading of bid documents **29.08.2025 from 10:00 A.M up to 11.09.2025 at 6:00 PM** and the time & date of opening of Technical bid on **15.09.2025 at 11 A.M.** The financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the last date for submission of bid documents.
Sd/- Block Development Officer
Balarampur Development Block

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু একই পরিবারের ৪ জনের

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৮ আগস্ট ঃ মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা রামপুরহাটে। মৃত্যু হল এক শিশু-সহ পরিবারের চারজনের। বুধবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট থানার আটলা গ্রাম থেকে মহুলা যাওয়ার রাস্তায়। মল্লারপুর থানার মহুলা গ্রামে ঢোকার আগে বড় দিঘির কাছে পাথর বোঝাই ট্রাক্টরের সঙ্গে টোটোর সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় রামপুরহাট থানার জয়রামপুর গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃতেরা হলেন পথিক লেট (৪৫), কার্তিক লেট, পমি লেট (১৯) ও পমির শিশু কন্যা ইশা লেট (৬)। পথিক লেটের বাড়ি রামপুরহাট থানার জয়রামপুর গ্রামে। তাঁর মেয়ে পমির শ্বশুরবাড়ি মোল্লারপুর থানার মহুলায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পথিক নিজের টোটো চালিয়ে এ দিন সন্ধ্যায় মেয়ে ও জামাই-সহ কয়েকজনকে মেয়ের ননদের বাড়ি রামপুরহাট থানার কৌড়বেলা গ্রাম থেকে মহুলায় নিয়ে যাচ্ছিল। মহুলায় ঢোকার পথে বেপরোয়া গতিতে একটি পাথর বোঝাই ট্রাক্টর সোজা ধাক্কা মারে টোটোটিকে। ঘটনাস্থলেই বাবা ও মেয়ের মৃত্যু হয়। টোটোয় যাত্রা করা প্রত্যেকেই জখম হন। তাদের উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ছ'বছরের শিশু কন্যা ইশার মৃত্যু হয়েছে। বাকি তিন জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে বর্ধমান মেডিক্যালে পমি লেটের স্বামী কার্তিকের মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন মৃত মহিলার তিন বছরের শিশু কন্যা ঐশী লেট ও মৃতা মহিলার মা রিনা লেট। পুলিশ সূত্র জানা যায়, ঘাতক ট্রাক্টরটি আটক করা হয়েছে। যদিও চালক পলাতক। তার খোঁজ চলছে।

প্রকৃতির প্রতি রোটারি ক্লাব দুর্গাপুর সেন্ট্রাল কৃতজ্ঞতাঃ মাছের বীজ মুক্তির উদ্যোগ

দুর্গাপুর, ২৮ আগস্ট ঃ পরিবেশগত ভারসাম্য পুনরুদ্ধার এবং পরিবেশগত স্থিতিশীলতার প্রচারের আন্তরিক

প্রয়াসে রোটারি ক্লাব দুর্গাপুর সেন্ট্রাল ব্যাক টু নেচার নামে একটি অর্থবহ প্রকল্প চালু করেছিল, যেখানে নিকটবর্তী দুর্গাপুর ব্যারেজ জলাধারে হাজার হাজার মাছের বীজ প্রবাহিত করা হলো । এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হ'ল জলজ বাস্তুতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করা, জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা এবং মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবিকা সমর্থন করা। খাদ্য শৃঙ্খলা ভারসাম্য বজায় রেখে এবং জলের গুণমান উন্নত করে জলাশয়ের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে মাছগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এই পদক্ষেপটি প্রকৃতি রক্ষার একটি ছোট তবে কার্যকর উপায়। এই অনুষ্ঠানে রোটারি ক্লাব দুর্গাপুর সেন্ট্রালের সদস্যরা, রোটারিয়ান মানতার সিং, রোটারিয়ান বীরেন মন্ডল, রোটারিয়ান ছাগান প্যাটেল, রোটারিয়ান অনুজা আগরওয়াল, রোটারিয়ান সঞ্জয় সেহগাল, রোটারিয়ান সুব্রতা চ্যাটাজী, রোটারিয়ান সন্দীপ ভট্টাচার্য্য, রোটারিয়ান তপস দত্ত, রোটারিয়ান অভিজিত নিয়োগী এবং অন্যান্য সদস্যরা অংশ নিতে এসেছিলেন। রোটারি ক্লাবের রোটারিয়ান সঞ্জয় সেহগালের সৌজন্যে মাছের চারা ব্যাবস্থা করা হয়েছিল। এটি প্রকৃতির প্রতি রোটারি ক্লাব দুর্গাপুর সেন্টারের অংশীদারিত্বের দায়িত্ব এবং আগত প্রজন্মের জন্য পৃথিবী সংরক্ষণে সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের গুরুত্বকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। প্রকল্পটি কেবল দুর্গাপুর শহরের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য রোটারির প্রতিশ্রুতির প্রতীক নয়, অন্যকে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের পুষ্টি এবং সুরক্ষার দিকে ছোট তবে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতেও অনুপ্রাণিত করে। আশা করা যায় যে এই উদ্যোগটি পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কে দুর্গাপুরের বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়িয়ে তুলবে।

প্লাস্টিক সামগ্রীর দাপটে হারিয়ে যাচ্ছে মোড়া শিল্প

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ২৮ আগস্ট ঃ প্লাস্টিক সামগ্রীর দাপটে

আজও ঐতিহ্যবাহী মোড়া শিল্প বাঁচিয়ে রাখতে মরিয়া দুর্গাপুরের মোড়া শিল্পীরা। বাঁশ দিয়ে তৈরি ঐতিহ্যবাহী মোড়ার বর্তমানে কদর থাকলেও খাটনির মূল্য দিতে নারাজ ক্রেতারা, দাবি শিল্পীদের। দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের প্রতাপপুরে আজও কয়েকশো মোড়া শিল্পী রয়েছেন। যাঁরা বংশ পরম্পরায় আজও মোড়া-সহ বেতের নানান রঙবেরঙের সামগ্রী তৈরি করে চলেছেন বাঁশ দিয়ে। শিল্পীদের দাবি, সরকারি সহযোগীতা থাকলে ওই হস্তশিল্প আরও চাঙ্গা হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই মিলেছে সরকারি প্রশিক্ষণ। ব্লক প্রশাসনের দাবি, ওই হস্তশিল্প বাঁচিয়ে রাখতে নানান পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে প্রচেষ্টা চলছে। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার গঠন হতেই ওই শিল্পীরা তাঁদের মোড়া শিল্প নিয়ে নতুন করে রোজগারের দিশা দেখেন। রাজ্য সরকার গ্রাম্য এলাকার অর্থনীতি চাঙ্গা করতে হস্তশিল্প ও কুটির শিল্প-সহ ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলির উপর প্রাধান্য দিচ্ছে। এলাকার মহিলাদের স্বনির্ভর করতে তাঁদের নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী করে নানান কাজে যুক্ত করা হয়। বিডিও অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায় বলেন, মোড়ার পাশাপাশি বাঁশের তৈরী নানান গৃহসজ্জার জিনিসপত্র যাতে তাঁরা তৈরী করেন সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এগুলি বিক্রির জন্য আমরা মেলার আয়োজন করে থাকি। ইসিএলের পরিত্যক্ত কয়লা খনির জমিতে ও বন দফতরের জমিতে বাঁশ চাষের জন্য আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। মোড়া শিল্পীরা বলেন, আমাদের বাদ্যকর পাড়ার বাসিন্দাদের চাষের জমি নেই। এছাড়াও কয়লা খনি অঞ্চল হওয়ায় চাষও কম হয়। সেই কারণে বাদ্যকর পাড়ার বাসিন্দাদের মোড়া শিল্পের উপর ভরসা করেই জীবন-জীবিকা চলে।

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল শ্রী প্রদীপ তারন পিং- শশধর তারণ মহাশয় গত ইংরাজি ১৮।২।০৮ তারিখে D.S.R. হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত। বুক নং-4, বিয়িং- 189 মালতী দাস w/o - দিবাকর দাস নিকট হইতে জগদীশপুর মৌজায় জে এল নং- ০২, থানা-লিলয়া জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কারোর কোনপ্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালি, জগাছা BL.RO অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

রঙিন কাগজ দিয়ে ২৪ ইঞ্চির এক অপূর্ব দুর্গামূর্তি বানিয়ে তাক লাগালো সোহম

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ আগস্ট ঃ দুর্গাপুজো মানেই আলোর ঝলকানি, ঢাকের আওয়াজ, আর চোখজুড়ানো প্রতিমা। কিন্তু প্রতিমা বলতে শুধু মাটি আর বিচলিতে গড়া দেবীমূর্তি নয়- এ কথা প্রমাণ করে চলেছে শান্তিপুর মিউনিসিপাল হাইস্কুলের ছাত্র সোহম দে। কেবল রঙিন কাগজ দিয়ে ২৪ ইঞ্চির এক অপূর্ব দুর্গামূর্তি বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সে। ২০২৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা সোহম বর্তমানে ডাক্তারি পরীক্ষার পড়াশোনায় ব্যস্ত, শান্তিপুরেরই বাসিন্দা। মা গৃহবধূ এবং বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই তার হাতের কাজে ছিল আলাদা একটা টান। যখন সে ক্লাস ফাইভে পড়ে, তখন প্রথম দুর্গামূর্তি বানায় -পিচবোর্ড ব্যবহার করে। তারপর ধাপে ধাপে নিজের শিল্পকর্মে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করতে থাকে। পুরনো খবরের কাগজ থেকে শুরু করে রঙিন কাগজ-সবকিছু দিয়েই তৈরি করেছে সে একের পর এক প্রতিমা। সোহম নিজেই দুর্গাপুজো করে, আর সেই কারণেই প্রতিবছর নিজের পুজোর জন্য নিজেই মূর্তি বানায়। এবছরের মূর্তিটি বানানো শুরু করেছে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে, আর পুজোর আগে পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে পুরো কাজ শেষ করতে। কারণ, পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে, হাতে পাওয়া সময়েই সে এই কাজটি করে। এই বছর যে মূর্তিটি বানাচ্ছে, তার উচ্চতা প্রায় ২৪ ইঞ্চি। কাঠামো থেকে শুরু করে প্রতিটি অংশ শুধুই কাগজ দিয়ে তৈরি। এমনকি কাঠ বা বাঁশের পরিবর্তে কাঠামোও বানিয়েছে কাগজ দিয়ে। এটি একদিকে যেমন

পরিবেশবান্ধব, অন্যদিকে তেমনি সহজে ব্যবস্থাপনাযোগ্য। ভবিষ্যতে সে চায় ফেলে দেওয়া বা পরিত্যক্ত জিনিস দিয়েও মূর্তি তৈরি করতে, যাতে করে পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও পৌঁছে দেওয়া যায় সমাজে। তবে শুধু নিজের জন্যই নয়, সম্প্রতি এক দিদার আবদার রাখতে একটি প্রতিমা বানিয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছে সে। এভাবেই ধীরে ধীরে তার কাজ ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশে। ছোটবেলায় দুর্গা ছাড়াও কালীমূর্তি বানাতো সে, যদিও সেগুলোর আকার ছিল ছোট। কিন্তু বর্তমানে সে মনোনিবেশ করেছে দুর্গামূর্তি তৈরিতেই। শিল্পচর্চার পাশাপাশি পড়াশোনায়ও মনোযোগী এই যুবক। বাবার অনুরোধে এবছর সে নিট পরীক্ষাও দিয়েছে, যদিও কাউন্সিলিংয়ের জটিলতার কারণে এবছর ফল মেলেনি। আগামী বছর ফের পরীক্ষায় বসবে সে। এছাড়াও খেলাধুলাতেও আগ্রহ আছে তার, তবে মাঠে সময় দেওয়া হয়ে ওঠে না প্রতিদিন, কারণ মূর্তি বানানোর কাজ এবং পড়াশোনা দুটোই চালিয়ে যেতে হয় তাকে। সোহম দে-র এই কাগজের দুর্গা শুধুই এক শিল্পসৃষ্টি নয়, বরং পরিবেশবান্ধব ভাবনার এক মূর্ত প্রতীক। তার মত তরুণদের হাত ধরেই আগামী প্রজন্ম পাবে নতুন পথের দিশা, যেখানে শিল্প, সংস্কৃতি এবং পরিবেশ-তিনটি বিষয়ই হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যাবে। শুধু প্রতিমা নির্মাণই নয় সমস্ত ধরনের সাজসজ্জা সে করে থাকে রঙিন এবং চকচকে নানাবিধ কাগজ দিয়েই। তবে সোহমের এই সৃজনশীলতা সামাজিক মাধ্যমে এখন চর্চার বিষয়। বিশেষ করে ঘর সাজানোর সামগ্রী হিসেবে এত হালকা এবং সহজে প্রতিস্থাপনযোগ্য মূর্তি সবার কাছেই আগ্রহের বিষয়।

পরীক্ষাকেন্দ্রে ভেঙে পড়ল ছাদের একাংশ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ আগস্ট ঃ পরীক্ষা চলাকালীন ভেঙে পড়ল স্কুলের ছাদের চাঙর। অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন প্রধান শিক্ষক। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান ১ ব্লকের বাঘাড় ১ পঞ্চায়েতের জিয়াড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ওই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণির পরীক্ষা চলছিল। প্রায় ১৫ জন পড়ুয়া পরীক্ষায় বসেছিল। পরীক্ষা নিচ্ছিলেন প্রধান শিক্ষক শেখ আসগর আলি। হঠাৎ করেই সিলিং থেকে কংক্রিটের চাঙর ভেঙে পড়ে তাঁর একেবারে সামনের দিকে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান শিক্ষক। ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে অন্যান্য শিক্ষকরা ছুটে এসে পরিস্থিতি সামাল দেন। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকরা হাতুড়ি দিয়ে ভগ্নপ্রায় অংশ ভেঙে ফেলছেন, যাতে নতুন করে বিপদ না ঘটে। প্রধান শিক্ষক শেখ আসগর আলি জানান, আমাদের স্কুল অনেক পুরোনো। বেশ কিছু অংশ ভগ্নপ্রায়। সংস্কারের টাকা এসেছে এবং কাজ শুরু হয়েছে। তবে যে অংশে কাজ হয়নি, সেখান থেকেই এই দুর্ঘটনা। আজ বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। এই বিষয়ে সদর পশ্চিম চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ললিতা নমতীর্থের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও সাড়া মেলেনি। জেলা স্কুল পরিদর্শক (প্রাথমিক) প্রলয়েন্দু ভৌমিক বলেন, ঘটনা নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। রিপোর্ট পেলে বিস্তারিত জানানো হবে।

OFFICE OF THE
DAHAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ
DEV BLOCK
PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: dahaparagp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NITe) No: 04/DGP/15TH FC/2025-26, Dated: 28-08-2025.** The last date for Online submission of tender **04-09-2025 up to 11:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

DEULPUR GRAM PANCHAYAT
Panchla, Howrah-711411
NOTICE INVITING TENDER No. (1) ENIT/1/DGP/2025-26 TO ENIT/9/DGP/2025-26, Date: 29.08.2025
Online Tender is invited from the experienced and resourceful bonafide bidders for execution of different works. Bid submission date from **29.08.2025 from 11 AM up to 08.09.2025 at 2 pm.** Date of Opening of Technical Bid on **10/09/2025 at 02.00PM**. For more details please visit:- **https://wbtenders.gov.in** or visit the office of the undersigned.
Sd/-Pradhan
Deulpur Gram Panchayat

LODNA GRAM PANCHYET
KAPSIT::PURBA BURDWAN
(Under Khandaghosh Panchayat Samity)
e-tender are invited by the Prodhan, Lodna GP from bonafied and experience contractors for COLLECTION OF TOLL, CC DRAIN & INTALLATION OF SUBMERSSIBLE, PURCHASE OF TUBE WELL MATERIAL UNDER LODNA GP from 15th FC Tied and OSR Fund 2025-2026. Vide NIT Memo No-LGP/400, LGP/401, LGP/402, LGP/404, LGP/405 Date-27/08/2025, For further details please visit **http://wbtendar.gov.in** portal.
Sd/-Prodhan
LODNA Gram Panchayat

বিপুল পরিমাণ মদ সহ যুবক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ির প্রধান নগর থানার পুলিশ বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃত যুবকের নাম শিবু পাল (২৫)। সে শিলিগুড়ির ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। জানা গেছে, বুধবার রাতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রধান নগর থানার পুলিশ এসএনটি বাস স্ট্যান্ডের কাছে অভিযান চালিয়ে যুবককে আটক করে। এরপর পুলিশ তাকে তল্লাশি করে তার কাছ থেকে একটি ব্যাগে ৪৮ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করে। এরপর পুলিশ অভিযুক্ত শিবু পালকে গ্রেফতার করে। প্রধান নগর থানার পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে।

বনবিভাগে মৃত্যু হস্তি শাবকের

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর , ২৮ আগস্ট ঃ মেদিনীপুর বনবিভাগে মৃত্যু হলো এক হস্তি শাবকের। বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর বনবিভাগের আড়াবাড়ি রেঞ্জের মিরগা বিটের অধীন শালবনী ব্লকের মিরগার জঙ্গল থেকে ওই হস্তি শাবকের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় শোকস্তব্ধ জঙ্গলমহলবাসী। বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের পরে হস্তি শাবকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। বুধবার রাতেই কমবেশি ৫০ টি হাতির পালকে শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের পিছনের মাঠে চরতে দেখা যায়। ভোরের দিকে তারা মিরগার জঙ্গলে ঢোকে। ওই দলেরই একটি শাবকের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে বনকর্মীরা মনে করছেন, বেশি খাবার খেয়ে ফেলায় হস্তি শাবকের মৃত্যু হয়েছে।

বর্তমানে প্লাস্টিক জাতীয় জিনিসপত্রের ব্যবহারের ফলে চাহিদা হারিয়েছে বেতের জিনিস

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ আগস্ট ঃ রেশম শিল্পের বাজার বৃদ্ধি পেলেও চাহিদা কমেছে রেশম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এক বিশেষ হস্তশিল্পীদের। বর্তমান আধুনিক যুগে একাধিক যান্ত্রিক পদ্ধতির দাপটে রেশম চাষে ব্যবহার কমছে বাঁশের তৈরি একাধিক জিনিসপত্রের। অথচ এক সময় গ্রামে গ্রামে ঘাই মেশিনের মাধ্যমে ঘরোয়া পদ্ধতিতে চাষ হতো রেশমের। তবে আধুনিকতার দাপটে কলকারখানায় রেশম চাষের ক্ষেত্রে সহজ হয়েছে প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতি। যার ফলে গ্রাম্য পদ্ধতি ছেড়ে সেই কলকারখানায় রেশম চাষে আগ্রহ বাড়ছে রেশম শিল্পীদের। এতে রোজগার বেড়েছে রেশম শিল্পীদের। অন্যদিকে রেশম চাষের উপর নির্ভরশীল বাঁশের উপকরণ প্রস্তুতকারক হস্তশিল্পীদের প্রয়োজনীয়তা দিনে দিনে কমছে। চন্দ্রাকি, ডালা, ঝুড়ি, বাঁশের ট্রে ইত্যাদি বাঁশের তৈরি উপকরণ একসময় রেশম চাষে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। আর এই উপকরণ তৈরি করেই যথেষ্ট ভাল রোজগার করতেন হস্তশিল্পীরা। তবে বর্তমানে প্লাস্টিক জাতীয় জিনিসপত্রের ব্যবহারের ফলে চাহিদা হারিয়েছে এই উপকরণগুলি। যার ফলে সমস্যায় পড়েছেন হস্তশিল্পীরা। এই প্রসঙ্গে এক হস্তশিল্পী বলেন, আগে এই কাজ করে আমাদের ভাল রোজগার হত। কিন্তু বর্তমানে জেলার রেশম শিল্পীরা ভিন রাজ্যের রেশমের কলকারখানায় কাজ করতে চলে যাচ্ছে। যার ফলে ক্রমশ বাঁশের তৈরি উপকরণের চাহিদা কমছে। এই কাজ করে আগের মত রোজগার হচ্ছে না। ভিন রাজ্যে কাজে যেতে না পারায় পেটের দায়ে বাড়িতে বাধ্য হয়ে এই কাজ করতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মালদহ মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, রেশম শিল্পীদের জন্য রাজ্য সরকারের একাধিক স্কিম রয়েছে। এই স্কিমগুলোর মাধ্যমে রেশম চাষি ও শিল্পীরা আর্থিকভাবে সুযোগ-সুবিধা পান। পাশাপাশি জেলার এই হস্তশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা করে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মাতৃ ও শিশুমৃত্যু রোধে কড়া নজরদারির নির্দেশ রাজ্যের

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর উৎসবের মরশুমে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু রোধে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য অধিকর্তা, পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ও মা-শিশু স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে উৎসব চলাকালীন প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে বিশেষ সতর্কতা জারি থাকবে। গত বছর এই সময় মা ও শিশুমৃত্যুর হার বেড়েছিল। সেই কারণে এবার প্রতিটি হাসপাতালে স্ত্রীরোগ বিভাগে সিনিয়র চিকিৎসক ও কর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে রোস্টার তৈরি করতে বলা হয়েছে। উৎসবের দিনগুলিতে দায়িত্ব ভাগ না করে ছুটি নেওয়া যাবে না। ভর্তি হওয়ার আগেই প্রসূতিদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়মিত খতিয়ে দেখতে হবে। স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ, জেলা হাসপাতাল থেকে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত নজরদারি চালাতে হবে।

আর. কে.ওয়্যার প্রোডাক্টস লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিসঃ ইউনিট নং ১৫০৭, ১৫ তলা, টাওয়ার ১, থানা সৃজন কর্পোরেট পার্ক, ব্লক ইপি এবং জিপি,
সেক্টর ফাইভ, সল্ট লেক কলকাতা- ৭০০০৯১ ই-মেইল আইডিঃ inforkwire.com
CIN NO- L17233WB1983PLCO36948
৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই ভোটদান এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা আর.কে. ওয়্যার প্রোডাক্টস লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস, ইউনিট নং ১৫০৭, ১৫ তম তলা, টাওয়ার ১, থানা- সৃজন কর্পোরেট পার্ক, ব্লক ইপি এবং জিপি, সেক্টর ভি, সল্ট লেক, কলকাতা- ৭০০০৯১- এ **২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টা (১টা)** এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নোটিশটি প্রক্সি ফর্ম, উপস্থিতি স্লিপ, বার্ষিক প্রতিবেদন সহ পরিচালকের প্রতিবেদন, নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি সহ অনুমোদিত মোডে সদস্যদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rkwire.com-এও পাওয়া যাবে।
সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার অধিকারী একজন সদস্য নিজের পরিবর্তে উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন এবং প্রক্সিকে কোম্পানির সদস্য হতে হবে না। কার্যকর হওয়ার জন্য, প্রক্সিগুলি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে জমা দিতে হবে, যথাযথভাবে পূরণ করে স্বাক্ষর করতে হবে, বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হওয়ার কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা আগে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এর ধারা ৯১ এর বিধান অনুসারে, সংশোধিত প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর সাথে পঠিত এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪২ নং প্রবিধান অনুসারে, বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত হয়, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধি, ২০১৫ এর ৪৪ নং নিয়ম অনুসারেঃ
ক) ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ('রিমোট ই-ভোটিং') পাস করার প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলিতে সদস্যদের ভোটাধিকার প্রযোগের সুবিধা প্রদান করতে পেরে কোম্পানি আনন্দিত।
খ) রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শুরু হবে এবং ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হবে।
গ) রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সংস্থা হিসেবে কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (এখন থেকে সিডিএসএল নামে পরিচিত) এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে।
ঘ) বার্ষিক সাধারণ সভায় নোটিশ প্রেরণের পর কিন্তু 'কাট-অফ ডেট'-এর আগে যে কেউ কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং সদস্য হন, তিনি কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছ থেকে nichetechpl@nichetechpl.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য সিডিএসএল-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
ঙ) রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য, সদস্যরা ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে 'নোটশ' বিভাগটি দেখতে পারেন।
সদস্যদের মনে রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে যেঃ
১. ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, রবিবার বিকেল ৫টার পর ভোটদানের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।
২. বার্ষিক সাধারণ সভাস্থলে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা উপলব্ধ করা হবে।
৩. যেসব সদস্য সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
৪. কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, ভৌতভাবে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা কেবল রিমোট ই-ভোটিং অথবা বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।
রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা অভিযোগের জন্য, সদস্যরা www.evotingindia.com ঠিকানায় উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন এবং / অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় একটি ইমেল লিখতে পারেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং / ভোটিংয়ের ফলাফল ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। যাচাইকারীদের প্রতিবেদনের সাথে ঘোষিত ফলাফল কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে প্রদর্শিত হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rkwire.com এও পোস্ট করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জে জানানো হবে।
আর. কে.ওয়্যার প্রোডাক্টস লিমিটেডের জন্য
স্বা / -
শিব আগরওয়াল
কোম্পানি সচিব
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯।০৮।২০২৫

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড
১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫, ই-মেইলঃ omniko11979@gmail.com
CIN: L51100WB1979PLCO32376
৪৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, দূরবর্তী ই-ভোটিং এর বিজ্ঞপ্তি তথ্য এবং বই বন্ধ
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেডের ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বুধবার, ২৪.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০১-এ তার নিবন্ধিত অফিসে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ২০.০৮.২০২৫ তারিখের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা হবে এবং উক্ত নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.omniholdings.in-এ পাওয়া যাবে। ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ২০২৪-২৫-এর বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে, যা ১৯.০৯.২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯ / ২০২৪ অনুসারে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা হয়েছে, যা সাধারণ সার্কুলার নং ০৯ / ২০২৪-এর সাথে পঠিত। SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-1/P/CIR/2025/ 83 তারিখ ০৫.০৬.২০২৫ তারিখে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) কর্তৃক জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি, যা SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (LODR প্রবিধান) এর প্রবিধান ৩৬(১)(বি) থেকে শিথিলতা প্রদান করে। ১৭.০৯.২০২৫ তারিখের কাট-অফ তারিখ অনুসারে, ভৌত আকারে অথবা ডিম্যাট্রিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা ৪৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায়িক আইটেমগুলিতে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন, যা বার্ষিক সাধারণ সভার স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে এবং সংশোধিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০ এর নিয়ম ২০ অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভার সময় পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। কোম্পানিটি এই উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। সকল সদস্যদের অবহিত করা হচ্ছে যেঃ (ক) ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর তারিখ ২৮.০৮.২০২৫ (খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২১.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে (গ) ই-ভোটিং ২৩.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে (ঘ) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা বার্ষিক সাধারণ সভার ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য শেষ তারিখ ১৭.০৯.২০২৫ (ঙ) বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পর যে কেউ কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৭.০৯.২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য NSDL-তে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে (চ) সদস্যরা আরও মনে রাখবেন যে - ।) ২৩.০৯.২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০ টার পরে NSDL দ্বারা রিমোট ই- ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না ।।) বার্ষিক সাধারণ সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়া সদস্যরাও বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না এবং ।।।) কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের নিবন্ধন বা সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে যার নাম লিপিবদ্ধ থাকবে কেবল তিনিই বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং বা পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন (ছ) সদস্যরা কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.omniholdings.in-এ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫-এর সম্পূর্ণ সেট এবং বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন এবং (জ) পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স মনোজ সাউ অ্যান্ড কোং-এর প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি মিঃ মনোজ প্রসাদ সাউ-কে বার্ষিক সাধারণ সভার সময় সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে রিমোট ই-ভোটিং এবং পোল পেপারের মাধ্যমে ভোটদান প্রক্রিয়া যাচাই-বাছাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে। (।) ই-ভোটদানের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি সম্পর্কে, সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশাবলী পড়তে পারেন অথবা NSDL-এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com-এ যেতে পারেন এবং প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা উক্ত ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বিভাগে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে, সদস্যরা NSDL, ৪র্থ তলা, 'এ' উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পারে!, মুম্বাই - ৪০০ ০১৩-এ যোগাযোগ করতে পারেন। ইমেলঃ evoting@nsdl.co.in, টেলিফোনঃ ০২২-২৪৯৯ ৪৭৩৮।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রযোজ্য নিয়মাবলী এবং SEBI (তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪৪ নং প্রবিধান অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য শেয়ার স্থানান্তর বই বৃহস্পতিবার, ১৮.০৯.২০২৫ থেকে বুধবার, ২৪.০৯.২০২৫ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেডের জন্য
অরুণ কুমার লোহিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 00613114
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮।০৮।২০২৫

জাতীয় দলে ফিরতে প্রস্তুত পৃথ্বী, প্রধান নির্বাচক দিলেন বড় আপডেট

মুম্বই, ২৮ আগস্টঃ সম্প্রতিকালে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম আলোচিত নাম পৃথ্বী শ। ধূমকেতুর মতো উত্থান হয়েছিল মুম্বইয়ের এই ব্যাটারের। তাঁকে তুলনা করা হচ্ছিল সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গেও। জাতীয় দলের জার্সি গায়েও নজর কেড়ে নিয়েছিলেন তিনি। টেস্ট অভিষেকেই তাঁর ব্যাট থেকে এসেছিল শতক। এরপরই তাঁর কেরিয়ারে শুরু হয় রাহুর দশা। ফর্ম হারাতে শুরু করেন পৃথ্বী। ওজনও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করে। সেই সঙ্গে তাঁর ব্যবহারিক জীবন নিয়েও উঠতে শুরু করে প্রশ্ন। অভিযোগ উঠতে শুরু করে, নাইট ক্লাব জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন এই প্রতিভাবান ক্রিকেটার। গত আইপিএলে তো কোনও দলই তাঁকে কেনেনি। এমনকি বাদ পড়েন রাজ্য (মুম্বই) দলের স্কোয়াড থেকেও। তবে সম্প্রতি অবশ্য ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন পৃথ্বী। ৪ বছর ধরে কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি পৃথ্বী। প্রাক্তনরা দাবি করছিলেন, এর পিছনে রয়েছে দুর্বল ফিটনেস এবং অনুশীলনের অভাব। মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটা সুযোগ না মেলায়, পৃথ্বী কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রে যোগ দিয়েছেন। ২০২৫ সালের বুচি বাবু টুর্নামেন্টে অবশ্য পুরনো ফর্মে দেখা গিয়েছে তাঁকে। প্রথম ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেন পৃথ্বী। এমন পরিস্থিতিতে মহারাষ্ট্রের প্রধান নির্বাচক অক্ষয়

দারেকর পৃথ্বীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। অক্ষয় বলেছেন, পৃথ্বী এখন সঠিক পথে আছে। তাঁর প্রতিভা নিয়ে কখনও কোনও সন্দেহ ছিল না। পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের নির্বাচক প্রধান জানিয়েছেন, বর্তমানে ফিটনেসের দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন পৃথ্বী। মিড-ডে-র সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অক্ষয় দারেকার বলেন, ''পৃথ্বী সঠিক পথেই আছে। ওর ব্যাটিংয়ে কখনও কোনও সমস্যা ছিল না। সে মনোযোগী এবং ব্যাটিং দিয়ে তার আগ্রাসন দেখাতে আগ্রহী। পৃথ্বী ফিটনেসের প্রতিও সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং প্রতিদিন অনুশীলন করছে। এই তরুণ ভারতীয় ব্যাটার বড় রান করতে মরিয়া। বুচি বাবু ট্রফি ২০২৫-এর চারটি ম্যাচে পৃথ্বী ১টি সেঞ্চুরি এবং ১টি অর্ধ-শতক করেছে।'' অক্ষয় দারেকর বলেন, ''আমরা জানি, সে সবসময় আক্রমণাত্মক খেলতে এবং প্রতিপক্ষ দলের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পছন্দ করে। বুচি বাবু টুর্নামেন্টে মহারাষ্ট্রের হয়ে প্রথম দুই ম্যাচে সে এই স্টাইলেই ব্যাট করেছে। উভয় ইনিংসেই তার ক্লাস স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছিল। পৃথ্বী বড় রান করতে মরিয়া। তার লক্ষ্য হল মহারাষ্ট্রকে রঞ্জি নকআউটে নিয়ে যাওয়া। সে যত ভাল পারফর্ম করবে, তার এবং দলের জন্য তত ভাল হবে। পৃথ্বী বুঝতে পারছে, এই মরশুম তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। পৃথ্বী এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চায়। জাতীয় দলের মূল স্রোতে ফিরতে ও মরিয়া।''

নাটকীয় হারে সিঙ্কফিল্ড কাপ হাতছাড়া প্রজ্ঞানন্দের

গুকেশের প্রাপ্তি একরাশ হতাশা!

সেন্ট লুইস, ২৮ আগস্টঃ নাটকীয় টাইব্রেকার। আর সেখানেই শেষ মুহূর্তে হোঁচট খেলেন আর প্রজ্ঞানন্দ। তবু হার থেকে আশার আলো। কারণ, সেন্ট লুইসে সিঙ্কফিল্ড কাপ হাতছাড়া হলেও, প্রাজ্ঞানন্দ মরশুমের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ গ্র্যান্ড চেস ট্যুর ফাইনালে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। বুধবার গভীর রাতে ঘড়ির কাঁটা যত এগিয়েছে, ততই ঘন হয়েছে উত্তেজনা। শেষ রাউন্ডে কারুয়ানা আর প্রজ্ঞানন্দ আধা পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। ওয়েসলি সোয়ের কাছে তখন একটাই পথ বাকি-জিততে হবে নোদিরবেক আবদুসাত্তোরভের বিরুদ্ধে। আর বাকি দুই বোর্ডে ড্র চাই। শেষমেশ সেটাই ঘটল। ফলে তিন জনের টাইব্রেকারে গড়াল ফাইনাল। ব্লিজ ঘরানায় (৫ মিনিট ২ সেকেন্ড ইনক্রিমেন্ট) রাউন্ড-রবিন খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ম্যাচ শুরুর আগে সো হাল্কা মজা করে প্রস্তাব দেন-তিন জনে মিলে শিরোপা ভাগ

করে নেওয়া যাক! যেমনটা ২০২৪ বিশ্ব ব্লিজ চ্যাম্পিয়নশিপে কার্লসেন-নেপোমনিয়াচ্চি কিংবা ২০১৮ সালের সিঙ্কফিল্ড কাপে কার্লসেন-অ্যারোনিয়ান-কারুয়ানা করেছিলেন। কিন্তু প্রধান আরবিটার ক্রিস বার্ড সাফ জানিয়ে দেন, নিয়ম ভাঙা যাবে না। টাইব্রেকারে প্রজ্ঞানন্দের শুরুটা ছিল দুরন্ত। কারুয়ানাকে ৩৩ চালেই ঘায়েল করেন। এমন অবস্থায় আমেরিকান গ্র্যান্ডমাস্টারের হাতে মেট-ইন-টু বাকি থাকলেও দ্বিতীয় খেলায় ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি। সো-এর কাছে হেরে শিরোপাজয়ের স্বপ্ন ক্রমশ ফিকে হতে শুরু করে। সো পরে কারুয়ানার সঙ্গেও ড্র করলে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে থেকে চ্যাম্পিয়ন হন। সেরার পদক না জুটলেও প্রজ্ঞানন্দের জন্য সুখবর অন্য জায়গায়। মরশুমের জমকালো সমাপ্তি-গ্র্যান্ড চেস ট্যুর ফাইনালে জায়গা পাকা করলেন তিনি। ব্রাজিলের সাও পাওলোয় ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত চারজন গ্র্যান্ডমাস্টারের সেই লড়াইয়ে প্রজ্ঞানন্দের তিন প্রতিপক্ষ-ম্যাক্সিম ভাশিয়ে-ল্যাগ্রাভ, ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা আর লেভন অ্যারোনিয়ান। অন্যদিকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দোম্মারাজু গুকেশের জন্য সিঙ্কফিল্ড কার্যত হতাশার আসর। দশ খেলোয়াড়ের মধ্যে অষ্টম স্থানে শেষ করলেন। মাত্র একটি জয়, ছ'টি ড্র, দু'টি হার।

এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে দুরন্ত ভারতীয় শুটাররা, ৭৪টি পদক নিয়ে শীর্ষে ইন্ডিয়া

শ্যামকেন্ট, ২৮ আগস্টঃ বুধবার কাজাখস্তানের শ্যামকেন্টে অনুষ্ঠিত ১৬তম এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে অলিম্পিয়ান অনিশ ভানওয়ালা ২৫ মিটার র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তল ইভেন্টে রুপো জিতে ভারতের পদক জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। অনিশের পদকের ফলে, ভারত এখন পর্যন্ত মোট ৭৪টি পদক (৩৯টি সোনা, ১৮টি রুপো, ১৭টি ব্রোঞ্জ) জিতে শীর্ষে রয়েছে। ২২ বছর বয়সি অনিশ ফাইনালে ৩৫ স্কোর করলেও চিনের সু লিয়ানবোফান ৩৬ স্কোর করে জিতেবিশ্ব জুনিয়র এবং এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জুনিযরে রেকর্ডও গড়েছেন। আদর্শ সিং এবং নীরজ কুমারের সঙ্গে অনীশ টিম ইভেন্টেও পদক জিতেছেন। মোট ১৭৩৮ স্কোর করে রুপো জিতেছে এই ত্রয়ী। ব্যক্তিগত বিভাগে আদর্শ ৫৮৫ স্কোর করে যোগ্যতা অর্জনে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেও ফাইনালে পঞ্চম হন। যোগ্যতা অর্জনে নীরজ ৫৭০ পয়েন্ট অর্জন করেন। ফাইনালে অনিশ চতুর্থ সিরিজ পর্যন্ত এগিয়ে ছিলেন, যেখানে তিনি ২০টি লক্ষ্যের মধ্যে মাত্র ২টি লক্ষ্য মিস করেন। পঞ্চম সিরিজে, সু একটি নিখুঁত ৫টি লক্ষ্য অর্জন করে স্কোরকে সমান করেন, যেখানে অনিশ একটি টার্গেট মিস করেন। পরের দু'টি সিরিজেও, অনিশ একটি করে টার্গেট মিস করেন, যার ফলে সু এক পয়েন্টের লিড পায়। শেষ সিরিজে, অনিশ প্রথমে শট নেন এবং একটি নিখুঁত ৫ মারেন এবং চাপ তৈরি করেন, কিন্তু সু নিখুঁত বুলস আই ভেদ করে সোনা জিতে নেন। ভারতের জুনিয়র মিক্সড টিম ট্র্যাপ ইভেন্টে রুপো জিতেছে। আর্যবংশ ত্যাগী এবং ভাব্য ত্রিপাঠীর জুটি সোনা জয়ের ম্যাচে কাজাখস্তানের নিকিতা মোইসিয়েভ এবং এলিওনোরা ইব্রাগিমোভার কাছে ৩৭-৩৮ ব্যবধানে হেরে রুপো জিতেছে। ৫০ মিটার পিস্তল ইভেন্টে, যোগেশ কুমার, অমনপ্রীত সিং, রবীন্দ্র সিং রুপো জিতেছেন জিতেছেন। যোগেশ ৫৪৮, অমনপ্রীত ৫৪৩ এবং রবীন্দ্র সিং ৫৪২ স্কোর করেন। ৫০ মিটার পিস্তল জুনিয়রে, ভারত অবশ্য সোনা জিতেছে। অভিনব চৌধুরী ৫৪১, উমেশ চৌধুরী ৫২৯ এবং মুকেশ নেলাভাল্লি ৫২৩ স্কোর করে ভারতকে সোনা এনে দেন।

২৬ শটের টাইব্রেকারে চতুর্থ স্তরের দলের কাছে হেরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিদায়

টাইব্রেকার চলছিল যেন অনন্তকাল ধরে। মহাকাব্যিক সেই লড়াইয়ের সমাপ্তি ২৬তম শটে। ব্রায়ান এমবুমোর শট ক্রসবারে লেগে প্রতিহত হতেই মাঠে ছুটে গেলেন গ্রিমসবি টাউনের ফুটবলাররা। মেতে উঠলেন তারা বাঁধনহারা উল্লাসে। ৯ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার গ্যালারিতেও তখন উচ্ছ্বাসের জোয়ার। প্রায় দেড়শ বছরের পুরোনো ক্লাবটিতে এমন উৎসবের উপলক্ষ এলো কত বছর পর!

ম্যানচেস্টার, ২৮ আগস্টঃ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তখন ডুবে হতাশার আঁধারে। অনেক দিন ধরেই দুঃসময়ের চক্রে থাকা দল নেমে গেল যেন নতুন তলানিতে। ক্লাবের ইতিহাসে প্রথমবার হেরে গেল তারা চতুর্থ স্তরের ক্লাবের কাছে! ইংলিশ লিগ কাপের ম্যাচটি উপহার দিয়েছে এমন ঐতিহাসিক ফল। চতুর্থ স্তরের ক্লাবটির বিপক্ষে ৭৫ মিনিটের আগে পর্যন্ত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড পিছিয়ে ছিল ২-০ গোলে। পরে ঘুরে দাঁড়িয়ে সমতা ফেরালেও শেষ রক্ষা হয়নি বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্লাবগুলোর একটির। ২৬ শটের ম্যারাথান টাইব্রেকার ১২-১১ গোলে জিতে নিয়েছেন গ্রিমসবি টাউন এফসি। ম্যানচেস্টার থেকে ১২০ মাইল পূর্ব দিকের ছোট্ট শহর ক্লিসথর্পসের ক্লাব এই গ্রিমসবি টাউন। ১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবটি একসময় মোটামুটি পরিচিত ক্লাব ছিল ইংলিশ ফুটবলে। ১৯৩৮-৩৯ মরসুমে এফএ কাপের সেমি-ফাইনালে খেলে তারা, লিগ কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে যেতে পারে

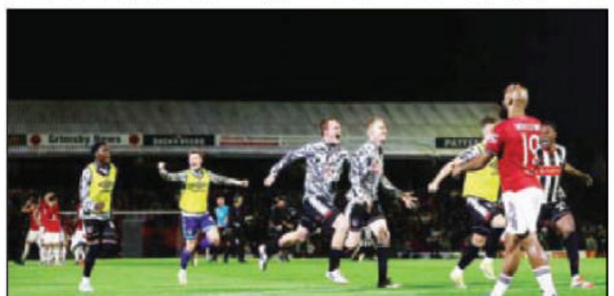

১৯৭৮-৭৯ মরসুমে। তবে এখন চতুর্থ স্তরে খেলাটাই বলে দিচ্ছে ক্লাবের অবস্থা। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে তাদের দেখা হলো ৭৭ বছর পর! কিন্তু মাঠের ফুটবলে এ দিন চমক দেখায় তারা। ৩০ মিনিটের মধ্যেই তারা এগিয়ে যায় ২-০ গোলে। সেই ব্যবধান ধরে রাখে পরের প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে। দ্বিতীয়ার্ধে আরও একবার বল জালে পাঠায় তারা। তবে গোল হয়নি অফসাইডের কারণে। ৭৫তম মিনিটে এমবুমোর গোলে লড়াইয়ে ফেরে ইউনাইটেড। ৮৯তম মিনিটে হেডে সমতা ফেরান হ্যারি ম্যাগুইয়ার। টাইব্রেকারে প্রথম পাঁচ শটে সমতা ছিল ৪-৪ গোলে। এরপর সাডেন ডেথ চলতেই থাকে। দুই দলের গোলকিপারও টাইব্রেকারে বল পাঠান জালে। ১৮ মিনিটের পেনাল্টি শুটআউট শেষ হয় এমবুমোর ব্যর্থতায়। টাইব্রেকারে প্রথম শট কাজে লাগালেও পরেরটিতে ব্যর্থ হন গত মাসে দলে যোগ দেওয়া ফরোয়ার্ড। গ্রিমসবির গোলকিপার ক্রিস্টি পিম নিজে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সমর্থক। প্রিয় ক্লাবের এমন বিদায়ে তার হৃদয়ে আঘাতও লেগেছে কিছুটা। তবে নিজেদের অর্জনের উচ্ছ্বাস ছুঁতে চাইছে আকাশ। ''এখনও ঠিক হজম হচ্ছে না। আমি ম্যান ইউনাইটেডের ভক্ত। কিছুটা খারাপও তাই লাগছে। তবে এই ধরনের রাতগুলোর জন্য তো আমরা ফুটবল খেলি। অসাধারণ জয়। টাইব্রেকারে আমার আরেকটু ভালো করা উচিত ছিল। তবে একটি সেভ করেছি দলকে লড়াইয়ে জিইয়ে রাখতে। ছেলেরা বাকি কাজ করেছে। দুর্দান্ত জয়।''

শেষের ঝলকে মেসির জোড়া গোলে লিগস কাপের ফাইনালে ইন্টার মায়ামি

ফ্লোরিডা, ২৮ আগস্টঃ চোটের কারণে লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালসহ ইন্টার মায়ামির সর্বশেষ দুটি ম্যাচে লিওনেল মেসি খেলতে পারেননি। তিগ্রেসের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে জর্দি আলবা দ্বিতীয়ার্ধে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন। দুজনকেই নিয়েই তাই দুশ্চিন্তায় ছিল ইন্টার মায়ামি। লিগস কাপের সেমিফাইনালে মেসি ও আলবা খেলতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে ম্যাচের দিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে আজ লিগস কাপের সেই সেমিফাইনালে মেসি ও আলবাকে শুরু থেকেই দেখা গেল মাঠে। দুজনের বোঝাপড়া দেখে বার্সেলোনায় তাঁদের সোনালি দিনগুলো মনে পড়েছে অনেকের। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেউ কেউ লিখেছেন 'জাস্ট লাইক ওল্ড টাইমস।' সেটা অবশ্যই ৮৮ মিনিটে মেসি-আলবার যৌথ প্রযোজনায় করা গোলটির জন্য। তবে শুধু এই গোল দিয়ে গোটা ম্যাচের দৃশ্যপট বলা যায় না। প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল অরল্যান্ডো সিটি। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের শেষ ১৫ মিনিটে জোড়া গোল করে ম্যাচের গতিপথ পাল্টে দেন মেসি। অরল্যান্ডো সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে লিগস কাপের ফাইনালে উঠেছে ইন্টার মায়ামি। প্রথমার্ধে দাপট বজায় রেখে খেলেছে মায়ামি। মেসিকেও চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরে ক্ষুধার্ত মনে হয়েছে। প্রথমার্ধেই গোলের সুযোগ তৈরি করেছেন। মায়ামি প্রথমার্ধের যোগ

করা সময়ে গোল হজম করে ডিফেন্ডার ম্যাক্সিমিলিয়ানো ফ্যালকন বল 'ক্লিয়ার' করতে না পারায়। সুযোগটা নেন অরল্যান্ডোর উইঙ্গার মার্কো পাসালিচ। বাঁ পায়ের জোরালো শটে গোল করেন। ফ্যালকন এ সময় পাসালিচের হ্যান্ডবলের দাবি তুললেও রেফারি কর্ণপাত করেননি। মায়ামি খেলায় ফিরেছে ৭৫ মিনিটে পাওয়া পেনাল্টি থেকে। তাদের উইঙ্গার তাদেও আয়েন্দেকে নিজেদের বক্সে ফেলে দেন অরল্যান্ডো লেফট ব্যাক ডেভিড ব্রেকালো। শাস্তি হিসেবে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় ব্রেকালোকে আর অরল্যান্ডো হজম করে পেনাল্টি। গোলকিপারের বাঁ পাশের পোস্টঘেঁষা শটে গোল করেন মেসি। ১০ জনে পরিণত হওয়া অরল্যান্ডো ম্যাচে পিছিয়েও পড়েছে মেসির কারণেই। তাতে অবশ্য আলবার অবদানও কম না! ৮৮ মিনিটে অরল্যান্ডোর বক্সের মাথায় বাঁ পাশ থেকে আলবাকে পাস দিয়ে দ্রুত বক্সে ঢোকেন মেসি। বার্সায় দুজনের জুটি দেখে একসময় অভ্যস্ত হয়ে পড়া দর্শক যেন জানতেন এরপর কী হবে! মেসি বক্সে ঢুকতেই একদম মোক্ষম সময়ে একটু ফাঁকায় থাকতে তাঁকে ফিরতি পাস দেন আলবা। দৌড়ের ওপরই কঠিন কোণ থেকে বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে দূরের পোস্ট দিয়ে গোল করেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। মায়ামির হয়ে এ বছর তাঁর গোলসংখ্যা ৩৩ ম্যাচে ২৭। অরল্যান্ডোর ভোগান্তির আরও বাকি ছিল। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে বাঁ প্রান্ত দিয়ে ক্লাবটির বক্সে ঢুকে লুইস সুয়ারেজকে পাস দেন ভেনেজুয়েলান মিডফিল্ডার তেলেসকো সেগোভিয়া। ফিরতি পাস পেয়ে ম্যাচের শেষ গোলটি করেন তিনি। লস অ্যাঞ্জেলস গ্যালাক্সি ও সিয়াটল উইনারের মধ্যে সেমিফাইনালের অপর ম্যাচে জয়ী দলের বিপক্ষে আগামী রবিবার ফাইনালে মুখোমুখি হবে মায়ামি। লিগস কাপের ফাইনালে ওঠার মধ্য দিয়ে আগামী বছর কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে খেলার যোগ্যতাও অর্জন করল হাভিয়ের মাচেরানোর দল।

২০২৭ বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করে প্রত্যাবর্তনের পথ খুঁজছেন শামি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ মাস পর ফের মাঠে ফিরলেন ভারতের তারকা পেসার মহম্মদ শামি। গত দুই বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে কিছুটা দূরে থাকলেও, এবার ঘরোয়া ক্রিকেটের হাত ধরে নতুন করে জাতীয় দলে ফেরার লড়াই শুরু করলেন এই পেসার। দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলের হয়ে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার মধ্যে দিয়ে শুরু হল তাঁর 'কামব্যাক মিশন'। ৩৩ বছরের শামির লক্ষ্য এখন একটাই, ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপে দেশের জার্সিতে শিরোপা জয়। এই প্রসঙ্গে তিনি সোজাসাপটা বলেন, ''একটাই স্বপ্ন বাকি রয়েছে। ২০২৩ সালে খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিলাম, কিন্তু হয়তো তখন ভাগ্যে ছিল না। তাই এবার ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলতে চাই, এবং কাপ জিততে চাই।'' চেতেশ্বর পুজারা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মতো তারকা ক্রিকেটাররা সম্প্রতি অবসর নেওয়ার পরে শামির ভবিষ্যৎ নিয়েও জল্পনা শুরু হয়। তবে সব জল্পনায় নিজেই জল ঢেলে দিয়েছেন ভারতীয় পেসার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ''অবসর নেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমি এখনও খেলতে ভালবাসি। শরীর সাড়া দিচ্ছে। যতদিন সেটা থাকবে, ততদিন লড়াই চালিয়ে যাব। অবসর নিয়ে আমি ভাবিইনি।'' শামির আরও বলেন, ''কেউ যদি আমার অবসর চায়, তাহলে তাকে বলতে বলুন সামনে এসে। আমি যদি কারও জীবনে পাথরের মতো হয়ে থাকি, তাহলে সেটা বলুক। যে দিন মনে করব আর ভালো লাগছে না, নিজের থেকেই চলে যাব। তার আগে নয়।'' দলীপ ট্রফিকে ঘিরে শামির প্রস্তুতি ছিল দারুণ। নিজের সাহসপুরের ফার্মহাউসে একটি পিচ বানিয়ে সেখানেই ট্রেনিং করেছেন তিনি। লম্বা সময় পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরার জন্য নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে

পুরোপুরি তৈরি করেছেন। নির্বাচকদের বার্তা দিয়েছেন পরোক্ষভাবে। আন্তর্জাতিক দলে না খেললেও, ঘরোয়া মঞ্চে লড়াই ছাড়বেন না। বেঙ্গালুরুতে দলীপ ট্রফির প্রথম ম্যাচে পূর্বাঞ্চলের প্রতিপক্ষ উত্তরাঞ্চল। প্রথম শ্রেণির এই টুর্নামেন্টে পারফর্ম করাটাই এখন শামির প্রধান লক্ষ্য। কারণ তিনি নিজে জানেন, এখানেই নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করতে পারলে ফের জাতীয় দলের দরজা খুলতে পারে। ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, অক্টোবর মাসে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ দিয়েই জাতীয় দলে ফিরতে চান শামি। ওই সিরিজকেই 'টার্গেট' করেছেন তিনি। তারপর নভেম্বরে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হাই-ভোল্টেজ সিরিজ। এর আগে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া সফরও, যেখানে ভারত খেলবে ওয়ান ডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এই পরিস্থিতিতে শামির দলীপ ট্রফিতে পারফরম্যান্স কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। উত্তরাঞ্চলের হয়ে খেলছেন তরুণ পেসার অর্শদীপ সিং ও হর্ষিত রানা, যাঁরা বর্তমানে নির্বাচকদের রাডারে রয়েছেন। বিশেষ করে এশিয়া কাপ স্কোয়াডেও রয়েছেন তাঁরা। ফলে এই টুর্নামেন্টে শামি-অর্শদীপ-হর্ষিতদের পারফরম্যান্সই হতে পারে আগামী নির্বাচনের ভিত্তি।

এশিয়া কাপের আগে ফের ধাক্কা! ঘরোয়া ক্রিকেটে ছিটকে গেলেন দুই তারকা ক্রিকেটার

বেঙ্গালুরু, ২৮ আগস্টঃ দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে বড় ধাক্কা খেল পূর্বাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল দুই দলই। একদিকে পূর্বাঞ্চলের নির্ভরযোগ্য অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বাদ পড়েছেন। অন্যদিকে মধ্যাঞ্চলের অধিনায়ক ধ্রুব জুরেল মাঠের বাইরে ছিটকে গিয়েছেন কুঁচকির চোটে। ফলে বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে শুরু হওয়া ম্যাচে দুই দলের নেতৃত্বেই দেখা গেল পরিবর্তন। অভিমন্যুর পরিবর্তে পূর্বাঞ্চলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন অসমের তরুণ প্রতিভা রিয়ান পরাগ। আর ধ্রুব জুরেলের পরিবর্তে মধ্যাঞ্চলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের অধিনায়কত্ব করা রজত পতিদার। পূর্বাঞ্চলের

জন্য অভিমন্যুর অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে এক বড় ধাক্কা। অভিজ্ঞ এই ওপেনার শুধু অধিনায়ক হিসেবেই নয়, দলের অন্যতম ভরসাযোগ্য ব্যাটারও বটে। তার অনুপস্থিতিতে ব্যাটিং অর্ডারে ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এর আগেই পূর্বাঞ্চল তাদের দুই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার আকাশ দীপ ও ঈশান কিষানকে হারিয়েছে বিভিন্ন কারণে। আকাশ দীপ চোটের কারণে এবং ঈশান কিষান ব্যক্তিগত কারণে দল থেকে ছিটকে গিয়েছেন। ফলে একাধিক তারকা অনুপস্থিত থাকায় রিয়ান পরাগের নেতৃত্বে একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটারকে নিয়ে মাঠে নেমেছে পূর্বাঞ্চল। অন্যদিকে, ধ্রুব জুরেলকে হারানোও মধ্যাঞ্চলের জন্য বড় ধাক্কা। তবে রজত পতিদার এই মুহূর্তে যথেষ্ট ফর্মে রয়েছেন। আইপিএলে তার নেতৃত্বগুণ সবার নজর কেড়েছে। ফলে তার নেতৃত্বে দল আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামতে পারে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তবে এই দুই বড় নামের অনুপস্থিতির মাঝে এক বড় খবর হল মহম্মদ শামির প্রত্যাবর্তন। প্রায় পাঁচ মাস পর বৃহস্পতিবার মাঠে ফিরলেন ভারতীয় পেসার। চোট সারিয়ে ফেরা শামি পূর্বাঞ্চলের হয়ে বল হাতে মাঠে নামলেন, যা দলের পেস আক্রমণে নতুন মাত্রা যোগ করবে। ভারতের অন্যতম অভিজ্ঞ পেসার হিসেবে তার প্রত্যাবর্তন শুধু দল নয়, দেশের ক্রিকেটের পক্ষেও ইতিবাচক ইঙ্গিত। উল্লেখ্য, কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তরাঞ্চল মুখোমুখি হয়েছে পূর্বাঞ্চলের এবং মধ্যাঞ্চলের প্রতিপক্ষ উত্তর-পূর্বাঞ্চল। দুই ম্যাচই অনুষ্ঠিত হচ্ছে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। এই ম্যাচগুলো শুধু দলীপ ট্রফির অগ্রগতি নির্ধারণ করবে না, পাশাপাশি আসন্ন ঘরোয়া মরসুমে জাতীয় দলে ঢোকার দোরগোড়ায় থাকা খেলোয়াড়দের জন্য নিজেকে প্রমাণের বড় মঞ্চ হয়ে উঠেছে। তবে অভিমন্যু ও জুরেলের মতো অভিজ্ঞ অধিনায়কদের না থাকা দলের ভারসাম্যে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা সময়ই বলবে। এদিকে রিয়ান পরাগ ও রজত পতিদারের নেতৃত্বের প্রথম পরীক্ষার দিকে নজর থাকবে ক্রিকেটপ্রেমীদের।

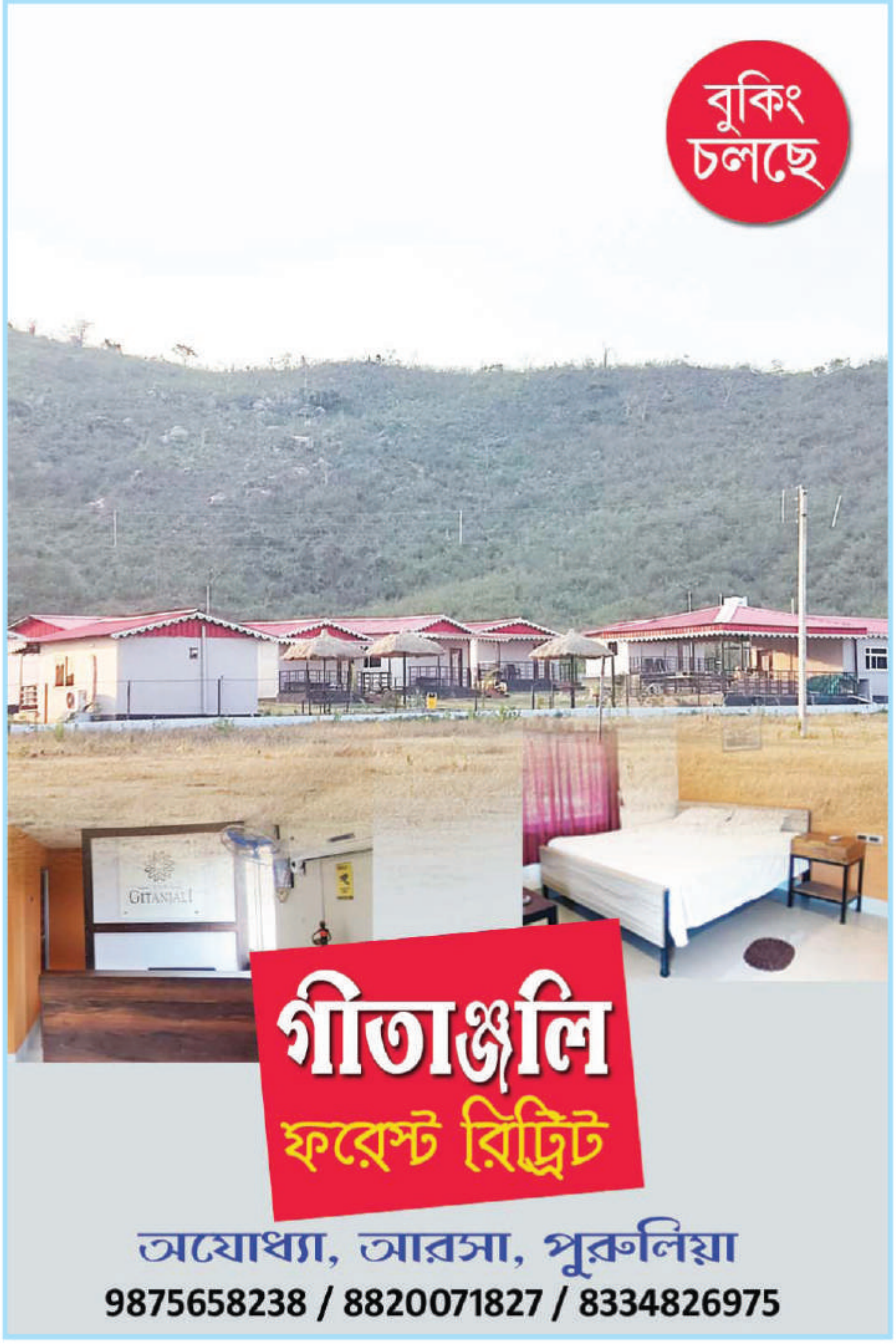

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com